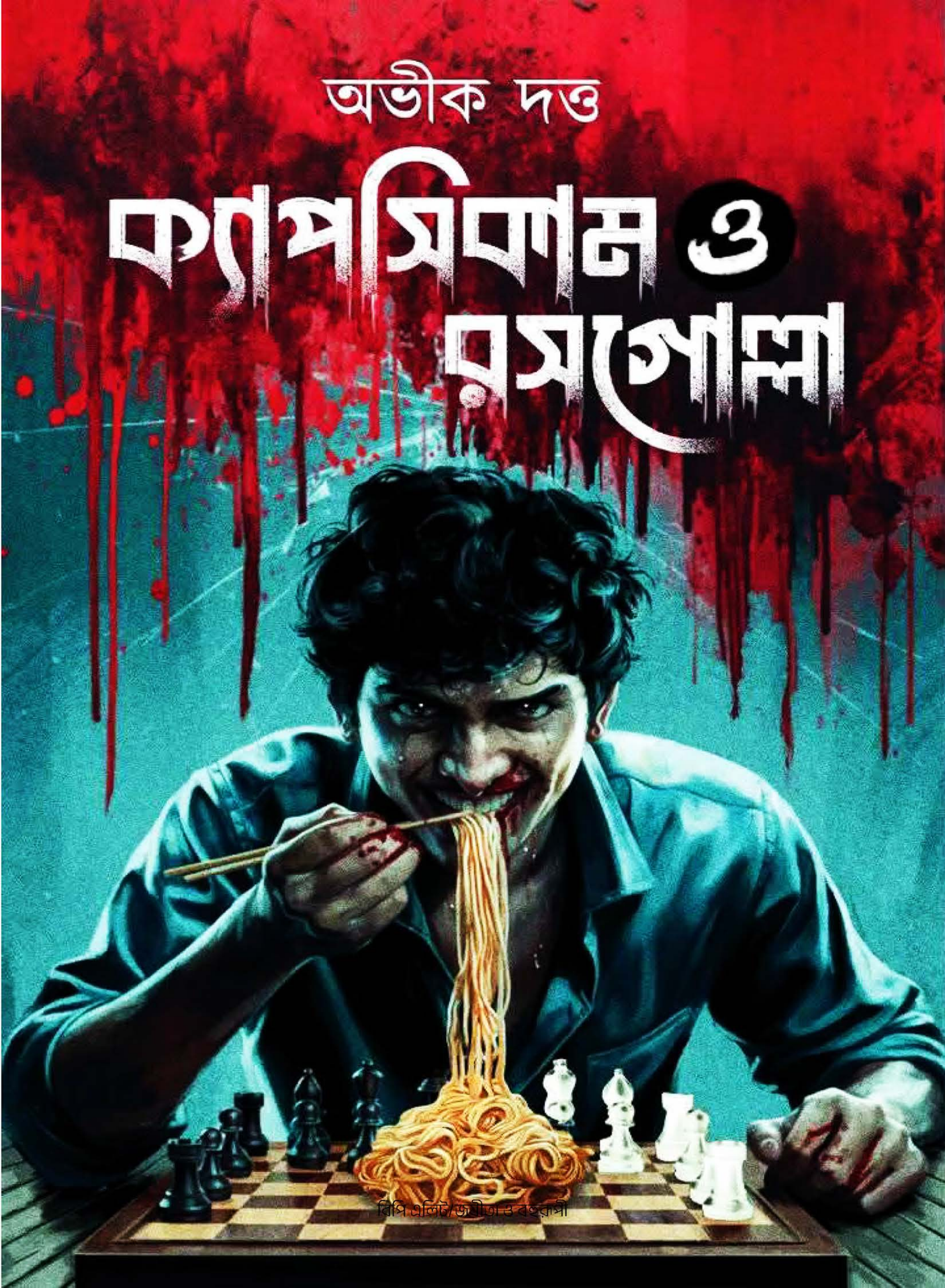

অভীক দত্ত
ক্যাপসিকাম ও রসগোল্লা

ক্যাপসিকাম ও রসগোল্লা

অভীক দত্ত

Book Look
PUBLISHING

Capsicum o Rosogolla

By Abhik Dutta

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

বানান শুদ্ধি স্রষ্টা

পত্রবিন্যাস স্বাগত সিংহ রায়

প্রকাশক Book Look Publishing

ঠিকানা ২/১৮ মহাজাতি নগর, বিরাটি

কলকাতা-৭০০০৫১

ওয়েবসাইট www.booklookonline.com

যোগাযোগ ৮০১৭৫৪৪০১৫

ই-মেইল booklook8017@gmail.com

ISBN: 978-81-968063-1-6

ভূমিকা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের প্যাটার্ন পাল্টেছে। অপরাধীদের অপরাধ করার কারণও পাল্টাচ্ছে। কিন্তু কিছু বিষয় সেই এক জায়গাতেই আছে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি বদলাবার নয়। "ক্যাপসিকাম ও রসগোল্লা" গল্পটা কোনো ছক মেনে লেখা হয়নি। কোনো কোনো জায়গায় গল্পটা পড়তে ভাল লাগবে না, গা ঘিনঘিন করাও আশ্চর্যের নয়।

চিরাচরিত ধারার বাইরে গিয়ে এই গল্পটা লিখতে চেষ্টা করেছি।

কেমন লাগলো, পাঠক জানালে ভাল লাগবে।

অভীক

জানুয়ারি, ২০২৫

(১)

উত্তরবঙ্গের কোনো এক শহর। শহরটা ছোটো। স্বাধীনতার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এখানে আস্তানা গেড়েছিল। পরিকল্পনামাফিক গড়ে ওঠা শহরটা শান্ত। সেভাবে ঝামেলার উপদ্রব নেই।

অবিনাশ সিনহা এখানকার থানার ইনচার্জ। কিছুদিন পরে তার রিটায়ারমেন্ট। তার বাড়িতে সান্ধ্যকালীন আড্ডা চলছে।

দুই জুনিয়র অফিসার শশাঙ্ক এবং বসুসেনকে অবিনাশ খুবই পছন্দ করেন।

অবিনাশের স্ত্রী অনিন্দিতা পকোড়া নিয়ে এসে বসে বললেন, "তোমার বিয়ের প্ল্যান কী শশাঙ্ক? আমরা এখানে থাকতে থাকতেই বিয়ে করবে তো? নাকি দশ বছর পরে? মেয়ের বাড়ি থেকে কোনো চাপ দিচ্ছে না?"

বসুসেন এবং অবিনাশ হেসে উঠলেও শশাঙ্ক মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "না না বউদি, করে ফেলব। আপনারা থাকতে থাকতেই করব।"

অবিনাশ বললেন, "শশাঙ্ক নিশ্চয়ই অন্য কোনো পরীক্ষা দেওয়ার প্ল্যান করছে। পুলিশের চাকরি ওর পোষাচ্ছে না।"

শশাঙ্কর মুখটা ছোটো হয়ে গেল খানিকটা, "কী করব স্যার? জয়েন না করলে বুঝতে পারতাম না। এত জটিলতা, এত সমস্যা, আমি বোধহয় আর শেষমেশ পেরে উঠব না।"

অবিনাশ বললেন, "পারবে পারবে। যত সমস্যা আসবে, তত শক্ত হবে। হতে হবে। মানুষ তো একদিনে কঠিন হয় না। সময় আর পরিস্থিতি তাকে ধীরে ধীরে কঠিন করে তোলে। তোমার ইন্টেলেক্ট আছে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার বুদ্ধি আছে, তুমি কেন পারবে না? ঠিক পারবে।"

শশাঙ্ক পাংশু মুখে বসে রইল।

অনিন্দিতা বললেন, "তোমরা ওকে এত চাপ দিয়ো না তো। এই নাও শশাঙ্ক, তুমি বরং দুটো পকোড়া বেশি খাও।"

বসুসেন রে রে করে উঠল, “কেন বউদি? আমি কী দোষ করলাম?”

অনিন্দিতা বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে রে বাপু, তুমিও নাও তবে।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্প আর আড্ডায় মজে রইল সবাই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আড্ডার পর বসুসেন একটু ইতস্তত করেই বলল, “পকোড়া কি আর আছে? আমাদের বরং আরও কিছু রেঁধে দিন বউদি।”

অবিনাশ বললেন, “বুঝেছি। এখান থেকে বেরিয়ে মেহেফিল বসাবে, তাই তো?”

বসুসেন লজ্জিত মুখে বলল, “না, না, ইয়ে মানে বাড়ি গিয়ে খাব আর কী।”

অবিনাশ হো-হো করে হেসে অনিন্দিতাকে বললেন, “দিয়ে দাও। আমরাও করতাম।”

অনিন্দিতাও হাসতে হাসতে বললেন, “বুঝেছি, সব বুঝেছি। ভাজতে দিয়ে এসেছি। রাতের খাবারও প্যাক করে দিচ্ছি। খেয়ো কিন্তু।”

শশাঙ্ক রাগী মুখে বসুসেনের দিকে তাকাল। বসুসেন চোখ মারল।

অবিনাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শশাঙ্ক বলল, “কী দরকার ছিল? বাজার থেকে কিনে নিলেই হত।”

বসুসেন বলল, “আরে চাপ নেই। স্যার তো জানেন আমরা খাই। বাড়ির খাবার কি সব জায়গায় পাবি?”

শশাঙ্ক বলল, “তা না। বুঝবি না। কেমন কেমন লাগে।”

বসুসেন বলল, “একবারেই কেমন কেমন লাগে না। বউদি খুব ভালো মানুষ। ওসব নিয়ে ভাবিস না। বাজারের ওই ঢপের তেলের রান্না খেয়ে আমার পেটে চড়া পড়ে গেছে। ওতে কিছু হয় না। চল দেখি দোকান বন্ধ হয়ে যাবে এর পরে।”

গাড়িতে উঠে বসল দু’জনে।

“তোর কাছে বাড়ির ডেফিনিশন কী?”

শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করল। বসুসেন মদ গিলছিল।

বিরক্ত মুখে বলল, “আঁতলামি করবি না। ভাল্লাগছে না।”

শশাঙ্ক বলল, “আমি আঁতলামি করছি না। খুব সিরিয়াস প্রশ্ন এটা। বাড়ির ডেফিনিশন কী?”

বসুসেন বলল, "ডেফিনিশন? এখন ক'টা বাজে?"

শশাঙ্ক বলল, "রাত সাড়ে দশটা।"

বসুসেন বলল, "এই সময় কেউ ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। রাস্তায় তুই একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তোর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। রাত বাড়ছে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দু-চারটে গুন্ডা তোকে তাড়া করল... তখন তুই কী করবি?"

শশাঙ্ক বলল, "বাড়ি ফিরব।" বসুসেন রেগে গিয়ে বলল, "তোকে তো বললাম তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তোর ফেরার পথ নেই। তখন কী করবি?"

শশাঙ্ক বলল, "তোর বাড়ি যাব।"

বসুসেন মাথা নাড়ল, "ওকে। মেনে নিলাম। কিন্তু আমার বাড়িতে তুই তোর বাড়ির ফিল পাবি? যে খাটে শুবি, সে খাটে বাড়ির আরাম পাবি?"

শশাঙ্ক বলল, "না। পাব না।"

বসুসেন বলল, "এটাই বাড়ির ডেফিনিশন। নাথিং এলস।"

শশাঙ্ক বলল, "আমার তোকে প্রশ্ন করাই ভুল হয়েছে। হেবি ভুল হয়েছে।"

বসুসেন হাসল, "এটাই হল আসল কথা। প্রশ্ন করবি না। প্রশ্ন করলেই বিপদ।"

শশাঙ্কর ফোন বাজতে শুরু করল, শশাঙ্ক ধরল, "হ্যালো, হ্যাঁ বলছি। কী? কনফেস? ওকে।"

বসুসেন বলল, "কী হল?"

শশাঙ্ক হতভম্ব কণ্ঠে বলল, "একটা ছেলে এসে বলছে সে নাকি খুন করেছে। থানায় এসে বসেছে। চল দেখি।"

বসুসেন বলল, "যাব্বাবা। এই ছোটো শহরেও এসব উপদ্রব শুরু হল? ঠিক আছে। চল তবে। তুই ড্রাইভ করবি। পুলিশ হয়ে আমি ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ করব না।"

শশাঙ্ক বলল, "চল।"

দু'জনে বেরোল। গাড়িতে উঠে বসুসেন বলল, "কে খুন হয়েছে?"

শশাঙ্ক বলল, "কিচ্ছু জানি না। চল দেখি।" বাইরে বেরিয়ে দেখা গেল বৃষ্টি নেমেছে। শশাঙ্ক বলল, "নে। তুই বলছিলি বৃষ্টির কথা। বাড়ির বাইরে আছিস, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।"

(২)

থানায় ঢুকতেই রায় বলল, "ইন্টারোগেশন চেম্বারে বসিয়ে রেখেছি ছেলেটাকে। এসে বলছে খুন করেছে, ধরা দিতে চায়। বুঝুন।"

বসুসেন বিরক্ত মুখে বলল, "আর সময় পেল না। দেখছি।"

শশাঙ্ক ঢুকল না। বসুসেন চেম্বারে ঢুকে ছেলেটাকে দেখল।

একটা সবজেটে রঙের জামা পরে বসে আছে। চুলটা পেতে আঁচড়ানো। সদ্য কলেজ পাশ করা বা আরেকটু বেশি বয়স।

সে চেয়ার টেনে বসে বলল,

- নাম?

- বাসুদেব।

- বাসুদেব? তুই আমার নাম জানিস?

- কী স্যার?

- বসুসেন।

- ভালো নাম স্যার। দু'জনের নামেই বসু আছে।

- নাম বললাম বলে ভালো বললি, নাকি ভাবছিস আমি তোকে এক্সট্রা কোনো হেল্প করতে পারব?

- হেল্প চাই কে বলল স্যার? আমার তো কোনো হেল্প চাই না! ছেলেটা হাসিমুখে কথাটা বলল। কিছুক্ষণ আগে আত্মসমর্পণ করেছে অথচ মুখে বিন্দুমাত্র কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। চোখ দুটো একটু চঞ্চল, এটুকুই।

স্কচের নেশাটা নেমে যাচ্ছিল। বসুসেনের মাথা ধরছে একটু একটু করে। সে বলল, "হেল্প চাই না?"

বাসুদেব বলল, "না স্যার। আমি পালিয়ে গেলে কার বাপের সাধ্যি ছিল আমাকে ধরবে? আমি তো নিজে থেকেই ধরা দিয়েছি।"

বসুসেন তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। এই জেনারেশনটাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। কিছুদিন আগে এক মফস্সলে একটা ছেলে একটা মেয়েকে জাস্ট কুপিয়ে মেরে ফেলল। আজকে এই কেস। পালানোর কোনো ব্যাপারই নেই।

শশাঙ্ক ইন্টারোগেশন চেম্বারের বাইরে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

বসুসেন চেয়ারে বসে বলল, "কাকে খুন করেছিস? ডিটেলস দে।"

বাসুদেব হাই তুলে বলল, "স্যার, সেই সন্ধে থেকে খুব টেনশন যাচ্ছে। আমাকে এখন কিছুক্ষণ একটু হালকা রাখা যাবে?"

বসুসেন ইন্টারোগেশন চেম্বারের বাইরে একবার তাকিয়ে আবার বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাবে।"

বাসুদেব বলল, "স্যার দাবা খেলতে পারেন?"

বসুসেন বলল, "পারি।"

বাসুদেব বলল; "তাহলে দাবা খেলব। আমি সব বলে দেব, কোনো চাপ নেই, কিন্তু একটু দাবা খেলেনি।"

বসুসেন বলল, "ওকে।" সে উঠে চেম্বারের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক বলল, "কঠিন ছেলে তো!"

বসুসেন বলল, "ভীষণ টেন্সড হয়ে আছে। নিজেকে হালকা দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু হালকা নেই। চেস বোর্ড আনিয়ে নে।"

শশাঙ্ক বলল, "বলে দিয়েছি। আসছে।" বসুসেন কাচের জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল। টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে ছেলেটা।

কয়েক সেকেন্ড পরে টেবিলে মাথা পেতে চোখ বন্ধ করল। পরক্ষণেই উঠে বসল। হাই তুলল শব্দ করে। রায় চেস বোর্ড নিয়ে এসেছিল। বসুসেন চেস বোর্ড আর ঘুঁটিগুলোর বাক্সটা নিয়ে চেম্বারে প্রবেশ করল।

বাসুদেব বলল, "এই তো। দারুণ জিনিস। স্যার আপনি কখনো ঝাল রসগোল্লা খেয়েছেন?"

বসুসেন চেয়ারে বসে টেবিলে বোর্ডটা পেতে বলল, "না। ঝাল রসগোল্লা বলে কিছু হয় না।"

বাসুদেব বলল, "কে বলেছে স্যার? আমি তো মাঝে মাঝেই বানাই। দিব্যি খেতে হয়। আপনাকে খাওয়াব।"

বসুসেন বলল, "ঘুঁটি সাজা।"

বাসুদেব বাক্সটা খুলে সব ঘুঁটি বাক্সের উপর ঢেলে দিল। তাড়াতাড়ি ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে বলল, "বুঝলেন স্যার, আমি খুব তাড়াতাড়ি চেসবোর্ড সাজাতে পারি। এই দেখুন..."

বাসুদেব বোর্ড সাজাল। কয়েক সেকেন্ড পর দেখা গেল সে অদ্ভুতভাবে বোর্ডটা সাজিয়েছে। ঘোড়ার জায়গায় নৌকা, গজের জায়গাগুলোয় রাজা আর মন্ত্রীকে বসিয়েছে।

বসুসেন বলল, "এটা কোথাকার দাবা বোর্ড? এভাবে সাজালি কেন?"

বাসুদেব বিহ্বল চোখে বসুসেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভুল সাজালাম, তাই না? ঠিক করে দিচ্ছি।"

সব ঘুঁটিগুলোকে সরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে বোর্ড সাজাল বাসুদেব। এবার বোড়েগুলোকে একসঙ্গে পেছনের সারিতে দিয়ে সামনের সারিতে রাজা, মন্ত্রী ও নৌকোদের বসিয়ে দিল।

বসুসেন বলল, "এবার ঠিক করে সাজানো হল?"

বাসুদেব মাথা চুলকে বলল, "হল তো। হয়নি? আপনার কী মনে হয়?"

বসুসেন বলল, "কাকে মারলি, ডিটেলস দে।"

বাসুদেব আবার ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল বাঁ-হাতে। ডান হাতে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। তার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। বলল, "রাজার মুভমেন্টটা কী যেন? আড়াই ঘর ধরে চলে না রাজা?"

বসুসেন বলল, "তুই কি বাই এনি চান্স পাগল সাজার চেষ্টা করছিস? লাভ হবে না। পরীক্ষায় ধরা পড়লে বড়ো কেস খাবি।"

বাসুদেব দাবার বোর্ড টান মেরে ছুড়ে ফেলল মাটিতে। বলল, "আমি একবারও কিছু সাজতে গেছি? গেছি সাজতে? আপনাকে এত জ্ঞান মারাতে কে বলেছে? কী করে খুন করেছি? ছুরি মেরেছি। কাকে খুন করেছি? লাশ কোথায় রেখেছি? সব বলে দেব। অত চিন্তার কী আছে? তাড়াহুড়োরই বা কী আছে?"

বাসুদেবের হাত খোলা ছিল। তিন-চারজন কনস্টেবল চেম্বারে ঢুকে বাসুদেবের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল।

(৩)

শশাঙ্ক আর বসুসেন স্মোকিং জোনে এসে সিগারেট খাচ্ছে।

বসুসেন বিরক্ত মুখে বলল, "এদ্দিন খুনি খুঁজে বেড়াতাম। আর এখন কেউ এসে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে সে খুন করেছে। বল এবার কী করব?"

শশাঙ্ক বলল, "চিন্তা করিস না, যা কনফেস করছে, উত্তেজনার বশে করছে। সকাল হলেই এ ছেলে পালটি খাবে।"

বসুসেন বলল, "বলছিস?"

শশাঙ্ক বলল, "বলছি। হয়তো প্ল্যান করে খুন করেনি। হয়ে গেছে। তারপরে যখন বুঝেছে কিছু করার নেই, পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যাবে, সারেন্ডার করে।"

বসুসেন বলল, "খুন করার পর হতে পারে বুদ্ধিশুদ্ধি সব উড়ে গেছে। এর মানে? প্ল্যান করে উড়েছে, না প্ল্যান না করে উড়েছে?"

শশাঙ্ক বলল, "যেটা খালি চোখে সহজ বলে মনে হচ্ছে, সেটা সহজ নাও হতে পারে।"

বসুসেন বলল, "পকোড়া ছিল, ভালো স্কচ ছিল, বৃষ্টি ছিল, সব কেঁচিয়ে দিল শালা! ধুর!"

রায় এসে বলল, "স্যার, মিডিয়া এসে গেছে।"

বসুসেন বলল, "মালগুলো ঘুমোয় না নাকি? এখন সাড়ে বারোটা বাজে।"

শশাঙ্ক বলল, "সিনহা স্যার ফোন করেছিল, বলল প্রেস অ্যাটেন্ড করতে। নইলে ওরা নিজেদের মতো করে আরও ভুলভাল ইন্টারপ্রিটেশান নামিয়ে দিয়ে গল্পটাকে আরও ঘেঁটে দেবে।"

বসুসেন বলল, "ভালো তো। তা বুড়ো নিজে না এসে আমাদের কেন ফেস করতে বলছে। তুই যা। আমি পারব না।"

শশাঙ্ক বলল, "তোর এমনিতে যাওয়াও ঠিক হবে না। মালের গন্ধ বেরোচ্ছে। প্রেস ধরতে পারলে ছাল ছাড়িয়ে রেখে দেবে।"

বসুসেন বলল, "কেন রে বাঞ্চোত? ডিউটি আওয়ারসের বাইরে মাল খেতে পারব না? এই যে মালগুলো এসেছে, সবাই ক্লিন বলছিস? হতে পারে? এই রায়, যাও তো, যারা যারা এসেছে, সবার টেস্ট করো তো। দেখি সব ক্লিন কিনা।"

রায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "এরকম হয় নাকি স্যার? সেটা তো আরেক ঝামেলা তৈরি করবে।"

বসুসেন বলল, "করলে করবে।"

শশাঙ্ক হেসে ফেলল, "এ ভাই, তোর নেশা নেমে গেছে বলে তোর ঝাঁট জ্বলে গেছে আমি বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তুই চিন্তা করিস না। তুই মন দিয়ে সিগারেট টান। আর বোতলের টাকা আমি দিয়ে দেব, তোকে দিতে হবে না।"

বসুসেন বলল, "যা। উৎপটাং কোয়েশ্চেন করলে আমাকে ডাকবি। আমি বুঝব তারপর।"

শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে।"

শশাঙ্ক সিগারেট ফেলে বেরিয়ে গেল।

বসুসেন রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী করছে ছেলেটা?"

রায় বলল, "টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে।"

বসুসেন বলল, "মেডিকেল কখন হবে?"

রায় বলল, "সকাল দশটায়।"

বসুসেন বলল, "ঠিক আছে। ছেলেটাকে লক আপে ঢুকিয়ে দাও, সেপারেট লক আপটায় দাও। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি আরেকবার যাব।"

রায় বলল, "ওকে স্যার।"

বসুসেন ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করল।

তাকে ঢুকতে দেখে বাসুদেব চোখ খুলে বলল, "স্যার, আরেকটু সময় দেবেন?"

বসুসেন চেয়ারে বসে বলল, "সে দেওয়া যায়। কিন্তু তোর মোটিভটা কী আমাকে বলবি না? আর কতক্ষণ ওয়েট করব বল তো? আমারও তো ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা চলছে।"

বাসুদেব বলল, "তার আগে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে আপনাকে।"

বসুসেন বলল, "তাই বল।"

বাসুদেব বলল, "আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা জমিদার ছিল স্যার। এমন জমিদার ছিল, যাকে সবাই কসাই জমিদার বলত। ঠাকুরদা মনে করত উনিই আইন, যারা ধরুন ওঁর জমিদারিতে কোনো অন্যায় করত, ঠাকুরদা নিজেই তাদের মেরে দিতেন। ব্রিটিশ পুলিশ ছিল তখন, প্রচুর টাকা যেত ওদের কাছে। কেউ কিছু বলত না। আমার শরীরে ওই ঠাকুরদার ঠাকুরদার রক্ত বইছে। বুঝলেন?"

"বসুসেন বললেন, "এটা আবার কোন গল্প শুরু করলি? কোন এলাকায় ছিল তোদের জমিদারি?"

বাসুদেব বলল, "হবে কোনো একটা এলাকায়। সেটা আমার মনে নেই। মনে এলে বলব!"

বসুসেন বলল, "দ্যাখ ভাই, আসার পর থেকে অনেক নাটক দেখেছি তোর, এবার থার্ড ডিগ্রি শুরু হবে। থার্ড ডিগ্রি জিনিসটাকে আন্ডার এস্টিমেট করিস না। তোর সব আণ্ডাবাচ্চাকে ভেতর থেকে টেনে বের করে দেবে। যাকে মেরেছিস, ভাবতে পারছিস ওর পরিবারের উপর দিয়ে কী যাচ্ছে?"

বাসুদেব বলল, "ঠিক বলেছেন স্যার, কাউকে মারলে তার ফ্যামিলির উপর দিয়ে ঝড় বইতে শুরু করে। বরং তার গোটা ফ্যামিলিকেই মেরে দেওয়া উচিত।"

বসুসেন বাসুদেবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, "এটাই তোর ফার্স্ট খুন?"

বাসুদেব হাই তুলে বলল, "রাতের এই সময়টা আমি রসগোল্লার ঝোল আর ক্যাপসিকাম দিয়ে ম্যাগি বানিয়ে খাই। এখানে একটা হিটার পাওয়া যাবে? একটা ম্যাগির প্যাকেট, পাঁচটা রসগোল্লা, একটা ক্যাপসিকাম... পাওয়া যাবে?"

(৪)

"রাত হয়েছে। কী করবি এখন? ব্যাটাকে ঘুমোতে দিবি?" শশাঙ্ক প্রশ্ন করল।

বসুসেন বলল, "না। ঘুমোতে দিলে আমার মনে হয় না ও সবটা কনফেস করবে। কাল দিনের আলো ফুটলে ওর সাহস ফিরে আসবে। ও আবার সব লজিকাল কাজকর্ম করতে শুরু করবে। এই মুহূর্তে ওর ডিফেন্স একবারে নড়বড়ে। যা বের করার আজকে রাতে করে ফেলতে হবে। এর পরে ফাঁকা মাঠ পড়ে থাকবে। ধীরে-সুস্থে খেললেই হবে।"

শশাঙ্ক বলল, "তাহলে কি ওর কথা মতো ম্যাগি রাঁধতে দিতে হবে?"

বসুসেন মাথা নাড়ল, "নাহ। এখন থেকে ওর কথামতো আর কিছু হবে না। বাই দ্য ওয়ে লিপিকাকে এত রাতে ডাকলে ঠিক হবে? একজন মনোবিদ তো দরকার।"

শশাঙ্ক বলল, "এখন দেড়টা বাজে। এখন ডাকবি, আসতে আসতে সেই তিনটে সাড়ে তিনটে বাজবে। তার থেকে ওকে সকালেই আনা হোক। তুই তো অনেক করলি, এবার ব্যাটাকে আমি গিয়ে ধরি। কী বলিস?"

বসুসেন বলল, "যা।"

শশাঙ্ক ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করল।

বাসুদেব হাসিমুখে বলল, "কী খবর স্যার? ম্যাগির ব্যবস্থা হল?"

শশাঙ্ক বলল, "সময় নেই। আসল কথায় আয় তো বাপ। এই যে ছেলেটাকে মারলি, এর গল্পটা কী?"

বাসুদেব অবাক হয়ে বলল, "কাকে মারলাম? কোন ছেলেকে?"

শশাঙ্ক রেগে গেল, "ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার সঙ্গে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করিস না বাসুদেব, আমি কিন্তু বসুসেন নই, একবারে হুড়কো দিয়ে দেব তোকে।"

বাসুদেব বলল, "কিশোরকে মেরেছি। কিশোর দাস। আমার এক্স জি এফের প্রেজেন্ট।"

শশাঙ্ক গালে হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিশোর? ডিটেলস দে। লাশ কোথায় রেখেছিস? তুই সারেন্ডার করলি কেন?"

বাসুদেব হাসল, "আমি সারেন্ডার করেছি কারণ করতে চেয়েছি। পুরোটা শুনুন, তারপর জাজ করবেন। আমার এক্স পায়েল, ওকে আমি খুব সন্দেহ করতাম। পায়েল বলত আমি নাকি হেবি সন্দেহপ্রবণ পাবলিক। তো ও একটা ছেলেকে খুব দাদা দাদা করত। আমাকে বলত ছেলেটা নাকি ওর দাদার মতো। আমি যতই বলতাম দাদা দাদা বাল, সবই ইয়ে মারার তাল, কিছুতেই বিশ্বাস করত না। তারপর একদিন আমাদের ব্রেক আপ হল। জল দিন না স্যার।"

শশাঙ্ক জলের বোতল আনিয়ে নিল। বাসুদেব খানিকটা জল খেয়ে বলল, "হ্যাঁ, এইবার কী হয়েছে, আমার সঙ্গে ব্রেক আপের কিছুদিন পর দেখা গেল সেই বোনু তার দাদার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আমি যখনই পায়েলকে বললাম "কীরে ভাই, তুই তাহলে আমাকে

ঢপ মারছিলি কেন, মেয়েটা করল কী ছেলেটাকে বলে দিল। সেই ছেলে এ শহরে একা থাকে। আমিও একা থাকি। আমার কাছে এসে আমাকে থ্রেট দিচ্ছিল। বাড়ি চলে এসেছিল। আমি দেখলাম ফালতু ঝামেলা করে লাভ নেই, ঘরে ডাকলাম, গলাটা কুপিয়ে লাশটা রান্নাঘরে চালের ড্রামে ঢুকিয়ে দিলাম। সিম্পল।"

শশাঙ্ক সোজা হয়ে বসে বলল, "মানে?"

বাসুদেব বলল, "মানে এটাই। চালের ড্রামে কতক্ষণ ফেলে রাখব স্যার? লাশ ক্লিয়ার করে দিলাম। মাঠে ফেলে এসেছি।"

শশাঙ্ক বাসুদেবের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে বসুসেনকে বলল, "শুনলি?"

বসুসেন বলল, "ওর বাড়িটার থরো সারচিং হয়নি নিশ্চয়ই। রায়?"

রায় বলল, "বাড়ি সিল করা আছে।"

শশাঙ্ক বলল, "ওটাকে নিয়ে এসো। ওর বাড়ি চলো। হালচাল ঠিক লাগছে না আমার।"

বাসুদেবকে নিয়ে গাড়িতে তোলা হল।

বাসুদেবের বাড়িটা গলির শেষে। মাঝে একটা প্লট। তারপর একটা বাড়ি। উলটোদিকেও খালি প্লট।

শশাঙ্ক বসুসেনকে বলল, "এর বাড়ির চারপাশে ফাঁকা জায়গা আছে। এ বাড়িতে কিছু করলে পাড়ার লোকের টের পেতে দেরি হওয়ারই কথা।"

বসুসেন বলল, "রাইট। ঠিক কী করে রেখেছে কে জানে!"

তালা খুলিয়ে ঘরের ভেতর ঢোকা হল। নোংরা বাড়ি। বিচ্ছিরি রকমের তীব্র একটা গন্ধ। শশাঙ্ক ও বসুসেন দু'জনেই নাকে রুমাল চাপা দিল। শশাঙ্ক বলল, "এখানে সুস্থ কেউ থাকে?"

বাসুদেব খুশি হল, "আমি থাকি স্যার। এটাই তো সিগমা রুল স্যার, ঘর এমন করে রাখতে হবে যাতে কেউ ঢুকতেই ভয় পায়। এই তো, এখানে ম্যাগি আছে। আমি একটু রেঁধেনি?"

বসুসেন বাসুদেবকে সপাটে চড় মারল, "রান্নাঘরের চালের ড্রাম দেখা।"

বাসুদেব হাসল, “ঠিক স্যার। ঠিক। ও তো খালি করে দিয়েছি। চলুন। আচ্ছা, তার আগে এক মিনিট।”

রুম ফ্রেশনার নিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিল বাসুদেব। ঘরের গন্ধ আরও বিচ্ছিরি হয়ে গেল।

বসুসেন বলল, “আমি বমি করে দেব। কোথায় রান্নাঘর?”

রান্নাঘরে গেল তারা। একটা বড়ো ড্রাম সত্যি ছিল। ড্রামের ঢাকনা খুলে ড্রাম উলটে দিল বাসুদেব। ঘরের মেঝেয় খুলি, হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে প্রবল দুর্গন্ধ।

(৫)

“কী করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলি তুই? আমাকে ভালোবাসতে বাসতে আরেকজনের সঙ্গে ফিটিং শুরু করলি?”

“তুই আমাকে যখন বললি কিশোর তোর দাদা, একই সময়ে তুই কিশোরের সঙ্গে প্রেম করছিলি? তুই আমাকে কতবার বলতিস ভালোবাসি, এখন ওই ছেলেটাকে ভালোবাসি বলছিস, চুমু খাচ্ছিস, কী করে পারছিস? তোর একবারও অস্বস্তি হয়নি? কষ্ট হয়নি? রাতে ঘুমোতে পারলি তুই?”

“আমি তোর মতন বেইমান দেখিনি। তুই আমায় ব্লক করে দিয়েছিস, আমি কিছুতেই তোর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, মেসেজ করলে তোর কাছে যাচ্ছে নাকি জানি না, ফোন একবার রিং হয়ে কেটে যাচ্ছে, তারপর তোর ফোন সুইচড অফ বলছে। তোর এই দাদা, তোর দাদার কপালে দুঃখ আছে। ভাবিস না তোকে এত সহজে আমি ছেড়ে দেব।”

অফিসে ফিরে এসেছে তারা।

বাসুদেবের ঘর থেকে একটার পর একটা হাতে লেখা এ-ফোর কাগজ উদ্ধার হয়েছে। বসুসেন কাগজগুলো নিয়ে শশাঙ্ককে বলল, “একটা ছেলের মনে কতটা রাগ থাকলে এটা লিখতে পারে। এই পায়েলের কোনো ট্রেস পাওয়া গেল?”

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, “না। এখনও জানা যায়নি। কোথায় থাকে, কী করে কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না।”

বসুসেন বলল, "জানতে হবে তো। আদৌ মেয়েটা বেঁচে আছে নাকি, সেটাও তো বুঝতে পারছি না।"

শশাঙ্ক বলল, "কোনো ফোন নেই। একটা ফোন উদ্ধার করা যায়নি। বাসুদেব না বললে আমরা কিছু জানতে পারব না।"

বসুসেন বলল, "আশা করি আর লাশ নেই।"

শশাঙ্ক বলল, "সবটাই আশা। বাড়িটা খুঁজে দেখতে হবে। দরকার হলে মেঝে খুঁড়তে হবে।"

বসুসেন বলল, "ডিটেইলড ফ্যাক্ট শিট বানাতে হবে। ক্লাসিক কেস অফ সাইকোপ্যাথ। আর আমার কিন্তু এখন কিছুতেই মনে হচ্ছে না এ ছোকরা ভয় পেয়ে সারেন্ডার করেছে। ও ঠিক কোনো প্ল্যান ধরে এগোচ্ছে, সেটা বোঝা দরকার।"

শশাঙ্ক বলল, "দু'জনে মিলে চল গিয়ে ধরি। কী বলে দেখি।"

বসুসেন বলল, "চল।"

ইন্টারোগেশন চেম্বারে ঢুকল তারা। বাসুদেব শান্ত মুখে বসে আছে।

বসুসেন বলল, "পায়েল এখন কোথায় আছে?"

বাসুদেব বলল, "আপনার স্পঞ্জ রসগোল্লা পছন্দ?"

শশাঙ্ক সপাটে চড় কষাল। বাসুদেবের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে শুরু হল।

বসুসেন বলল, "তোর সঙ্গে এটাই করা উচিত, বুঝতে পারিস সেটা? ফের যদি এসব হেঁয়ালি করে আমাদের ডিস্ট্র্যাক্ট করার চেষ্টা করেছিস, তাহলে তোর একদিন কী আমার একদিন।"

বাসুসেব হাসিমুখে বলল, "আমি কেন ডিস্ট্র্যাক্ট করতে যাব. স্যার? শুধু বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি যেটা বলেছিলাম, সেটার ব্যবস্থা করুন না স্যার।"

বসুসেন বলল, "করব না। তুই বল।"

বাসুদেব বলল, "আমাকে না খাইয়ে রাখবেন? তা রাখুন, কোনো অসুবিধে নেই। তাতে অবশ্য আপনাদেরই ক্ষতি হবে।"

শশাঙ্ক বলল, "কেমন ক্ষতি?"

বাসুদেব বলল, "ধরুন ওই পায়েল এখনও বেঁচে আছে। আমি না খেয়ে মরে গেলাম। আপনারা পায়েলকে খুঁজে পেলেন না। ভালো হবে ব্যাপারটা?"

শশাঙ্ক আর বসুসেন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বসুসেন বলল, "মানে? পায়েল তোর বাড়িতে আছে?"

বাসুদেব বলল, "বাড়িতেই আছে, সেটা তো বলিনি স্যার। অবশ্য থাকতেই পারে। কেমন বিতিকিচ্ছিরি বাড়িটা দেখেছেন?"

বসুসেন বলল, "তাহলে কোথায় আছে?"

বাসুদেব বলল, "ম্যাগি খাব রসগোল্লার রস দিয়ে। তারপর বলব।"

বসুসেন উঠে চেম্বারের বাইরে গিয়ে রায়কে ডেকে বলল, "ও যা যা আনতে বলছে আনানোর ব্যবস্থা করো। আমার ঠিক সুবিধের লাগছে না ব্যাপারটা। অন্য লেভেলের সাইকোপ্যাথ একটা। এ ছেলে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করার ক্ষমতা রাখে। এই ধরনের ছেলেরা খুব একটা স্বাভাবিক হয় না।"

রায় বলল, "নিয়ে আসছি স্যার।"

বসুসেন চেম্বারের ভেতরে গেল আবার।

বাসুদেব বলল, "একটা নরম বিছানায় ঘুমোতে চাইলে কি খুব অন্যায় করব স্যার? আমার ঘুম পাচ্ছে, আর কতক্ষণ এভাবে বসিয়ে রাখবেন?"

শশাঙ্ক বলল, "খাওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়বি?"

বাসুদেব চওড়া হাসি দিল, "ক্ষেপেছেন? খাওয়া ছাড়া আমি কিছু বুঝি নাকি?"

(৬)

ভোর পাঁচটা।

বাসুদেবকে ঘুমোতে দেওয়া হয়েছে। বসুসেন অফিসের বাইরে চিন্তিত মুখে সিগারেট টানছিল।

শশাঙ্ক এসে বলল, "কেসটা কিন্তু এখনও ক্লোজ হয়নি। দ্য কেস ইজ স্টিল ওপেন।"

বসুসেন বলল, "অবভিয়াসলি। কেস পুরোটাই ওপেন। পায়েলের খোঁজ নিতে হবে। ছেলেটার খোঁজ নিতে হবে। কিশোর না কী নাম। এ তো সাইকো। দেখা যাবে ও মেয়েটাকেও মেরে রেখে দিয়েছে বা কোথাও বেঁধে রেখেছে।"

শশাঙ্ক বলল, "কাল কার মুখ দেখে উঠেছিলাম ভাই? মালের নেশাটার পুরো বারোটা তো বাজলই, সঙ্গে এসব ঝক্কি! হতে পারে ছেলেটা হ্যালুসিনেট করছিল। তার মানে সে মানসিক রোগী, চূড়ান্ত পর্যায়ের কোনো রোগী না হলে তো এমন কাজ করবে না... উফ! কী সব লোক চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" বসুসেন বলল, "ওর চেস বোর্ড সাজানোটা মনে করে দ্যাখ। একজনের মন ঠিক কতখানি বিক্ষিপ্ত হলে সে এভাবে পাগলের মতো চেস বোর্ড সাজাতে শুরু করে। এর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে হবে, কার সঙ্গে রিলেশন ছিল, কী কী করেছে, সব কিছু চেক করার দরকার আছে। তার থেকেও বড়ো কথা প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া কিচ্ছু হবে না। হাড়গোড় যা পাওয়া গেছে, তার ল্যাব রিপোর্ট কী বলছে দেখতে হবে।"

বসুসেন বলল, "সিনহা স্যারকে দরকার। উনি ছাড়া হবে না। পাকা মাথা লাগবে। কেন জানি না, ছেলেটার সামনে গেলে আমার মনে হচ্ছে ওই আমাকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিচ্ছে। যে প্রশ্ন করা উচিত, সেটা করতে পারছি না। এদের স্পেশাল এবিলিটি থাকে, এরা মানুষকে নিজের মতো করে কাজ করিয়ে নিতে পারে।"

শশাঙ্ক হেসে ফেলল, "ধুস, তুই আবার বেশি ভেবে ফেলছিস। ওরকম কিছু করা যায় নাকি? আমাকে তো কিছু করেনি।"

বসুসেন বলল, "লিপিকা কখন আসবে?"

শশাঙ্ক বলল, "সাতটার মধ্যে চলে আসবে বলল। ও কথা বলে কী করতে পারে দেখি।"

বসুসেন বলল, "হিপনোটিজম ব্যাপারটা কিছু কিছু মানুষের সহজাত। তারা অপরপক্ষকে খুব সহজে হিপনোটাইজ করে ফেলতে পারে। এ ছেলের সে ক্ষমতা আছে।"

শশাঙ্ক বলল, "লিপিকা সেটা বলুক।"

বসুসেন বলল, "বেশ তো, লিপিকা না হয় বলবে। তুই আমায় বল, তুই যা করাতে চাইছিস, ছেলেটা তা করছে? সেই জেদ ধরে রইল ওকে ঘুমোতে দিতে হবে, ম্যাগি রাঁধতে দিতে হবে, সব মেনে নিতে হল।"

শশাঙ্ক বলল, "ওকে জাগিয়ে রাখলে কী লাভ হত? ছটফট করছে, নিজেই জানে না কী বলছে না বলছে। ঘুমিয়েছে, সেটা তো ভালো ব্যাপার। জেগে উঠে ভাবুক কী করেছে, কত আর খেলবে? ঠিক ধরে ফেলব।"

বসুসেন বলল, "দেখা যাক কী হয়।"

দু'জনে আর কেউ কোনো কথা বলল না। সাতটা না, লিপিকা সাড়ে ছ'টার মধ্যে চলে এল। শশাঙ্ক বলল, "তুমি যে বললে সাতটা হবে?"

লিপিকা বলল, "চলে এলাম। তোমার কাছ থেকে ডেস্ক্রিপশন শুনে অপেক্ষা করা গেল না। কোথায় সে?"

শশাঙ্ক বলল, "এসো।"

ইন্টারোগেশন চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক বলল, "ওই যে। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে।"

লিপিকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বাসুদেবকে দেখার পর বলল, "আমি ভেতরে যাচ্ছি।"

শশাঙ্ক অবাক হল, "ঘুম থেকে উঠতে দেবে না?"

লিপিকা বলল, "না। ও ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখুক। দেখি কী করে।"

শশাঙ্ক বলল, "কী আর করবে? একজন সুন্দরীকে দেখে মাথা ঘুরে যাবে।"

লিপিকা হাসল, "ফ্লার্ট করছ?"

শশাঙ্ক বলল, "না, সারারাত জেগে সে ক্ষমতা চলে গেছে।"

আমাদের দু'জনের মাথা খেয়ে রেখেছে এই ছেলে। দ্যাখো তুমি কী করতে পারো। যাও।"

দরজা খুলে দিল শশাঙ্ক।

লিপিকা চেম্বারের মধ্যে প্রবেশ করে বাসুদেবের সামনের চেয়ারে বসে বলল, "গুড মর্নিং।"

বাসুদেব চোখ খুলল। লিপিকাকে দেখে হাসিমুখে বলল, "লিপিকা রায়, ৩৪ গ্র্যান্ড রোড। ফোন নাম্বার ৯৫*********।"

লিপিকা চমকে বাসুদেবের দিকে তাকাল।

তার স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। একটু সামলে নিয়ে বলল, “ওহ, সব খোঁজখবর নিয়ে রেখেছ দেখছি।”

বাসুদেব হাসল, “খোঁজ নিতে হয়েছে। আমার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার ছিল। চারজনের তালিকা হয়েছিল । আপনি দু-নম্বরে ছিলেন।”

লিপিকা বলল, “দু-নম্বরে? প্রথম নম্বরে কে ছিলেন?”

বাসুদেব বলল, “আমায় যিনি দেখেন। শকুন্তলা আলি। চেনেন?”

লিপিকা বলল, “তুমি শকুন্তলাকে দেখাও?”

বাসুদেব বলল, “একটা সেশন হয়েছিল। পরের রবিবার নেক্সট সেশন হওয়ার কথা ছিল। আজ কী বার?”

লিপিকা বলল, “রবিবার।”

বাসুদেব খুশি হল, “তাহলে তো খুব ভালো, ওকে এখানে নিয়ে আসতে বলুন। আমার সেশনটা এখানে হোক।”

লিপিকা কয়েক সেকেন্ড বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে ইন্টারোগেশন চেম্বারের বাইরে গেল।

শশাঙ্ক বলল, “এবার কি তবে শকুন্তলাকে ডাকার আবদার এল?”

লিপিকা বলল, “কী করব বলো।”

শশাঙ্ক বলল, “খেলতে চাইছে, তাই না?”

লিপিকা বলল, “নাম্বার মুখস্থ রেখেছে, ঠিকানা জানে, কে জানে বাড়িও ঘুরে এসেছে কি না। শকুন্তলাকে ফোন করছি।”

শশাঙ্ক বলল, “করো।”

লিপিকা শকুন্তলাকে ফোন করল। ফোন রিং হয়ে গেল। ধরল না।

লিপিকা বলল, “ধরল না। ঘুমোচ্ছে হয়তো।”

শশাঙ্ক বলল, “লিস্ট তৈরি করে রেখেছে। কীসব লেভেল ছেলেটার সেটাই ভাবছি।”

লিপিকা বাইরে থেকে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, “সাত-আট বছরে এরকম একটা কেস আসে। এমন একটা কেস, যেটার যত গভীরে যাব, তত মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মস্তিষ্কের গভীরে এমন সব কালো শেকড় আছে, এত তার জট, সেসব ছাড়াতে

ছাড়াতে কখন দিন কেটে যাবে, ধরতে পারবে না। এ ছেলেটাকে দেখে অনেক কিছু মনে হচ্ছে।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "পিয়োর সাইকো। দ্যাখো যদি ওর পেট থেকে কিছু বের করতে পারো। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত ডিটেইলস একজোট করার। তার আগে তুমি দ্যাখো ওর পেট থেকে বাইরে কী কী বের করা যায়।"

লিপিকা মাথা নেড়ে বলল, "ওকে। লেটস ট্রাই।"

ইন্টারোগেশন চেম্বারে আবার প্রবেশ করল লিপিকা। তাকে দেখামাত্র বাসুদেব বলল, "আসবেন ম্যাডাম?"

লিপিকা বলল, "দেখছি। ফোনে পাওয়া গেল না। ঘুমোচ্ছে হয়তো।"

বাসুদেব বলল, "উনি ভোর পাঁচটায় উঠে পড়েন। এখনও ওঠেননি? এরকম তো হওয়ার কথা না।"

লিপিকা বলল, "তুমি সেটাও জানো উনি ক'টায় ওঠেন?"

বাসুদেব বলল, "না জানার কী আছে? কে ক'টায় ওঠে, সেটা জানা কোনো বড়ো কাজ না। আপনার যেমন ঘুমই হয় না।"

লিপিকা বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে তুমি একজন স্টকার, তাই তো?"

বাসুদেব বলল, "এটাকে স্টকিং বলে? আমি তো শুধু আমার ডাক্তারের খবর নিতে চাই যে কখন তাকে ফোন করলে পাওয়া যাবে।"

লিপিকা বলল, "ভালো। তুমি আর কার কার লিস্ট করেছিলে?"

বাসুদেব বলল, "রুমানা বসু। উনিও মন্দ না। তবে আপনি সেকেন্ড বেস্ট। একটা কথা জানেন, এখানকার এক অফিসার আপনার বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যান, মাঝে মাঝেই।"

দরজা খুলে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে বাসুদেবের সামনে দাঁড়াল। বাসুদেব শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে হাসল, "ব্রেকফাস্ট করলেন স্যার?"

লিপিকা শশাঙ্ককে বলল, "আমি দেখছি। তুমি যাও।"

শশাঙ্ক বাসুদেবের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বলল, "অনেক ন্যাকামি হয়েছে, এবার থার্ড ডিগ্রির ব্যবস্থা করছি। তোর কপালে দুঃখ আছে এবার।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "এতক্ষণ দেননি কেন স্যার? আপনি খুব নরম মনের জানেন তো।"

শশাঙ্ক বাসুদেবকে মারতে গেল। লিপিকা তাড়াতাড়ি শশাঙ্কর হাত ধরে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? বাড়ির সামনে তুমি গাড়ি নিয়ে যেতে?"

শশাঙ্ক থমথমে মুখে লিপিকার দিকে তাকাল।

লিপিকা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। রেগো না। ও খেলতে চাইছে আমাদের নিয়ে। ওর ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।"

শশাঙ্ক কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

(৭)

অবিনাশ সিনহা তার চেম্বারে এসে শশাঙ্ক আর বসুসেনকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনে চেম্বারে প্রবেশ করতে অবিনাশ বললেন, "তোমরা ঘুমোতে যেতে পারছ না ছেলেটির জ্বালায়, তাই তো? বসো বসো।"

দু'জনে বসল। বসুসেন বলল, "ছেলেটা ধুরন্ধর। নিজে এসে ওয়েপন সহ সারেন্ডার করল, যাকে খুন করেছে বলছে, আর যে খুন হয়েছে, সে দু'জন এক নয়, এবং লিপিকাকে এর মধ্যেই একবার চমকে দিয়েছে ওর সম্পর্কে সব ডিটেলস বলে।"

অবিনাশ বললেন, "সব প্রশ্ন কাটিয়ে যাচ্ছে, এড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে চলে আসছে, তাই তো?"

বসুসেন বলল, "হ্যাঁ।"

অবিনাশ বললেন, "ডিটেলস বলো। নাম, বাপ আর মায়ের স্ট্যাটাস, বয়স, সব।"

বসুসেন বলল, "বাসুদেব বসু। বাবা-মা দু'জনেই মৃত। বয়স চব্বিশ। পৈত্রিক বাড়ি ছাড়া কী করে সংসার চালাত জানি না। ঘর দোরের হাল ভয়াবহ নোংরা। থাকা যায় না। আমরা কাল যেটুকু দেখে এসেছি রাতে, ঠিক করেছি ঘুমিয়ে-টুমিয়ে আরেকবার প্রপার ড্রেস পরে গিয়ে ওর বাড়ি ইনভেস্টিগেট করতে যাব। জার্ম তো আছেই, আরও কী কী আছে সেটা ইনভেস্টিগেট করার পরে জানা যাবে। পায়েল বলে একটা প্রেমিকা ছিল, তার জন্যই পাগল হয়ে এসব করেছে বলে আমাদের প্রাইমারি ধারণা।"

অবিনাশ বিরক্ত মুখে বললেন, "সব ইনফরমেশন অত্যন্ত ভাসা ভাসা। তোমার থেকে আমার এই আশা ছিল না। আই নিড কংক্রিট ইনফরমেশন।"

শশাঙ্ক বলল, "স্যার এক রাতের মধ্যে এর বেশি কী ওগরাবে ছেলেটা? আমাদের আরেকটু সময় লাগবে তো। আমার একটা আনক্যানি ফিল হচ্ছে যে এই ছেলেটা এতটাই সাইকো, ওই পায়েল মেয়েটাকেও না খুন-টুন করে কোথাও পুঁতে রেখে দেয়!"

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, "তোমার ফিলের উপর দাঁড়িয়ে এই ইনভেস্টিগেশন চলবে না শশাঙ্ক। লিপিকা কী বলছে?"

শশাঙ্ক বলল, "লিপিকা আরেকবার গেছে। ঘটনা হল, ছেলেটার দাবি ওর আজ শকুন্তলা আলির কাছে কাউন্সেলিং করার কথা ছিল, তাই এখানে শকুন্তলাকে নিয়ে আসতে হবে। অদ্ভুত সব দাবি করছে স্যার। মাঝরাতে বলছে ম্যাগি বানিয়ে খেতে দিতে হবে।"

অবিনাশ হাসলেন, "তোমাদের কনফিউস আর বিরক্ত করার চেষ্টা করছে। হতে পারে ছেলেটা সুইসাইডাল। হতে পারে আরও বড়ো কোনো প্ল্যান আছে। বাই দ্য ওয়ে, শকুন্তলাকে আসতে বলেছ?"

শশাঙ্ক বলল, "ফোনে পাচ্ছি না। ঘুম থেকে ওঠেননি হয়তো।"

অবিনাশ বললেন, "ওই পায়েল মেয়েটির নামে কোনো মিসিং ডায়েরি ছিল?"

বসুসেন বলল, "ইনফরমেশন অর্ধেক দিয়েছে বাসুদেব। মেয়েটার লাস্ট নেম কী, কোথায় থাকে, কী করে, এগুলো না জানলে কী করে খুঁজব?"

অবিনাশ বললেন, "চব্বিশ বছর বয়সি ছেলে তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে? ইন্টারেস্টিং।"

বসুসেন বলল, "ছেলেটার বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাব স্যার। ঘুরে আসবেন, তারপর দেখব আপনি কী বলেন।"

একবার অবিনাশ বললেন, "সে যাব। চিন্তার কোনো কারণ নেই । হয় এ ছেলে বিরাট কোনো সাইকো, নয় এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর নইলে...."

অবিনাশ চুপ করে গেলেন।

শশাঙ্ক বলল, "এই টাইপের ক্রিমিনালদের আমি কোনোদিন ডিল করিনি স্যার। হেল্পলেস লাগছে।"

অবিনাশ বললেন, "সে-কথা বললে হবে? মানুষ তোমার উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যাচ্ছে যে না, সরকারি গোয়েন্দারা আছে বলে আমার ঘুমের মাঝে কেউ এসে আমায় খুন করে দিয়ে যাবে না, আর তুমি বলছ তোমার হেল্পলেস লাগছে। মানেটা কী হ্যাঁ?"

শশাঙ্ক বলল, "এ তো সাইকো স্যার। মারার ভয় দেখালে বলছে এখন মারছেন না কেন? লিপিকার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস বলে দিচ্ছে, আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছে, বাড়িতে মানুষের হাড়গোড় নিয়ে বসে আছে, এদের সঙ্গে কীভাবে ডিল করব?"

অবিনাশ বললেন, "হতে পারে সবটাই নাটক।"

বসুসেন অবাক হল, "নাটক?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ, সাইকো সাজার নাটক। হতেই পারে। আমি কোনো কনক্লুশনে যাচ্ছি না। যাক গে, চলো দেখে আসি।"

দু'জনে উঠল, "চলুন।"

(৮)

"গুড মর্নিং বাসুদেব।"

অবিনাশ সিনহা ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করে বললেন। বাসুদেব টেবিলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। অবিনাশের কণ্ঠস্বর শুনে মাথা তুলে বলল, "ওহ্। এবারে তদন্তে গতি আসবে মনে হচ্ছে। স্যার চলে এসেছেন।"

অবিনাশ চেয়ারে বসে বললেন, "সারেন্ডার করলে। তারপর চুপ করে গেলে। কেন?"

বাসুদেব হাসল, "কেন আবার কী স্যার? সবটাই ইচ্ছা। ইচ্ছেমতো কাজ কি সবাই করতে পারে, বলুন? আপনিও কি পারেন?"

জানলার বাইরে থেকে লিপিকা তীক্ষ্ণ চোখে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে আছে।

শশাঙ্ক বলল, "কী বুঝছ?"

লিপিকা বলল, "দেখতে দাও। অনেকদিন এরকম কেস দেখিনি।"

শশাঙ্ক বলল, "ওকে।"

অবিনাশ ছেলেটির দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেটার ঠোঁটের কোণে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি লেগে আছে। সবাইকে তাচ্ছিল্য করার একটা হাসি।

বাসুদেব বলল, "বুঝলেন স্যার, পৃথিবীতে বন্ধু বলে কিছু হয় না। সবাই শুধু কাঠি করতে চায়। যাকে বন্ধু ভাবব, দেখা যাবে সেই বাঁশ দিয়ে দেবে। আমি পায়েলকে অন্য অনেক কিছু ভাবতে পারতাম, ভাবিনি। সত্যিকারের ভালোবেসেছিলাম। বন্ধু ভাবতাম। দেখা গেল, ও এসবের কিছুই না। জাস্ট কিচ্ছু না। একটা রাস্তার মেয়ের চরিত্রও ওর থেকে ভালো।"

অবিনাশ বললেন, "আমরা তো একটা কাজ করতে পারি। পায়েলকে এই ঘরে নিয়ে আসতে পারি? আমরা তিনজন কথা বলতাম। কোথায় আছে বলো তো সে? ঠিকানা দাও, ওকে গিয়ে নিয়ে আসি।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "পায়েলকে নিয়ে আসবেন?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। আনাই যায়। কেন? তোমার কী মনে হয়? ওকে নিয়ে আসা ঠিক হবে না?"

বাসুদেব বলল, "আপনারা কিছু পারবেন না স্যার। শকুন্তলা আলিকে আনতে বললাম, তাকেই আনতে পারলেন না, আবার বলছেন পায়েলকে নিয়ে আসবেন। আপনারা এতক্ষণ ধরে কী করছেন?"

অবিনাশ বললেন, "আমি বলে দিয়েছি। ওর বাড়িতে গাড়ি পাঠানো হবে।"

বাসুদেব বলল, "এইজন্য আপনি ভালো স্যার। বাকিরা মোটেও ভালো না। কেউ আমার কথা শুনছেই না। সবাই শুধু প্রশ্ন করে যাচ্ছে। এই যে আপনাকে বললাম, আপনি গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, এইজন্যই আপনি ভালো, আপনার তুলনা হয় না।"

অবিনাশ বলল, "ঠিক আছে। এসব বলে লাভ নেই। আমি একটা রহস্যের মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি বুঝতে পারছি না ঠিক কী দিলে তুমি সব সত্যি কথা বলবে। আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলে কেন হঠাৎ?"

বাসুদেব বলল, "এমনিই ইচ্ছা করল। রোজই রাতে ঘুমোতে গিয়ে মনে হত, কিছু একটা করা উচিত, যাতে সবাই আমাকে খুঁজে বেড়ায়। এতদিন পর মনে হল আমি ঠিক কাজ করেছি। স্বয়ং বড়োসাহেবও আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছেন।"

অবিনাশ বললেন, "দু-রকম ভাবে কাগজে নাম তোলা যায়। এক, খুব ভালো কাজ করলে। দুই, এমন কাজ করে যেটা তোমাকে একজন পাকা অপরাধী করে তোলে। তুমি জানো, আমিও জানি, তুমি এমন কোনো ক্রাইম করে এসেছ, যেটার ভয়েই তুমি আত্মসমর্পণ করে ফেললে। আমি তোমাকে এই অ্যাসিওরেন্স দিতে পারি যে আমার কাছে কনফেস করলে তোমার কোনো সমস্যা থাকবে না। তোমাকে সব রকমের সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে। তোমার যাতে কোনোরকম অসুবিধে না হয়, তা দেখার দায়িত্ব আমি নেব। আমাকে পুরোটা বলো, আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। তাতে তোমারই ক্ষতি।"

বাসুদেব হালকা গলায় বলল, "স্যার, ব্রেকফাস্টে কী খান আপনি? পাউরুটি না রুটি, নাকি পরোটা?"

অবিনাশ বললেন, "তুমি কী খাবে?"

বাসুদেব বলল, "রান্না করে খাব স্যার। ক্যাপসিকাম দিয়ে ম্যাগি। আপাতত কয়েকদিন আমি নিজের হাতে ম্যাগি রান্না করে খাব।"

অবিনাশ বললেন, "না। তোমার ইচ্ছেমতো কোনো খাবার তুমি পাবে না। পেতে, অবশ্যই পেতে, যদি আমাদের সাহায্য করতে। তুমি আমাদের কোনো সাহায্য করছ না।"

বাসুদেব বলল, "আর কোন সাহায্য করব স্যার? নিজের মুখে এসে বলেছি আমিই খুনি। এরপর আর কী ধরনের সাহায্য চান আপনি?"

অবিনাশ বললেন, "আমি তোমার গল্পটা শুনতে চাই। আমার সময় নষ্ট কোরো না। পায়েল কোথায় আছে বাসুদেব?"

বাসুদেব উত্তর দিল না। ফিক করে হাসল।

অবিনাশ পোড়খাওয়া লোক। রাগলেন না। বললেন, "তোমাদের বয়সে প্রেম ব্যাপারটা মারাত্মক। একদল প্রেম করার জন্য পাগল হয়ে যায়, আরেকদল বন্ধুত্ব ভাঙলে অবধি রেগে যায়। তুমি ও বাড়িতে থাকতে কী করে? শরীর খারাপ হত না?"

বাসুদেব বলল, "কেন শরীর খারাপ হবে? আপনার বাড়িতে কি আপনার শরীর খারাপ হয়?"

অবিনাশ বললেন, "হতেই পারে। ঘর দোর অপরিষ্কার হলে শরীর খারাপ হয়।"

বাসুদেব বলল, "ভুল ধারণা।"

অবিনাশ বললেন, "কেন ভুল ধারণা?"

বাসুদেব বলল, "পরিষ্কার জলে মশা থেকে ডেঙ্গু হয়। তাহলে অপরিষ্কার হলেই বা সমস্যা কী? আপনি বাদ দিন তো স্যার, আপনার দ্বারা হবে না, আপনি শকুন্তলা ম্যাডামকে নিয়ে আসুন।"

অবিনাশ খুব জোরে বাসুদেবকে একটা চড় কষালেন। চড়টা এতটাই আকস্মিক ছিল যে টাল সামলাতে না পেরে বাসুদেব চেয়ার থেকে পড়ে গেল।

চেম্বারের কাচের জানলার বাইরে লিপিকা সেটা দেখে চমকে উঠে শশাঙ্ককে বলল, "কী করছেন উনি? মারছেন কেন? মারতে বারণ করো।"

শশাঙ্ক বলল, "ওয়েট করো। স্যার অকারণে চড় মারেননি এটুকু জানি।"

লিপিকা বলল, "তা বলে এভাবে? লেগে যাবে তো। বেকায়দায় মারলে মরে যেতে পারে।"

বসুসেন ঘরে প্রবেশ করে বলল, "এবার একটু স্টেপ আউট করতে হবে। কিছু করার নেই। ও ছেলে মনে হয় না মারধর না খেলে কিছু বলবে। আমাদের হাতে সময় কম। ওর উকিল আসার আগে আমাদের ওর থেকে যা কনফেস করানোর করিয়ে নিতে হবে।"

লিপিকা বলল, "শকুন্তলাকে ডাকার ব্যবস্থা হল?"

বসুসেন বলল, "হচ্ছে।"

চেম্বারের ভেতরে বাসুদেব মেঝেতেই পড়ে রইল। অবিনাশ উঠে চেয়ারসুদ্ধু বাসুদেবকে তুলে আবার বসিয়ে দিলেন।

বাসুদেব বলল, "আমি কিন্তু নিজে থেকে এসে সারেন্ডার করেছি স্যার। এভাবে না মারলেও হত। আমার ব্যথা করছে।"

অবিনাশ বললেন, "কেন মারলাম বলো তো? তুমি আমাকে অন্য লাইনে নিয়ে যেতে চাইছ। সফল হবে না। বরং ক্ষতি তোমার। বেইল পাবে না, একজন উকিলও যেন তোমার জন্য না আসে, তা দেখার দায়িত্ব আমার। ভেবো না তুমি পার পেয়ে যাবে। বলো, তোমার গল্পটা শুরু থেকে বলো।"

বাসুদেব বলল, "মেরে নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছেন স্যার। আমি এমনিতেই সব বলব। মারলে বরং আপনারই মানসিক শান্তিটা নষ্ট হবে। তার উপরে মানবাধিকারের গল্প আছে। জানেন তো আপনি, মানবাধিকার ব্যাপারটা খুব ডেঞ্জারাস। খুনিদের হয়েও

মারপিট করার জন্য লোক আছে। তাদের জন্য ওসব লোকের চোখ দিয়ে জল বেরোয়। কী ফালতু ব্যাপার বলুন?"

অবিনাশ বললেন, "বললাম তো। সেটা আমি বুঝব। তুই আমাকে বল, তুই ঠিক কতজনকে মেরেছিস?"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "মারব কেন স্যার? আমি তো শাস্তি দিয়েছি। আপনার বউ যদি কাউকে ভাই বলে, তারপর আপনি দেখতে পান ওই লোকের সঙ্গে আপনার বউয়ের সম্পর্ক আছে, আপনি কী করতেন? আপনি যা করতেন, আমিও তাই করেছি। এর বাইরে তো কিছু করিনি। করার দরকারও পড়েনি। এসব মেয়েদের সঙ্গে কী করা উচিত স্যার? আপনার বউ পালালে আপনি কী করতেন? যার সঙ্গে পালিয়েছে, তাকে মারবেন না?"

অবিনাশ চুপ করে বসে রইলেন। বাসুদেব বলল, "শকুন্তলা ম্যাডামকে নিয়ে আসুন। দেখবেন আপনাদেরই ভালো হবে।"

অবিনাশ আবার তুমিতে ফিরলেন, "তুমি ঠিক কী করতে চাইছ?"

বাসুদেব বলল, "ম্যাডামকে নিয়ে এলেই বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া আমি ওকে দেখাই, আপনাদের বলেছি। আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলতেই পারি।"

অবিনাশ বলল, "তুমি যদি ভেবে থাকো খ্যাপা সেজে বেঁচে যাবে, তাহলে ভুল করছ। তোমার বাঁচার চান্স খুব কম। শাস্তি তোমার হবেই। মনোবিদকে দিয়ে সার্টিফাই করাতে চাইছ তো যে তুমি পাগল? লাভ হবে না। শাস্তি তোমার হবে।"

বাসুদেব হাই তুলল।

অবিনাশ চেম্বার থেকে বেরিয়ে শশাঙ্ককে বললেন, "শকুন্তলা কোথায়? নিয়ে এসো।"

শশাঙ্ক বলল, "শকুন্তলাকে আনতে গেছে স্যার। বরাটরা ওদিকেই আছে। এতক্ষণে চলেও এসেছে হয়তো।"

অবিনাশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, শশাঙ্কর ফোন বেজে উঠল। শশাঙ্ক ফোন ধরল, "হ্যাঁ।"

"স্যার শকুন্তলা আলি বাড়িতে নেই স্যার। দু'দিন ধরে নিখোঁজ।"

বরাট অবাক হয়ে কথাগুলো বলল। শশাঙ্ক ফোন স্পিকারে দিল।

"আরেকবার বল।"

বরাট বলল, “স্যার, শকুন্তলা আলি বাড়িতে ফেরেনি স্যার। দু’দিন ধরে নিখোঁজ।”

অবিনাশ কাচের দেওয়াল দিয়ে বাসুদেবের দিকে তাকালেন। বাসুদেব হাসি হাসি মুখ করে মাথা নাড়ছে। তিনি বরাটকে বললেন, “ঠিক আছে। ফিরে এসো। কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, খোঁজ নাও। বাড়ির লোক মিসিং ডায়েরি করেনি কেন?”

“স্যার বাড়ির লোক কী স্যার, একটা কাজের বউ আছে শুধু। ওসব বোঝেই না। জিজ্ঞেস করতে বলল দিদি ফেরেনি।”

অবিনাশ ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করে বললেন, “শকুন্তলা আলি নিখোঁজ। তুমি জানো?”

বাসুদেব বলল, “সে কী? তাহলে কী হবে? আমি যে উনি না এলে কথা বলব না ঠিক করেছি।”

অবিনাশ চিন্তিত মুখে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বাসুদেব।”

বাসুদেব বলল, “বলুন।”

অবিনাশ বললেন, “তুমি কি আমাদের সঙ্গে খেলতে চাইছ? এটা কিন্তু সিনেমা না, মনে রেখো। ঠিক আছে?”

বাসুদেব বলল, “ঠিক আছে স্যার।”

শশাঙ্ক কাচের দেওয়ালে দুটো টোকা মারল। অবিনাশ শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে বললেন, “কী হল?”

শশাঙ্ক বলল, “স্যার, হিউম্যান রাইটস থেকে ফোন করেছে। বলছে বাসুদেবকে নাকি আমরা অত্যাচার করছি। ওরা কোর্টে স্পেশাল হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করছে।”

অবিনাশ বললেন, “হোয়াট? ওরা জানল কী করে?”

শশাঙ্ক বলল, “এই খবর দিয়েছে মনে হচ্ছে। প্রতিটা ক্ষেত্রে কিছু না কিছু প্ল্যান করে এসেছে।”

অবিনাশ বললেন, “হিউম্যান রাইটস আমি দেখে নিচ্ছি। তুমি সব জায়গায় খবর দাও, শকুন্তলার খোঁজ চাই আমার। লিপিকা কোথায়?”

শশাঙ্ক একটু ইতস্তত করে বলল, “আমার ঘরে বসিয়েছি স্যার। ডাকব?”

অবিনাশ বললেন, “ওকে নিয়ে আমার চেম্বারে এসো, বসু, তুমি ইন্টারোগেশন চালিয়ে যাও।”

বসুসেন বলল, "ওকে স্যার।"

অবিনাশ তার চেম্বারে গিয়ে সিগারেট ধরালেন। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হচ্ছে ছেলেটাকে দেখার পর থেকে। এই ছেলেটার কোনো কিছুই যেন স্বাভাবিক নয়। সব কিছু অদ্ভুত ধরনের।

লিপিকাকে নিয়ে শশাঙ্ক ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। অবিনাশ দু'জনকে বসতে বলে বললেন, "লিপিকা, তোমার কি মনে হয় এই ছেলেটা মারাত্মক ধরনের কোনো অপরাধী?"

লিপিকা বলল, "হতে পারে স্যার। এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। মনোবিদদের সম্পর্কে সব কিছু জেনে বসে আছে। কে ভালো, কে খারাপ, কার কী ঠিকানা, ফোন নাম্বার কী, সব জানে। অদ্ভুত লাগল এই ব্যাপারটা।"

অবিনাশ বললেন, "অদ্ভুত! মনোবিদদের নিয়ে আবার অবসেশন কেন?"

লিপিকা বলল, "যার বাড়ি থেকে হাড়গোড় বেরোয়, তার আর কাকে নিয়ে অবসেশন হবে বলে আপনার মনে হয়? তবে এই অবসেশনগুলোই চিন্তার বিষয়। আমার শকুন্তলাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।"

শশাঙ্ক ফোন বের করে শকুন্তলার নাম্বারে ফোন করল। নাম্বার নট রিচেবল বলছে।

অবিনাশ বললেন, "অদ্ভুত একটা সময় এসেছে যেন। ক্রাইমের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে, ক্রিমিনালের মাইন্ডসেট টেস করা যাচ্ছে না... ভয়াবহ সময়। এ ছেলে কার কার সঙ্গে লিংকড ছিল, কোন বাড়ির লোকজন মিসিং ডায়েরি করেছে, সব লিস্ট করে ফেলতে হবে।"

বসুসেন দরজা নক করল। অবিনাশ বললেন, "এসো এসো। তুমি আবার চলে এলে কেন?"

বসুসেন বলল, "ম্যাগি বানাতে চাইছে আবার। বায়না ধরেছে স্পঞ্জ রসগোল্লা নিয়ে আসতে হবে। ধীরে ধীরে দাবিদাওয়া বেড়েই যাচ্ছে, কী করব?"

অবিনাশ বললেন, "লিপিকা কী বলছে?"

লিপিকা বলল, "খাবারের ব্যাপারে তো কিছু বলার নেই। যা খেতে চাইছে দিয়ে দেওয়াই ভালো।"

অবিনাশ বসুসেনের দিকে তাকালেন, "ঠিক আছে। ব্যবস্থা করো, আর কী করবে?"

(৯)

"বাড়িটায় যতবার আসি, ততবার মনে হয় এখানে বড়ো কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।" বাসুদেবের বাড়ির দরজা খুলে শশাঙ্ক বলল।

আটজনের একটা দল এসেছে তল্লাশি করতে। দিনের আলোয় বাড়ির বাইরে লোক চলে এসেছে। প্রেসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বসুসেন ভালো করে ঘরের ভেতর দেখল। তিনটে ঘর। সব ক'টা ঘরই ভীষণ নোংরা। মাস্ক পরে নিল সবাই। খাটের তলা, আলমারি থেকে শুরু করে সব কিছু তল্লাশি করা শুরু হল।

ঘন্টাখানেক তল্লাশির পর একগাদা জামাকাপড় পাওয়া গেল। ডাইনিং রুমের এক কোণে গাদা গাদা ম্যাগির প্যাকেট।

বসুসেন বলল, "দেখেছিস? এ কি শুধু এসবই খেত?"

শশাঙ্ক বলল, "আমি একা থাকলে কলেজ লাইফে এটাই খেতাম। আর কী করব? রান্না করা সোজা ছিল।"

বসুসেন হাসল, "তা ঠিক।"

একজন কনস্টেবল এসে বলল, "স্যার, আপনাদের ডাকছে।"

শশাঙ্ক বলল, "কে?"

কনস্টেবল বলল, "উকিল মনে হচ্ছে।"

শশাঙ্ক বসুসেন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে। অপেক্ষা করতে বলো। ঘরের ভেতর ঢুকতে দিয়ো না।"

কনস্টেবল চলে যেতে শশাঙ্ক বলল, "কী করবি?"

বসুসেন বলল, "স্যারকে একবার বলে নে।"

শশাঙ্ক বলল, "হুঁ।"

ফোন বের করে শশাঙ্ক অবিনাশকে ফোন করল।

অবিনাশ বললেন, "বলো।"

শশাঙ্ক সবটা বলল। অবিনাশ বললেন, "ওকে আমাদের অফিসে এসে দেখা করতে বলো। আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। এখন যেন কোনোরকম বাধা না দেয়। এই বাসুদেব ছোকরাটি একটি জিনিস।"

শশাঙ্ক বলল, "তা আর বলতে? ঠিক আছে স্যার। আমি তাই বলে দিচ্ছি।"

অবিনাশ বললেন, "কিছু পেলে?"

শশাঙ্ক বলল, "গাদা গাদা জামাকাপড়।"

অবিনাশ বললেন, "সব কি ওরই মাপের? না অন্য কারও হতে পারে?"

শশাঙ্ক মেঝেতে ডাঁই করে রাখা কাপড়ের দিকে তাকাল। বলল, "ছেলেদের জামাকাপড়ই দেখছি।"

অবিনাশ বললেন, "সাইজ দ্যাখো। সব এক সাইজ, না বড়ো ছোটো আছে, আলাদা সাইজ হলে আলাদা করে সাজাতে বলো।"

শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "ঘরে লফট আছে?"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ দুটো আছে। কিছু নেই। ফাঁকা।"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। দ্যাখো আর কিছু পাওয়া যায় নাকি।"

শশাঙ্ক "ঠিক আছে স্যার" বলে ফোন রেখে বসুসেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সামথিং ইজ ফিশি।"

বসুসেন বলল, "মানে?"

শশাঙ্ক বলল, "এক মিনিট।"

সে একজন কনস্টেবলকে ডেকে নিয়ে বলে দিল বাসুদেবের উকিলকে তাদের অফিসে দেখা করতে হবে। একটা শাবল চেয়ে নিল। কনস্টেবল শাবল দিয়ে গেল। শশাঙ্ক শাবল দিয়ে দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগল ।

বসুসেন হাসল, "বুঝেছি। স্যার সন্দেহ করছে এখানে আবার তিনি কিছু কম্ম করেছেন নাকি।" শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ। লফটও দেখতে বলল, খোল দেখি ওই লফটটা।"

একটা টুল নিয়ে এসে তার উপর দাঁড়িয়ে বসুসেন লফটের পাল্লা খুলল। ফাঁকা লফট। বসুসেন লফটে উঠে গেল। সরু হলেও একজন মানুষের সমান জায়গা আছে। বলল, "শাবলটা দে দেখি।"

শশাঙ্ক শাবল দিল। বসুসেন লফটের দেওয়াল শাবল দিয়ে ঠুকতেই দেওয়ালের অনেকটা ভেঙে গেল। সে শিস দিয়ে উঠল, "স্যার জিনিয়াস। এখানেই আছে লোক ডাক।"

শশাঙ্ক লোক ডাকল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাড়ির লফটের গোপন কুঠুরি থেকে গাদা গাদা হাড়গোড় উদ্ধার হল। শশাঙ্ক দেখামাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রেসের লোক বাইরে ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখামাত্র এগিয়ে এল, "স্যার, এই বাড়িতে কী পাওয়া গেছে?"

শশাঙ্ক লোকগুলোর দিকে তাকাল। তার কিংবা এদের মতো মানুষেরই হাড়গোড় এভাবে রেখে দেওয়া আছে এ বাড়িতে। সে রাস্তার উপরে বসে হড়হড় করে বমি করে দিল। বসুসেন বেরিয়ে এসে শশাঙ্কর পিঠে হাত রেখে বলল, "তুই অফিসে চলে যা। আমি ফরেনসিক ডেকে নিচ্ছি। থাকিস না। যা।"

প্রেসের লোক বসুসেনের দিকে প্রশ্নবাণ ছোড়ার অপেক্ষায় ছিল। বসুসেন তাদের সে সুযোগ দিল না।

শশাঙ্ককে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার বাসুদেবের বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

(১০)

বাসুদেব টেবিলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। অবিনাশ দরজা খুলে ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করলেন। বাসুদেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে বলল, "খিদে পেয়েছে স্যার। সকালে কেউ খালি পেটে থাকতে পারে? আর স্পঞ্জ রসগোল্লা বলেছিলাম। পাওয়া গেল?"

অবিনাশ বসলেন, "অনেক কিছুই পাওয়া গেল। তোমার বাড়ির লফট থেকে প্রচুর কিছু পাওয়া গেল। জানো নিশ্চয়ই কী পাওয়া গেছে?"

বাসুদেব হাসল, "স্যার, আমি যা বলছি, তার কিছুই তো পাচ্ছি না। আপনাকে বললাম ম্যাগির ব্যবস্থা করতে। আপনি ম্যাগি দিলেন না। রসগোল্লা বললাম, তাও দিলেন না। এখন খালি পেটে এত কথা বললে কি ভালো লাগে?"

অবিনাশ বাসুদেবকে চড় মারলেন।

বাসুদেব নির্বিকার মুখে বলল, "চড়ে পেট ভরে না স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "তুই ঠিক কী করেছিস আমাকে বল। নইলে আমি যে কথা ভাবছিলাম, সেটা করব। থার্ড ডিগ্রি কিন্তু সহ্য করা যথেষ্ট কঠিন।"

বাসুদেব হাই তুলল, "যা করবেন করুন স্যার। খিদে পেয়েছে, আগে খেতে দিন।"

চেম্বারের কাচের দেওয়ালে নক হল। অবিনাশ দেখলেন বাইরে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে।

বাসুদেব বলল, "আমার আত্মীয়স্বজন এসেছে মনে হয় স্যার। দেখা করবে। দেখুন দেখুন।"

অবিনাশ কয়েক সেকেন্ড কড়া চোখে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে রুম থেকে বেরোলেন। লিপিকা ল্যাপটপের সামনে বসে আছে। অবিনাশ বেরোতে কনস্টেবল বলল, "স্যার, একজন ল'ইয়ার দেখা করতে এসেছেন।"

অবিনাশ লিপিকাকে বললেন, "শশাঙ্ক ফোন করেছিল?"

লিপিকা বলল, "হ্যাঁ স্যার। খুব সম্ভবত ছেলেটি একজন সাইকো খুনি। মানুষদের মেরে ঘরে ডেড বডি লুকিয়ে রাখত। কী করে করত, ওই জানে। ওর ঘর থেকে অনেক পাওয়া গেছে।"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। ওর ল'ইয়ার এসেছে মনে হচ্ছে। তুমি দ্যাখো কিছু কনফেস করাতে পারো নাকি। আমি ওর ল'ইয়ারকে সামলে আসি।"

লিপিকা মাথা নাড়ল। অবিনাশ বেরোলে লিপিকা ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করল। বাসুদেব লিপিকাকে দেখে বড়ো করে হাসল, "আরে ম্যাম, কেমন আছেন? আমার ম্যাডামের খোঁজ পেলেন?"

লিপিকা ভ্রূ কুঁচকাল, "তোমার ম্যাডাম? আচ্ছা! শকুন্তলা কবে থেকে তোমার ম্যাডাম হল?"

বাসুদেব বলল, "খুব ভালো ম্যাডাম উনি। খুবই ভালো। নিজের হাতে ম্যাগি রেঁধে খাইয়েছিলেন। আমি আগে মশলা দিয়ে ম্যাগি রাঁধতাম। উনি কত সবজি দিলেন, আবার ম্যাগির সঙ্গে একটা ডিমও ভেঙে দিয়েছিলেন। আপনি ম্যাগি রাঁধতে পারেন?"

লিপিকা বলল, "হ্যাঁ। কেন পারব না?"

বাসুদেব বলল, “তাহলে আমার জন্য ম্যাগি রেঁধে দিন। স্পঞ্জ রসগোল্লাও খেতে ইচ্ছে করছে। আপনি জানেন স্পঞ্জ রসগোল্লা কী করে বানানো হয়?”

লিপিকা মাথা নাড়ল, “না, জানি না। তুমি বলবে?”

বাসুদেব বলল, “হ্যাঁ, বলব তো। শকুন্তলা ম্যামকেও বলেছিলাম।”

লিপিকা বলল, “তোমার ম্যামকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি জানো ম্যাডাম কোথায় আছেন?”

বাসুদেব জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “না ম্যাডাম। শকুন্তলা ম্যাডামকে পাওয়া যাচ্ছে না সে তো আমি নিজেই জানি না। এও হতে পারে আপনি ইচ্ছে করেই ওকে আনতে চাইছেন না। আপনি তো শশাঙ্ক স্যারের গার্লফ্রেন্ড, ওকে ফিট করে এখানে ঢুকেছেন। যোগ্যতায় ঢুকলে তো শকুন্তলা ম্যাডামই ঢুকতেন।”

লিপিকা হাঁ করে বাসুদেবের দিকে তাকাল। তার রেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে রাগতে পারল না। বাসুদেব কথাটা ভুল কিছু বলেনি। সে বলল, “তুমি কী করে জানলে? তোমাকে এসব কে বলেছে?”

বাসুদেব বলল, “কেন? শকুন্তলা ম্যাডামই বলেছে। আরও বলেছে, আপনি নাকি চিটিং করে পরীক্ষা দিতেন। প্রচুর মিথ্যে কথা বলতেন, ধরা পড়ার পরে আপনার নাকি কলেজে অনেক শাস্তিও হয়েছিল।”

লিপিকা বলল, “এসব তোমাকে শকুন্তলা বলেছে?”

বাসুদেব বলল, “হ্যাঁ। বলেছেন তো। এসবই আমার ম্যাম আমাকে বলেছেন।”

লিপিকার অপমান বোধ হচ্ছিল। কনস্টেবল সহ বেশ কয়েকজন লোক এই কথোপকথন শুনছে। অবশ্য অন্য কিছুও হতে পারে। হতে পারে ছেলেটিকে শকুন্তলা কিছুই বলেনি। এসবই বানিয়ে বানিয়ে বলে যাচ্ছে। খানিকটা খবর নিয়েছে, বাকিটা নিজের অ্যাজাম্পসন। সে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। এটাই তার সমস্যা। এ পেশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ গায়ে নেওয়া উচিত না, অথচ সে কিছুতেই এরকম আক্রমণ সহ্য করতে পারে না।

বাসুদেব বলল, “রসগোল্লা আনান ম্যাম। মিষ্টিমুখ না হলে আমার দিন ভালো যায় না। বলুন বলুন। স্যারকে বলুন।”

"নমস্কার স্যার। আমি সুনির্মল মিত্র। আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। বাসুদেব... আপনাদের কাস্টডিতে আছে আপাতত।"

ঝাঁ চকচকে যুবক। তার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে আছে। অবিনাশ নিজের চেয়ারে বসে বললেন, "বসুন। এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারছি না। দুঃখিত।"

সুনির্মল অবিনাশের সামনের চেয়ারে বসে বলল, "স্যার, বাসুদেবকে কি টর্চার করা হচ্ছে?"

অবিনাশ সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক কবে থেকে ও আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে মিস্টার মিত্র? জানতে পারি?"

সুনির্মল বলল, "স্যার, আমি শুধু আমার ক্লায়েন্টের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে চিন্তিত। মানসিকভাবে আমার ক্লায়েন্ট ভারসাম্যহীন। আমার কাছে মিস আলির সার্টিফিকেট আছে। দেখুন।"

একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তার সঙ্গে আনা ফ্ল্যাপি থেকে বের করে অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিল সুনির্মল।

অবিনাশ সার্টিফিকেটটা দেখলেন। একদিন আগের তারিখ দেওয়া।

সার্টিফিকেটে লেখা আছে বাসুদেব মানসিক ভারসাম্যহীন। শকুন্তলা আলির চিকিৎসাধীন। গত এক বছর ধরে সে চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

সুনির্মলকে সার্টিফিকেটটা ফিরিয়ে দিয়ে অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। শকুন্তলাকে খুঁজে পেলে ওকে সামনে রেখে বাসুদেবের সার্টিফিকেটটা যাচাই করে নেওয়া যাবে। আপাতত শকুন্তলা নিখোঁজ। ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ওকে আটকে রেখে এরকম সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যে ছেলের বাড়ি থেকে হাড়গোড় উদ্ধার হয়, তাকে এসব এন ও সি জোগাড় করতে বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।"

সুনির্মল বলল, "স্যার, হাড়গোড় পাওয়া গেলেই যে সেসব জিনিস বাসুদেব রেখেছে, তা নাও হতে পারে। হতে পারে বাসুদেবের মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ রেখে দিয়েছে। আমার কাছে প্রমাণ আছে বাসুদেবের বাড়িতে একটা ছেলে কয়েক দিন

আগেও বাসুদেবকে হুমকি দিয়ে গেছে। হতে পারে বাসুদেবের মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ওই ছেলেটাই বাসুদেবকে ফ্রেম করতে চাইছে।”

অবিনাশ বললেন, “হতে পারে। আপনি কী চাইছেন? কোর্ট থেকে বেইল নিয়ে এসেছেন?”

সুনির্মল বলল, “না স্যার। এখনও আনিনি। নিয়ে আসব। তবে আমার মনে হয় আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমার একবার দেখা করা উচিত। আপনি সেই ব্যবস্থা করে দিন প্লিজ।”

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, “ঠিক আছে। ব্যবস্থা করে দেব। আজকে বিকেল পাঁচটায় আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি তখন এসে বাসুদেবকে দেখে যাবেন।”

সুনির্মল বলল, “কেন স্যার? এখন কেন দেখা করতে দেওয়া যাবে না?”

অবিনাশ বলল, “ঘুমোচ্ছে এখন। ঘুমন্ত অবস্থায় কারও সঙ্গে কীভাবে মিট করবেন? এখন ঘুমোচ্ছে, তারপর ব্রেকফাস্ট করবে, দুপুরে খাওয়াদাওয়া করবে, আমাদের রেসিডেন্ট মনোবিদের সঙ্গে আজ দুপুরে একটা সেশন আছে ওর, তারপর না হয় আপনি দেখা করবেন? আমাদেরও তো অভিযুক্তের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা দেখতে হয়, আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি।”

সুনির্মল হাসল, বলল, “স্যার আপনি পুরোনো লোক। আপনি সবই জানেন কী করে এসব জিনিস পিছোতে হয়, তবে স্যার, আজকাল কিন্তু হিউম্যান রাইটস ব্যাপারটা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আশা করি আপনারা এসব মেনে চলছেন। একটা পেশেন্ট, যে ক্রমাগত হ্যালুসিনেশনের মধ্যে দিয়ে যায়, সে কোথাও একটা মার্ডার হলে নিজেকে মার্ডারার ভাবতেই পারে, সে ব্যাপারে কনফেস করতেও চলে আসতেই পারে, কিন্তু তাতেও এটা প্রমাণ হয় না, খুনটা সেই করেছে। এত কিছুর পরেও সে খুনি নাও হতে পারে। আমি ঠিক বলছি তো স্যার?”

অবিনাশ বললেন, “একদম ঠিক বলেছেন। আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আপনার ক্লায়েন্ট, মিস শকুন্তলা আলির পেশেন্ট বাসুদেবের বিন্দুমাত্র কোনোরকম ক্ষতি আমি হতে দেব না, আপনি নিশ্চিত থাকুন।”

সুনির্মল বলল, "স্যার, আমার ক্লায়েন্টের বয়স কম, আশা করব ওর সঙ্গে আপনারা ঠিকঠাক বিহেভ করছেন।"

অবিনাশ অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বললেন, "হ্যাঁ। করছি। আপনি এবার আসুন। নইলে বিকেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করে যেতে পারেন।"

সুনির্মল উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল, "ওকে স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "আপনাকে এখানে কোনোদিন দেখিনি। আপনি কি নতুন প্র্যাকটিস করছেন?"

সুনির্মল বলল, "হ্যাঁ স্যার। আসি। বিকেলে দেখা হবে।"

সুনির্মল বেরিয়ে গেল।

চিন্তিত মুখে অবিনাশ বসে রইলেন।

বিষয়টা কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে...

(১২)

অন্যান্য দিন এতক্ষণে অফিসের অধঃস্তনদের ডেকে মিটিংএ বসে যেতেন অবিনাশ। শশাঙ্ক, বসুসেনরা বাসুদেবের বাড়িতে গেছে। বাকিদের নিয়ে মিটিং করা যেত। এখন সেসব করতে ইচ্ছে হল না। লিপিকাকে চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। লিপিকা নক করে বলল, "আসব স্যার?"

অবিনাশ বললেন, "এসো, বসো।"

লিপিকা বসল।

অবিনাশ বললেন, "বাসুদেবের ল'ইয়ার এসেছিল। প্রফেশনাল ল'ইয়ার। এক্সপেন্সিভ ফার্ম থেকেই এসেছিল। কোনোমতে এ বেলাটা ঠেকিয়েছি। সব অভিযোগই অস্বীকার করে কেসটা ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। ও ছেলে কি সারেন্ডার করার আগেই এসব ঠিক করে এসেছে? অদ্ভুত ব্যাপার তো! এত প্ল্যানিং করেছে এ ছেলেটা?"

লিপিকা বলল, "করতেই পারে স্যার। এই প্রজন্মের অপরাধ প্রবণতা যে দিকে যাচ্ছে, তাতে এটা না হওয়ার কিছু নেই। বিভিন্ন ফিল্মে, ওয়েব সিরিজে পারফেক্ট ক্রাইম বা

সাইকো থ্রিলারে অপরাধীকেই গ্লোরিফাই করা চলছে। এসব দেখে ইয়ং জেনারেশনের একটা পার্ট ইন্সপায়ারড হতেই পারে স্যার, এভ্রিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য গেম।”

অবিনাশ বললেন, “এসব বন্ধ করে দেয় না কেন? এ ছেলেটাকে দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।”

লিপিকা বলল, “ছেলেটাও তাই চায় স্যার। আমাদের রাগিয়ে দিতে চাইছে। ইনফ্যাক্ট ও একই চেষ্টা আমার সঙ্গেও করেছে।”

অবিনাশ কৌতূহলী হয়ে বললেন, “মানে? তোমার সঙ্গে কী চেষ্টা করেছে?”

লিপিকা বলল, “ও বলেছে এ শহরের সেরা মনোবিদ শকুন্তলা। ওকে সরিয়ে পলিটিক্স করে আমি এখানে জয়েন করেছি।”

অবিনাশ বললেন, “মাই গড়! মনোবিদদের সম্পর্কে এতো খবর পেল কোত্থেকে ও?”

লিপিকা বলল, “সেটাই বুঝতে পারছি না স্যার। আমাদের নিয়ে আলাদা করে রিসার্চ করেছে। প্রত্যেকের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ওর ঠোঁটস্থ।”

অবিনাশ চিন্তিত মুখে বললেন, “শকুন্তলাকে তো পাওয়াও যাচ্ছে না। তোমার কী মনে হচ্ছে? ওর উপরে কোনো থ্রেট নেই তো?”

লিপিকা হতাশ গলায় বলল, “বুঝতে পারছি না স্যার।”

অবিনাশ বললেন, “এই বয়সি একটা ছেলে লফটে, ফ্রিজে লোকজনের হাড়গোড় রেখে দেয়। ঠিক কী থেকে এরকম অবস্থা হয়েছে, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে হবে। ওর পেট থেকে কথা বের করতে হবে এবং সেটা বিনা রক্তপাতে। এত কিছুর জন্য আমাদের হাতে শুধু একটা বেলা আছে। ঠিক কী করব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

লিপিকা বলল, “আপনি এ কথা বললে কী করে হবে স্যার?”

অবিনাশ কয়েক সেকেন্ড লিপিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ক্রাইমের প্যাটার্ন লাস্ট লকডাউনের পর থেকে ড্রামাটিকভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে লিপিকা। লোকজন কাজের মধ্যে থাকত, এত প্ল্যানিংয়ের সময়ও পেত না। লকডাউনে এত লোক ঘরে বসে কাটিয়েছে, ঘরে বসে বসে কারও কারও মাথা এতটাই বিগড়েছে, যার ফলস্বরূপ এই অদ্ভুত ধরনের ক্রাইমগুলোই এখন ফ্রিকোয়েন্টলি ঘটছে। আগে হয়তো দশ বছরে একবার ঘটত, এখন দশ মাসে একবার ঘটতে শুরু করেছে। তুমি বুঝতে পারছ ভবিষ্যতের দিনগুলো কী ভয়াবহ হতে চলেছে?”

লিপিকা বলল, "বুঝতে পারছি স্যার। আমাদের সবার কপালে এরকম অনেক বাসুদেব নাচছে।"

শশাঙ্ক দরজা নক করল।

অবিনাশ বললেন, "এসো। এসো। বসুসেনের কাছে শুনলাম তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ?"

শশাঙ্ক চেয়ারে বসে বলল, "সারারাত জাগার পর এসব দৃশ্য কি নেওয়া যায় স্যার?"

অবিনাশ হাসলেন, "আমরা সেটাই আলোচনা করছিলাম। এগুলোই অভ্যাস হয়ে যাবে এর পরে। এই ধরনের ক্রাইমই বাড়তে শুরু করবে। পাঁচ ছ-বছর পরে দেখা যাবে এসব হরবখত দেখতে পাচ্ছ। কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। আচ্ছা শোনো, এই ছেলে তো ঘুঘু। ল'ইয়ার আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল।"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ, সে তো ওর বাড়িতেই প্রথমে গেছিল। কী বলছে?"

অবিনাশ বললেন, "যা বলে। ছেলের মানসিক অবস্থা ঠিক নেই, নিজে নিজে কল্পনা করে সারেন্ডার করেছে টাইপ গল্প দিচ্ছে। মোদ্দা কথা এফোর্ট শুরু হয়ে গেছে। বিকেলে দেখা করবে।"

শশাঙ্ক বলল, "বিকেল অবধি তো ম্যাগি খেয়েই কাটিয়ে দেবে এই ছেলে। কাকে মেরেছে সেসবও তো কিচ্ছু জানা গেল না। তারপর কী স্যার? কেস ক্লোজড?"

অবিনাশ বললেন, "ক্লোজড কেন হবে? এতক্ষণ আমাদের ও নাচিয়েছে। এবার আমরাও একটু নাচাই। কী বলো? পারবে না?"

শশাঙ্ক বলল, "আর পারা! ছুটি নেব স্যার। দশ দিন পাহাড় থেকে ঘুরে আসব। আর এসব চাপ নিতে পারছি না।"

অবিনাশ শব্দ করে হেসে উঠলেন।

(১৩)

বাসুদেব বসে ছিল।

অবিনাশ চেম্বারে ঢুকে বসলেন, "তোমার রিলিজের ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা তোমাকে আর আটকে রাখছি না।"

বাসুদেব বলল, "সে কী? আপনাদের হয়ে গেল?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। আমরা বুঝতে পেরেছি, তুমি একজন ঢপবাজ। একজন মিথ্যেবাদী। তোমাকে আর শুধু শুধু আটকে রেখে আমাদের সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "এটা ভালো পথ নিয়েছেন স্যার। আমাকে রাগিয়ে দিয়ে কথা বের করতে চাইছেন। এটা ভালো। হ্যাঁ, আপনি পারবেন।"

অবিনাশও হাসলেন। বললেন, "ভুল ভাবছ। তোমাকে আমরা সত্যিই ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি ফ্রি। যেতে পারো।"

বাসুদেব অবিনাশের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড একইভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, "দেখতে চাইছেন আমি কোথায় যাই?"

অবিনাশ বললেন, "আমি কিচ্ছু দেখতে চাইছি না। শশাঙ্ক।"

শশাঙ্ক চেম্বারে প্রবেশ করল। অবিনাশ বললেন, "ওকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এসো। আটকে রেখে লাভ নেই।" শশাঙ্ক চমকে অবিনাশের দিকে তাকাল।

অবিনাশ বললেন, "দিয়ে এসো। এ ছেলে হল মুখে মারিতং জগত। একে আটকে রেখে লাভ নেই।"

শশাঙ্ক বাসুদেবের দিকে তাকাল, "চলো।"

বাসুদেব অবাক হয়ে বলল, "মানে? সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। তোমাকে গাড়ি করে দিয়ে আসতে হবে নাকি বলো, না হেঁটে চলে যেতে চাও, যেভাবে চাও, তাই করো। কিছু কাগজপত্র সই করতে হবে, করে চলে যাও।"

শশাঙ্ক একটু অবাক হলেও চুপ করে গেল। অবিনাশ নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেই বাসুদেবকে ছেড়ে দিচ্ছেন। ছাড়ার পরে নজরদারি করতে চাইছেন। এত কিছু সত্ত্বেও তার অস্বস্তি হচ্ছিল। অবিনাশ কি ঠিক করছেন? অবশ্য এ ছাড়া তো আর কোনো উপায় মাথাতেও আসছে না। বাসুদেব তাদের সঙ্গে মাইন্ডগেম খেলতে চাইছে। অবিনাশ ওকে ভাঙতে গিয়ে যেটা করতে চাইছেন, সে ব্যাপারে এ ঘরে ঢোকার আগেও তাদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। এখানে এসেই তার মনে এই কথাটা এসেছে। এর আগেও একটা কেসে অবিনাশ একই কাজ করেছিলেন। তার মাথায় এমন সব পন্থা আসে, যেটা নিয়ে

অন্য কারও সঙ্গে আগে কোনো কথাই হয় না। কাজ করতে করতে হঠাৎ করেই মাথায় এমন উপায় আসে। বাসুদেবের হাত খুলে দেওয়া হল।

একগাদা কাগজ আনালেন অবিনাশ। বাসুদেবকে বললেন, "সব ক'টা পেপারে সই করো। এটাতে বলা আছে তুমি বেকসুর খালাস হচ্ছ, তুমি কোনো অপরাধ করোনি। সই করে ইউ মে গো।"

বাসুদেব কাগজগুলো দেখল।

পড়তে শুরু করল।

অবিনাশ শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাসুদেবের যে ল'ইয়ার এসেছিল, সেই বলল, বাসুদেবের একটা রোগ আছে। ওকে কেউ পাত্তা দেয় না। ঘরের এক কোণে পড়ে থাকে। এমন কী পাড়ার লোকেরাও ওকে সেভাবে পাত্তা দেয় না। এবার কী হয় বুঝতে পারো তো? এরা নিজেরা গল্প তৈরি করে। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গল্প বানিয়ে বাজারে ছাড়ে। ঘরের মধ্যে গোরু ছাগলের হাড় এনে রেখে দেয় যাতে মানুষ সেসব দেখে অন্য কিছু ভাবে। ধুর ধুর, তোমাদের বোঝা উচিত ছিল। এই কেসের জন্য কেউ রাত জাগে?"

শশাঙ্ক দেখল বাসুদেব ঘন ঘন মুখে হাত দিচ্ছে। তার হাত কাঁপছে। সে যে রেগে যাচ্ছে, সেটা তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে।

অবিনাশ বললেন, "এরকম কেস আগেও একটা হয়েছিল মনে আছে? শেখপুরায় ছিলে তুমি। একটা ছেলে বলল ও নাকি খুন করেছে। পরে দেখা গেল আরশোলা দেখলেও ভয় পায়। হা-হা-হা-হা। এদের পেছনে কেউ সময় নষ্ট করে? দেখা যাবে কালকের ছেলেটাকে অন্য কেউ মেরেছে, আর এই ছেলে সেটা দেখিয়ে ফুটেজ নিতে চাইছে। যত্তসব।"

বাসুদেব এবারে কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। চিৎকার করতে শুরু করল, "তোদের ক্ষমতা আছে আমাকে জানার? জানিস আমি কে? আমি কী করেছি জানিস? কিচ্ছু জানিস না। গোরু ছাগলের হাড়? শুয়োরের বাচ্চা, হাড় চিনিস? চিনিস হাড়? কিচ্ছু জানিস না তোরা। মানুষ আর গোরুর হাড়ের তফাত করতে পারিস না?"

অবিনাশ ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি এনে বললেন, "ছাড়ো, তুমি এখনও ঢপ মারছ। মানুষ খুন করার ক্ষমতা আর যার থাকতে পারে, তোমার নেই এটা জানি।"

বাসুদেব ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিনাশের কলার চেপে ধরে হিস হিস করে বলল, “দেখবি, দেখবি আমি কী করতে পারি? এখনই তোকে মেরে পুঁতে দেব, তারপরে বুঝবি আমি কী পারি।”

অবিনাশ হাসতে হাসতে বললেন, “পায়েল বলে কেউ আছে নাকি?”

বাসুদেব অবিনাশের কলার ছেড়ে বলল, “আছে। ঠিকানা দিচ্ছি। খোঁজ নিয়ে আয়। দ্যাখ সত্যি সত্যি ও বাড়ির মেয়েটা নিখোঁজ নাকি।”

অবিনাশ শশাঙ্কের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

(১৪)

শশাঙ্ক, বসুসেন এবং লিপিকাকে তার চেম্বারে ডেকেছেন অবিনাশ। তিনজন বসলে অবিনাশ হতাশ কণ্ঠে বললেন, “বাসুদেবের দেওয়া পায়েলের ঠিকানাটা ভুয়ো। ওই ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না। ইন ফ্যাক্ট ওই স্ট্রিটটাই এক্সিস্ট করে না। এর মানে কী হতে পারে?”

লিপিকা বলল, “আমার মনে হয় পায়েলের ঠিকানার থেকেও আমাদের অন্য বিষয়ে চিন্তিত হওয়া প্রয়োজন। শকুন্তলার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল নাকি দেখতে হবে।”

অবিনাশ বললেন, “না পাওয়া গেলে কী করব বলো তো? তোমার কী মনে হচ্ছে?”

লিপিকা বলল, “অস্বস্তি হচ্ছে স্যার। কী মনে হচ্ছে তা এখনই বলব কী করে?”

শশাঙ্ক বলল, “ও যে কনফেস করেছে, সেটা দিয়ে এই মুহূর্তে আমরা কি কিছু করতে পারি?”

অবিনাশ বললেন, “ল সেলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেটা দেখা হচ্ছে। দুপুরের মধ্যে কোর্টে তোলা হবে। দরকার হলে ইন্টারিম অর্ডার করে ওকে কাস্টোডিতে নেওয়া হবে।”

বসুসেন বলল, “কোর্ট প্রসিডিংএর মধ্যে আমাদের ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। বাসুদেব আমাদের আরও রাত জাগাবে।”

লিপিকা বলল, "অবশ্যই। এ ধরনের মেন্টাল পেশেন্ট বলুন, ক্রিমিনাল বলুন, যাই বলুন, এরা সহজে কনফেস করতে চায় না। যখন করে, তখন হয় আরেকবার খোলসের মধ্যে ঢুকে যায়, নয় সবটুকু উগড়ে দেয়। আমাদের ইন্টারোগেশন চালিয়ে যেতে হবে।"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। কোর্ট থেকে ফিরলে বাকিটা দেখতে হবে। এর মধ্যে ওরা একটা মেন্টাল হেলথের অ্যাঙ্গেল আনছে। সেটা হলে বাসুদেব হাতছাড়া হয়ে যাবে। হাতছাড়া হওয়ার আগে আমাদের শকুন্তলাকে চাই।"

শশাঙ্কর ফোন বেজে উঠল। শশাঙ্ক ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "শকুন্তলার ব্যাপারে নিউজ মনে হচ্ছে।"

অবিনাশ বললেন, "স্পিকারে দাও।"

শশাঙ্ক ফোন রিসিভ করে স্পিকার অন করল, "হ্যালো।"

ও প্রান্ত বলল, "স্যার, শকুন্তলা দার্জিলিং গেছেন।"

শশাঙ্ক বলল, "কে বলেছে? সোর্স কনফার্ম?"

ও প্রান্ত বলল, "ওর বাড়িতে একটা ঠিকে কাজের মেয়ে আসে। পালপাড়া বস্তির দিকে থাকে। ওর কাছ থেকে জানা গেছে। পরশু গেছেন।"

শশাঙ্ক "ওকে" বলে ফোন রেখে লিপিকার দিকে তাকাল।

লিপিকা বলল, "সেক্ষেত্রে দার্জিলিং এর থানায় খোঁজ নেওয়া হোক। শকুন্তলা কোথায় উঠেছে বের করতে কত সময় নেওয়া উচিত?"

বসুসেন বলল, "ট্যুরিস্ট ডিটেলস থানায় জমা হয়। খুব বেশি হলে সাত থেকে আট ঘণ্টা লাগা উচিত। আমি বলে দিচ্ছি।"

অবিনাশ বললেন, "বাসুদেব বলছে ওর কাউন্সেলিং সেশন ছিল। শকুন্তলা এতটা ইরেসপন্সিবল হবে যে প্রায়োর অ্যাপয়েন্টমেন্ট না জানিয়ে ক্যান্সেল করে বাইরে চলে যাবে?"

লিপিকা বলল, "স্যার, আমার মনে হয় বাসুদেবের কথাগুলো সব মেনে নেওয়াটা আমাদের সবথেকে বড়ো ভুল। ও একটা কল্পনার জগতে থাকে। কোনটা সত্যি বলছে, কোনটা মিথ্যে বলছে, কোনোটাই বোঝা সম্ভব নয়। শকুন্তলাকে পেলে হয়তো বাসুদেব সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।"

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, "তা ঠিক।"

শশাঙ্ক দার্জিলিং থানায় ফোন করে শকুন্তলা সম্পর্কে খবর নেওয়ার কথা বলে দিল। অবিনাশ বলল, "বাসুদেবকে ইন্টারোগেশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা প্ল্যান করে এগোতে হবে। একটা টিম হোক আমি আর লিপিকা, আরেকটা টিমে বসুসেন আর শশাঙ্ক থাকো। প্রয়োজনে পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে হবে। একটানা জেরা করা দরকার। ওসব পাগলামি করতে চাইলে করুক। ম্যাগি, রসগোল্লা যা যা চাইবে, নিয়ে ডাঁই করে রেখে দেওয়া হোক।"

লিপিকা বলল, "তার আগে স্যার কোর্টের ঝামেলাটা মেটানো দরকার। আপনি ওই ব্যবস্থাটা করে ফেলুন।"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। আমি দেখছি। বসুসেন, তুমি রেস্ট নিতে চাইলে রেস্ট রুমে চলে যাও। আপাতত লিপিকা আর শশাঙ্ক যাক। আমি ল সেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি। আমাদের অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। ও যদি কোনো জায়গা থেকে মেন্টাল হেলথের সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে রাখে, তাহলে তার কাউন্টারে কী দিতে হবে সেটা নিয়েও ডিসিশন নিতে হবে। যাও তোমরা, আমি দেখছি কী করা যায়।"

তিনজনই একসঙ্গে বলল, "ওকে স্যার।"

(১৫)

বাসুদেব বসে বসে হাই তুলছিল।

দরজা খুলে ইন্টারোগেশন চেম্বারে ঢুকলেন অবিনাশ ও লিপিকা। বাসুদেব লিপিকার দিকে তাকিয়ে হাসল, "কেমন আছেন ম্যাম? বাড়ি যাবেন না?"

অবিনাশ চেয়ারে বসে বললেন, "লোকের ব্যাপারে এত খোঁজ নিলে হবে? নিজের ব্যাপারেও তো খোঁজ রাখতে হবে বাসুদেব।"

বাসুদেব অবিনাশের দিকে তাকাল, "কী খোঁজ রাখতে হবে স্যার?"

অবিনাশ বললেন, "তোমার মনোবিদ দার্জিলিং গেছেন। জানতে না?"

বাসুদেব একবার অবিনাশের দিকে, আরেকবার লিপিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "সম্ভব না।"

অবিনাশ ভ্রূ কুঁচকালেন, "মানে? সম্ভব না কেন?"

বাসুদেব হাই তুলে বলল, "আমার বেইল হওয়ার কথা না স্যার? আমাকে ছেড়ে দেবেন না?"

অবিনাশ বললেন, "ছেড়ে দেব তো। তোমাকে আটকে রেখে কী হবে? তুমি যে পায়েলের খবর দিলে, সে ঠিকানাতেও কেউ থাকে না।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "কী বাজে অবস্থা আপনাদের। আমি একাই পাগল করে দিচ্ছি।"

অবিনাশ বললেন, "একা মানে? তোমার আবার কোনো শাগরেদ আছে নাকি?"

বাসুদেব লিপিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "বলছি ম্যাডাম, এই যে আপনারা কাউন্সেলিং করেন, তাতে আমার মতো পাবলিকের কোনোদিন মুখোমুখি হয়েছেন?"

অবিনাশ বাসুদেবকে ধমক দিলেন, "বাজে কথা বলে লাভ নেই। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। ওর সঙ্গে এসব কথা বলে কী হবে?"

বাসুদেব বলল, "আমি দিনের বেলাগুলো কী করি জানেন?"

অবিনাশ বললেন, "কী করো?"

বাসুদেব বলল, "নিজেকে নিয়ে ভাবি। ঠিক কী করলে আমি সুস্থ হব। প্রতিটা মানুষ নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে। আমিও করি। আপনি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করেন না? না করলে লিপিকা ম্যাডামের কাছে কাউন্সেলিং করাতে পারেন। কাউন্সেলিং করানো দরকার। অনেকেই জানে না, তারা খুব অসুস্থ। মানুষ যতদিন না বুঝতে পারে সে অসুস্থ, ততদিন সে সমাজে বোঝা বাড়িয়ে যায়। আপনি কি সুস্থ স্যার? সাত বছর আগে একটা এনকাউন্টার করেছিলেন আপনি। ফাঁকা মাঠে দিলীপ দাসকে মেরেছিলেন। মনে আছে?"

অবিনাশ চমকে উঠে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসব কথা কে বলেছে তোমাকে? সব মিথ্যে কথা এগুলো।"

লিপিকা দেখল অবিনাশের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

বাসুদেব বলল, "আমি তো জানতাম যতক্ষণ না বিচার সম্পূর্ণ হয়, ততক্ষণ একজন মানুষ নিরপরাধ। সে কোনো অপরাধ করতেই পারে না। অথচ আপনি দিলীপ দাসকে মেরে দিয়েছিলেন। এখনও সবাই জানে দিলীপ দাস আপনার সার্ভিস রিভলভার নিয়ে আপনাকে খুন করতে গেছিল, আপনি আত্মরক্ষার জন্য ওকে মারতে বাধ্য হন। ঘটনাটা কি তাই ছিল? এরকম অসংখ্য কেস সাজিয়ে চলেন আপনারা। একটার পর একটা মিথ্যা

জমিয়ে জমিয়ে আপনারা কেস সাজান। পাবলিককে ভাবেন কেউ কিচ্ছু বোঝে না। অথচ সেটা সত্যি না। মানুষের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।”

অবিনাশ বাসুদেবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, “দ্যাখো ছোকরা, সাত বছর আগে একটা ভুলভাল কেসের রেফারেন্স দিয়ে তুমি আমাকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করছ। আমি জানি না এসব তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে, কিন্তু তুমি জেনে রাখো, তুমি যে কথাগুলো বলছ, তার সবই মিথ্যে কথা। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। দিলীপ দাস বলে কাউকে আমি চিনি না।”

বাসুদেব হো-হো করে হেসে উঠে বলল, “এই দেখুন। আপনাকে এখন সব অস্বীকার করতে হচ্ছে। কেন মিথ্যে বলছেন আপনি? আপনি দিলীপ দাসকে চেনেন না?”

অবিনাশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, লিপিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কন্টিনিউ করো। আমি আসছি।”

হঠাৎ করেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। লিপিকার অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি এগুলো কী বলছ? ভেবে বলছ তো?”

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “ওসব ছাড়ুন। তার আগে আপনি খোঁজ নিন দার্জিলিং-এ শকুন্তলা ম্যামের আইডি কার্ড নিয়ে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

লিপিকা চমকে উঠে বলল, “মানে?”

(১৬)

“লিপিকা আর শশাঙ্ক যাক বলে স্যার নিজেই চলে গেলেন । তোর কী মনে হয়? স্যার ব্যাপারটা নিয়ে ইমোশনালি জড়িয়ে পড়ছেন?” বসুসেন সিগারেট ধরাল।

শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে বলল, “ছেলেটার চোখ দেখলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য হবে। চোখ দুটো দেখেছিস? একেক সময় একেক রকম বিহেভ করে। ছেলেটাকে দেখে আমার সুস্থ মনে হয় না। কেমন যেন লাগে।”

বসুসেন জানলার বাইরে তাকিয়ে হাই তুলে বলল, “সুস্থ লাগে না বলছিস কেন? অবশ্যই অসুস্থ। এই নিয়ে কোনো দ্বিধা থাকাই উচিত না। যে ছেলে এমন একটা বাড়িতে

থাকে যেখানে চারদিকে হাড়গোড় লুকানো আছে, সে ছেলের কোনো কিছুই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।"

অবিনাশ ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকলেন রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে।

শশাঙ্ক আর বসুসেন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটটা পায়ের তলায় ফেলে চাপা দিয়ে দিল বসুসেন।

অবিনাশ দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দিলীপ দাসের নাম জানে ছেলেটা। কী করে জানে?"

অবিনাশের কথা শুনে দু'জনেই চমকে উঠল। বসুসেন বলল, "দিলীপ দাস? কে সে?"

অবিনাশ বললেন, "তোমরা চিনবে না। খোঁজ নাও। বাসুদেব দিলীপের কোনো রিলেটিভ নাকি দেখো।"

বসুসেন বলল, "সেটা নিচ্ছি। কিন্তু কী বলছে দিলীপ দাসের ব্যাপারে? এই দিলীপ দাস কে?"

অবিনাশ একটু থিতু হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "একটা কেস হয়েছিল। ক্রিমিনাল কেস। সাজাতে হয়েছিল কেসটা। বাসুদেব সবটা বলে দিল। কেস সাজানো হয়েছিল কি না সেটাও জানে।"

শশাঙ্ক আর বসুসেন একসঙ্গে বলে উঠল, "সে কী!"

অবিনাশ বসুসেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিগারেট দাও। আমার মাথা কাজ করছে না।"

বসুসেন ইতস্তত করছিল। অবিনাশ বিরক্ত মুখে বললেন, "আরে দাও। এখন এসব সম্মান-টম্মান রাখো তো। এইটুকু একটা গেঁড়ে ছেলে, আমাদের সবাইকে নাচিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। সবার হাঁড়ির খবর নিয়ে বসে আছে দেখছি। দেখো তোমাদের নামেও কিছু বলে দিচ্ছে কি না!"

বসুসেন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক বলল, "কী আর বলবে স্যার? আমাদের কোনো কিছুই কি আর নিজেদের জন্য? সবই তো স্টেটের জন্য। আমরা আমাদের ডিউটি করছি মাত্র।"

অবিনাশ আবার রুমাল দিয়ে নিজের কপালের ঘাম মুছে সিগারেট ঠোঁটে নিলেন। বসুসেন সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

অবিনাশ বললেন, "ফরেনসিক হাড়গোড়গুলোর রিপোর্ট কবে দেবে?"

শশাঙ্ক বলল, "কাল হয়ে যাবে।"

অবিনাশ বললেন, "আরে ওগুলো গোরু ছাগলের না মানুষের সেটা বলতে একদিন লাগে নাকি? কী করতে ওখানে বসে আছে ওরা?"

শশাঙ্ক বসুসেনের সঙ্গে চোখাচোখি করে নিল। দু'জনেই বুঝল অবিনাশ রেগে যাচ্ছেন।

শশাঙ্ক বলল, "সেটা বিকেলের মধ্যে জেনে যাব আশা করি।"

অবিনাশ বললেন, "আশা-টাশা না করে কংক্রিট রেজাল্ট নাও। আমি এর সব কিছু জানতে চাই। কাস্টোডিতে রাখার সলিড গ্রাউন্ড লাগবে আমার। একে ছাড়া যাবে না।"

দরজায় নক করল কেউ। অবিনাশ বললেন, "কে?"

লিপিকা ঘরে ঢুকল।

অবিনাশ বললেন, "কী হল? তোমাকে আবার কিছু বলে দিল নাকি দ্য ওয়ান্ডার কিড?"

লিপিকা ফ্যাকাশে মুখে বলল, "স্যার, ও বলছে দার্জিলিং-এ শকুন্তলার আইডি ইউজ করে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা খোঁজ নিতে। মানে এসব বলছে কেন? শকুন্তলার আইডি নিয়ে কেন কেউ ঘুরে বেড়াবে?"

অবিনাশ হতভম্ব মুখে বলল, "মানে? আইডি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? মাই গুডনেস! এসব আবার কী?"

বসুসেন বলল, "স্যার আমার মনে হয় আপনি দার্জিলিং থানায় বলে দিন শকুন্তলাকে খুঁজে পেলে যেন ওরা লিপিকার সঙ্গে ওর ভিডিয়ো কল করিয়ে দেয়। ব্যাপারগুলো খুবই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।"

লিপিকা বলল, "কিন্তু ওকে দিয়ে কথা বলিয়ে যেতে হবে। ও কী কী জানে, সেটাও বের করে নিতে হবে। ও যদি বলতে চায়, বলে যাক। এতে প্রবলেমের কিছু দেখছি না।"

অবিনাশ গলা খাঁকরে বললেন, “ও এমন একটা রেফারেন্স দিল লিপিকা, যেটা কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না। ওই কথাগুলো ও জানছে কী করে? কেউ কি ওর উপর ভর করছে?”

লিপিকা হেসে ফেলল, “স্যার, এসব ভর করা-টরা খুব আনসায়েন্টিফিক কথাবার্তা। ও কোনোভাবে এগুলো জানতে পেরেই এসব বলে যাচ্ছে। আপনার থেকে এই ভর করার মতো কোনো কথা আশা করা যায় না।”

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, “তা ঠিক। ঠিক আছে। আমিই আবার যাব। দেখা যাক আর কী কী জানে ছেলেটা।”

লিপিকা বলল, “কিন্তু তার আগে শকুন্তলার ডিটেলসটা বের করা দরকার স্যার। এসব কথা অস্বস্তিতে ফেলছে।”

অবিনাশ শশাঙ্কর দিকে তাকালেন, “খোঁজ করো। দেরি কোরো না আর।”

(১৭)

অবিনাশকে চেম্বারে ঢুকতে দেখে বাসুদেব হাই তুলল।

অবিনাশ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন। বাসুদেব বলল, “দিলীপ দাসের ব্যাপারটা নিয়ে যেভাবে মাথায় উঠে গেল আপনার, ব্যাপারটা কিন্তু ভারি মজার, কী বলেন?”

অবিনাশ বললেন, “কেমন শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছ বাপ-মায়ের কাছে, তা তো কথাবার্তাতেই পরিষ্কার করে দিচ্ছ। সে ঠিক আছে। তোমার কাছে এর বেশি আশাই বা কী করা যায়? তবে দিলীপ দাসের মতো লোক, যে মাইনর রেপ করেছিল, তাকে নিয়ে তোমার কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করি না।”

বাসুদেব মিটিমিটি হাসল, “তা বটে। তবে কেউ দোষী কি না, তা ঠিক করার জন্য কোর্ট আছে বলেই তো এতদিন জেনে এসেছি। তাই শেখানো হয়েছিল। তাই না?”

অবিনাশ বললেন, “দিলীপ দাস তো এখানে ম্যাটার করছে না। ম্যাটার করছে তোমার বাড়ি থেকে হাড়গোড় পাওয়া গেছে। কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তো হাড়গোড় নিয়ে ঘর করে না। তুমি করো। তুমি সুস্থ নও। তুমি অসুস্থ।”

বাসুদেব জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না স্যার। কম-বেশি সবাই অসুস্থ। গোটা ব্যাপারটাই আপেক্ষিক, আপনার চোখে আমি অসুস্থ। আমার চোখে আপনি। ভেগানদের চোখে যারা নন ভেজ খায়, তারা অসুস্থ, নন ভেজদের চোখে ভেগানরা। গোটা ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। যাক গে, শকুন্তলা ম্যামের আই কার্ড নিয়ে নাকি কে দার্জিলিং ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ পেলেন?"

অবিনাশ বললেন, "সব খোঁজই একদিন পাওয়া যাবে। কত দিন আর সবাইকে লুকিয়ে রাখা যায় বাসুদেব? এই যে তুমি ঘরে হাড়গোড় লুকিয়ে রেখেছিলে, লোকে খুঁজে পেল তো?"

বাসুদেব জোরে হেসে উঠল। বলল, "আমি সারেন্ডার না করলে কারও বাবার ক্ষমতা ছিল খুঁজে পাবে? আমারও তো ইচ্ছে হয় আমার ঘরটা কেউ পরিষ্কার করুক বলুন? কত আর পুরোনো হাড়গোড়ের সঙ্গে থাকা যায়? আপনারা খুঁজে পেলেন, আপনারাই এবার সব ক্লিয়ার করে দেবেন। আমাকে আর এসব নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না।"

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, "বুঝলাম। খুব চালাকি করেছ তুমি। 'ক' পাবে এর জন্য। এবার বলো পায়েলের ব্যাপারটা কী?"

বাসুদেব বলল, "পায়েল একজন বেওয়াফা মেয়ে। আমাকে ছেড়ে চলে গেছিল। আমি পায়েলকে মেরে দিয়েছিলাম। এটুকুই। এর বেশি কিছু না।"

অবিনাশ বললেন, "মেরে? কোথায় রেখেছিলে?"

বাসুদেব নির্বিকার গলায় বলল, "ওই ম্যাগির মশলা দিয়ে একটু একটু করে পায়েলের মাংস খেয়েছিলাম।"

অবিনাশ বাসুদেবের দিকে তাকালেন। তারপর কাচের জানলার বাইরে একবার তাকালেন। বললেন, "এই কথাটা তুমি অন রেকর্ড বললে?"

বাসুদেব বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী হয়? আপনারা তো আমাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দিয়েছেন। একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ফেকু ঢপবাজ এসব কথা বললে কি সেটা রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হবে?"

অবিনাশ বললেন, "মাংস খেলে, হাড় খাওনি? এ আবার কী? বোনলেস পছন্দ নাকি তোমার?"

বাসুদেব অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার তো সবরকমই পছন্দ। আপনার যেমন পিছন থেকে কাপুরুষের মতো এনকাউন্টার করা পছন্দ। এক একজনের এক এক রকম প্রেফারেন্স থাকে। তাই না?"

অবিনাশ বললেন, "তা বটে। তা মানুষের মাংস তুমি রান্না করে খাও? দিব্যি একটা সিনেমা সিনেমা ব্যাপার আছে কিন্তু। আসামে এই নিয়ে সিনেমাও আছে।"

বাসুদেব বলল, "অনেক জায়গার মানুষেরাই মানুষের মাংস খায়। সভ্য দেশ নিয়ে কথা বললেন বলে আসামের উদাহরণটা দিলেন আপনি। ভালো। আপনাদের ভালো হোক। শকুন্তলা ম্যাডামের খোঁজ পেলেন?"

অবিনাশ বললেন, "বারবার তুমি শকুন্তলার খোঁজ করছ কেন? তুমি কি ওর ব্যাপারে অবসেসড হয়ে পড়েছ নাকি?"

বাসুদেব বলল, "পড়তেই পারি। শকুন্তলা ম্যাডাম খুব সুন্দর দেখতে। ভালো কাউন্সেলিং করেন। কথা ভালো বলেন। মন ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। সবাই তো মন ঠাণ্ডা করতে পারে না। কেউ কেউ মাথা গরমও করে দেয়। যেমন আপনি। বাজে বকে বকে আমার মাথা গরম করে দিচ্ছেন।"

অবিনাশ বাসুদেবের দিকে শান্ত চোখে তাকালেন। ছেলেটা একটুও রাগেনি। কিন্তু তাকে রাগিয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

(১৮)

দার্জিলিং থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে। শশাঙ্ক দার্জিলিং থানার এস আইকে বলে দিল শকুন্তলাকে খোঁজার জন্য।

বসুসেন সিগারেট খাচ্ছিল। শশাঙ্ক ফোন রাখার পর বলল, "এই দিলীপ দাসের কেসটা কী?"

শশাঙ্ক বলল, "শুনেছিলাম এনকাউন্টার হয়েছিল। আমরা জয়েন করার অনেক আগে। স্যার জানেন। আমরা জানি না।"

বসুসেন বলল, "তোর মনে হয় স্যার কখনো এ ধরনের কাজ করতে পারেন?"

শশাঙ্ক বলল, "নো আইডিয়া। কে কী ধরনের কাজ করতে পারে, সেটা এত দিনের চাকরিতে নিশ্চয়ই বুঝে গেছিস। অকারণে সেসব খুঁচিয়ে লাভ আছে?"

লিপিকা তাদের ঘরে ঢুকে বসল। কপালে ঘাম জমেছে তার বসুসেন বলল, "কী হল? টেন্সড?"

লিপিকা বলল, "শকুন্তলার সঙ্গে কথা না বলে কতটা টেনশন করব তাও বুঝতে পারছি না।"

শশাঙ্কর ফোনে মেসেজ এল। শশাঙ্ক মেসেজ পড়ে বলল, "বাসুদেবের বাড়ি থেকে যেগুলো উদ্ধার হয়েছে, সেগুলো মানুষের হাড়।"

বসুসেন চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "মাই গড!"

লিপিকা বলল, "কেন? তোমার কী ধারণা ছিল, ওগুলো কীসের হাড় হবে?"

বসুসেন বলল, "ক্ষীণ আশা ছিল, এমন একটা মানুষের সঙ্গে ডিল করছি যে মানসিক ভারসাম্যহীন। বানিয়ে কথা বলছে।"

শশাঙ্ক বলল, "আমার আশা ছিল না। ল্যাব থেকে জানিয়েছে টেস্টিং চলছে। সেরকম হলে বেশ কিছুদিন লাগবে। এদিকে বাসুদেব যে পায়েলের কথা বলছে সেটা কে?"

লিপিকা বলল, "ভুয়ো অ্যাড্রেস তো। কথা শুনে মনে হচ্ছে প্রেম ছিল। ছ্যাঁকা খেয়েছিল।"

শশাঙ্ক বলল, "ছ্যাঁকা খেয়ে মেরে দিয়েছে? বা বাড়িতে রেখে দিয়েছিল মেরে।"

বসুসেন হাই তুলল, "ঘুম দরকার ছিল। ঘুম মাথায় উঠে গেল।"

অবিনাশ গম্ভীর মুখে ঢুকে বললেন, "শকুন্তলার খোঁজ?"

শশাঙ্ক জানাল।

অবিনাশ বললেন, "কলকাতায় পাঠিয়ে দেব ভাবছি। এখানে হাজার ঝামেলা।"

শশাঙ্ক বলল, "আমি যাব?"

অবিনাশ বললেন, "বসুসেনকেও নিয়ে যাও।"

বসুসেন উঠল। শশাঙ্ক আর বসুসেন ঘর থেকে বেরিয়ে ইন্টারোগেশন চেম্বারে ঢুকল।

বাসুদেব বলল, "ম্যাগি খাবেন?"

বসুসেন চেয়ারে বসে বলল, "তুই আমাদের মাথা খাচ্ছিস কেন? যা করেছিস বলে ফেল। ল্যাটা চুকে গেল।"

বাসুদেব বলল, "আপনাদের স্যারের কেচ্ছা আপনারা জানেন?"

শশাঙ্ক বসুসেনকে চিমটি কাটল। বসুসেন ইতস্তত করে বলল, "জানি না। জানতে চাই না।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "লোকাল নেতার সঙ্গে এক লোকের ঝামেলা ছিল। আপনাদের স্যার সেই নেতার চাকর হিসেবে কাজ করত। গিয়ে লোকটাকে মেরে মিথ্যে কেস সাজিয়েছিল। এই লোকের চামচাগিরি করতে ভালো লাগে?"

শশাঙ্ক বলল, "যা ইচ্ছে তাই সাজিয়ে বলে দিলেই আমরা বিশ্বাস করে নেব?"

বাসুদেব বলল, "স্যারকে জিজ্ঞেস করুন। আপনাদের পূজনীয় স্যার। উত্তর পেয়ে যাবেন। দিলীপ দাস। কারও সাতে-পাঁচে থাকত না। তাঁর নামে মাইনর রেপ কেস দিয়ে দিয়েছিল। এই লোক পুলিশ অফিসারের কাজ করে? প্রেস জানলে কী বলবে?"

শশাঙ্ক বলল, "তোর ঘরের হাড়গুলো মানুষেরই। কী করতিস ওই বডিগুলো নিয়ে?"

বাসুদেব বলল, "মাংসের স্টক হয় না? স্টক দিয়ে ম্যাগি খেতাম। রসগোল্লার রস, মাংসের স্টক, ম্যাগি। কেমন দারুণ খাবার হয় না?"

বাসুদেবের চোখ দুটো সুস্থ মানুষের না। অপ্রকৃতিস্থ। শশাঙ্ক মনের মধ্যে খাবারটা কল্পনা করে কেঁপে উঠল ভেতরে ভেতরেই।

বসুসেন বলল, "হ্যাঁ। দারুণ হবে। তুই এগুলো খেতিস? আর মাংসগুলো?"

বাসুদেব বলল, "এক একটা সপ্তাহে শেষ করতাম। রান্না করে রাখতাম বেশ ঝাল ঝাল করে।"

বসুসেন বলল, "কোন মানুষকে? নাম কী?"

বাসুদেব বলল, "ওই যে পায়েল। আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল।"

শশাঙ্ক বলল, "ওকে। অ্যাড্রেস দে।"

বাসুদেব বলল, "দিয়েছি তো।"

শশাঙ্ক বলল, "ভুয়ো।"

বাসুদেব দাঁত বের করল, "তাহলে ভুলে গেছি।"

বসুসেন বলল, "দ্যাখ ভাই, তোর এইসব নাটক অনেক হয়েছে। আমাদের সঙ্গে এসব করিস না। তুই কী চাস বল না। তারপর দেখছি আমরা কী করতে পারি।"

বাসুদেব চিন্তা করার ভান করে বলল, "কী চাই? উমম... শকুন্তলা ম্যাডাম, কথা বলান।"

শশাঙ্ক বলল, "গেছে তো। বলে দিয়েছি পেলেই তোর সঙ্গে কথা বলাবে। এবার তুই যদি বলিস আলিয়া ভাটের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে, তা তো সম্ভব না।" বাসুদেব জোরে হেসে উঠল।

(১৯)

বিকেল হচ্ছে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল বসুসেন। শশাঙ্ক দার্জিলিং থানায় ফোন করল। ও প্রান্ত থেকে জানানো হল দার্জিলিং এর কোনো হোটেলে শকুন্তলা আলি নামের কেউ চেক ইন করেনি। ফোন রেখে শশাঙ্ক সেটাই বলল বসুসেনকে। বসুসেন বলল, "জানতাম। এটাই হওয়ার ছিল। এবার?"

শশাঙ্ক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আরেকবার চল।"

বসুসেন বলল, "বাসুদেবের বাড়িতে?"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে যদি কিছু ক্লু পাওয়া যায় ওর বাড়িতেই পাওয়া যাবে। আমরা তখন গন্ধ আর আজেবাজে জিনিস দেখে ঘাবড়ে গেছিলাম। এবার ভালো করে খোঁজা যাক।"

বসুসেন বলল, "সিগারেটটা শেষ করেনি।"

শশাঙ্ক বিমর্ষ গলায় বলল, "কাউন্টার দে।" বসুসেন সিগারেটটা শশাঙ্কের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, এই ছেলের সঙ্গে দিলীপ দাসের কী লিঙ্ক?"

শশাঙ্ক বলল, "লিঙ্ক আছে বলেই তো এত কিছু করে ফেলল। বুঝতে পারলি না?"

বসুসেন বলল, "লিঙ্ক সব সময় থাকতেই হবে এরকম কিছু আছে নাকি? অন্য কোনো ইস্যু থাকতে পারে। সবথেকে বড়ো কথা, কী ক্রাইম করেছে সেটা তো আগে এসটাব্লিশ করতে হবে।"

শশাঙ্ক সিগারেটটা পায়ে পিষে ফেলে বলল, "চল।"

বসুসেন হতবাক হয়ে গেল, “আরে, তুই ফেলে দিলি?”

শশাঙ্ক বসুসেনের পিঠ চাপড়াল, “চল ভাই। চল।”

বসুসেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, “ধুস। কী যে করিস না।”

অবিনাশকে বলে বেরোল দু’জনে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধে নামছে চারদিকে। শশাঙ্ক ড্রাইভ করছিল। বসুসেন বলল, “দিলীপ দাসকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।”

শশাঙ্ক বলল, “ধুস, ছাড় তো। এসব হয়েই থাকে। আগে কী হয়েছিল, সেসব কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই।”

বসুসেন চোখ ছোটো ছোটো করে বাইরে তাকালো। সদ্য হয়েছে পিচের রাস্তাটা। বৃষ্টির জল পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। সে বলল, “লিপিকাকে নিয়ে এল হত।”

শশাঙ্ক বলল, “নাহ। থাক। ঘাবড়ে যাবে। ওকে আমার একটু অস্থির মনে হল।”

বসুসেন বলল, “অস্থির তো হবেই। বাসুদেব একটা স্কাউন্ডেল। যতবার দেখছি, আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ও যে খেলাটা খেলতে চাইছে, সেটাকে পুরোটাই মজা হিসেবে দেখছে। কেউ সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেলে এরকম হয়।”

বাসুদেবের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল শশাঙ্ক। পাড়ার লোকেদের কৌতূহলী ভিড় সরিয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে।

বসুসেন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলল, “উফ! এ ঘরে কেউ কী করে থাকে বল তো?”

শশাঙ্ক গ্লাভস পরে নিল। ড্রইং রুমের সোফার ফোমে ঘুষি মেরে দেখল ভেতরটা ফাঁপা নাকি। ঠিক আছে দেখে গোটা ঘরের তল্লাশি নেওয়া শুরু করল। ঘড়িটা অবধি নামিয়ে নিল।

বেশ কিছুক্ষণ তন্ন তন্ন করে ঘরগুলো খুঁজে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, “কিছু একটা আছে, বুঝতে পারছি না। কী আছে বল তো?”

বসুসেন বলল, “কী?”

শশাঙ্ক বলল, “ছাদের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ না?”

বসুসেন বলল, “হ্যাঁ।”

শশাঙ্ক বলল, “চল দেখি।”

সিঁড়িতে বড়ো বড়ো কার্ড বোর্ডের ফাঁকা বাক্স। দু'জন মিলে বাক্সগুলো মেঝেতে ফেলে সিঁড়ি ভেঙে ছাদের দরজার কাছে পৌঁছোল। ছাদের দরজা খুলল শশাঙ্ক। তীক্ষ্ণ চোখে ছিটকিনির দিকে তাকিয়ে বসেন বলল, "সিঁড়িতে কার্ডবোর্ডগুলো ইচ্ছাকৃত রাখা ছিল। ও জানত আমরা ছাদে যেতে চাইব। ছিটকিনিতে কোনো জ্যাম নেই। এর অর্থ, বাসুদেবের নিয়মিত ছাদে যাওয়া আসা ছিল।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "একজ্যাক্টলি। চল দেখি।"

ছাদের কোণে বড়ো বড়ো দুটো ট্রাঙ্ক রাখা। বৃষ্টিতে ভিজছে।

বসুসেন বলল, "দেখেছিস? তখন এগুলোই দেখা হয়নি। ট্রাঙ্কটা খুলি চল।"

শশাঙ্ক বলল, "তালা দেওয়া তো। পারমিশন নিবি না?"

বসুসেন হাসল, "ভাগ। আমার কাছে মাস্টার কি থাকে। শ্যামলের থেকে নিয়েছিলাম। সেই পকেটমার শ্যামল।"

শশাঙ্ক হাল ছেড়ে দিল, "সত্যিই তুই পুরো পাগল। ওকে। খোল। আমারও অস্বস্তি হচ্ছে কেমন একটা।"

বসুসেন এগিয়ে গিয়ে উপরের ট্রাঙ্কটা খুলল। ফাঁকা। কিছু নেই। দু'জনে হতাশ হল। শশাঙ্ক বলল, "ফাঁকাই হবে। ফালতু খুললি।"

বসুসেন নাছোড়। বলল, "না। উপরেরটা সরিয়ে দে। দেখি নিচেরটা।"

শশাঙ্ক উপরেরটা সরাল। নিচের ট্রাঙ্কের তালা খুলল বসুসেন।

ট্রাঙ্কের ঢাকনা সরাতেই দেখা গেল একজন সম্পূর্ণ নগ্ন মহিলা শুয়ে আছে। তার মুখ বেঁধে রাখা...

শশাঙ্ক অস্ফুটে বলে উঠল, "শকুন্তলা আলি!"

বসুসেন চমকে উঠল, "কী বলছিস?"

শশাঙ্ক হাত নিয়ে গেল শকুন্তলার নাকের কাছে। চেক করে বলল, "বেঁচে আছে। চাদর দ্যাখ। চল চল।"

দু'জনে তড়িঘড়ি একটা চাদরের ব্যবস্থা করে ট্রাঙ্ক থেকে অচৈতন্য অবস্থায় থাকা শকুন্তলাকে নিচের ঘরে নামাল।

"শুনছেন ম্যাডাম? শুনতে পাচ্ছেন?" দু'জনেই অনেক ডাকল। জল দিল নাকে-মুখে। নেশাগ্রস্তের মতো চোখ খুলেই আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল শকুন্তলা।

আরেকটু জল দেওয়া হল।

এবার শকুন্তলা কোনোমতে চোখ খুলে বলল, "আমি কোথায়?"

শশাঙ্ক বলল, "বাসুদেবের বাড়িতে। আপনি এখানে কী করে এলেন?"

শকুন্তলা বলল, "জানি না। বাড়ি যাব।"

শশাঙ্ক আর বসুসেন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শশাঙ্ক ইশারা করলে বসুসেন অবিনাশকে ফোন করল। অবিনাশ সব শুনে চিৎকার করে উঠে বললেন, "কী বলছ?"

বসুসেন বলল, "স্যার আপনি লিপিকাকে পাঠান। ওর সঙ্গে শকুন্তলা থাকলে ঠিক হবে।"

অবিনাশ বললেন, "আমিও আসছি। এখনই আসছি।"

ফোন রেখে বসুসেন বলল, "ম্যাডাম, আপনাকে বাসুদেব ট্রাঙ্কের ভিতরে ভরে রেখেছিল।"

শকুন্তলা কাশতে কাশতে বলল, "আমার মাথা ঘুরছে। আমার দার্জিলিং যাওয়ার কথা ছিল। যাওয়ার আগে অনেক করে বলল এ বাড়ি থেকে খেয়ে যেতে। আমি এলে চা দিল, আর তারপর..."

শশাঙ্ক বলল, "আপনি পায়েল নামে কাউকে চেনেন?"

শকুন্তলা চোখ বুজে বলল, "আমি পারছি না। আমাকে হাসপাতালে পাঠান। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।"

অবিনাশকে আবার ফোন করল বসুসেন। অবিনাশ সব শুনে বললেন, "আমি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসছি। ভেবো না।"

বসুসেন ফোন রেখে বলল, "ড্রাগস দিয়েছিল সম্ভবত। কত দিন এভাবে ফেলে রেখেছিল কে জানে, আমরা না এলে মরেই যেত।"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ, স্কাউন্ডেলটা আর কী কী করেছে কে জানে। জাস্ট ভাবো, জাস্ট ভাবো।"

অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ পাওয়া গেল। স্ট্রেচার এনে শকুন্তলাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল।

অবিনাশের গাড়িও চলে এসেছিল। লিপিকা এসে হতভম্ব গলায় বলল, "এখানে রেখে দিয়েছিল?"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ, ছাদে। মুখ বেঁধে ট্রাঙ্কের ভেতরে রেখে দিয়েছিল।"

লিপিকা মাথায় হাত দিয়ে বলল, "ভগবান। এ কী ছেলেরে বাবা! আচ্ছা, আমি শকুন্তলার সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমরা এসো।"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ, সাবধানে যাও।"

লিপিকা অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসল।

পাড়ায় ভিড় জমে গেছিল। কৌতূহলী মানুষ চিৎকার চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করেছে। অবিনাশ সে সব পাত্তা না দিয়ে বললেন, "বাড়ির ভেতরে চল। আর কোনো ট্রাঙ্ক আছে নাকি দেখতে হবে।"

শশাঙ্ক বলল, "আসুন।"

আবার বাসুদেবের বাড়িতে ঢুকল তারা। অবিনাশ নাক কুঁচকে বললেন, "উফ, এটা কীসের গন্ধ? কী জঘন্য স্মেল!"

শশাঙ্ক বলল, "ক্যাপসিকাম আছে স্যার। আর কী আছে বুঝতে পারছি না।"

অবিনাশ বললেন, "ব্যাটা সত্যি সত্যিই ক্যানিবল নাকি? মানুষের মাংস-ফাংস খায়?"

বসুসেন বলল, "এভ্রিথিং ইজ পসিবল। এই তো ক'দিন আগে একটা ডকুমেন্টারি দেখলাম মানুষখেকোদের ব্যাপারে। কিন্তু স্যার, ও ক্যানিবল হলে ধরা দেবে কেন? নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান আছে। অকারণ ধরা দেওয়ার কোনো কারণ আছে?"

অবিনাশ বললেন, "ঘরগুলোতে আর কোনো ট্রাঙ্ক আছে নাকি ভালো করে দ্যাখো। সেগুলোও চেক করো।"

বসুসেন বলল, "দেখে নিয়েছি। আর কিছু নেই। এবার মেঝে খুঁড়তে হবে মনে হচ্ছে।"

অবিনাশ বললেন, "দ্যাখো। আজকেই দ্যাখো। কোনো কিছুই অসম্ভব না।"

শশাঙ্ক বলল, "কিন্তু স্যার দিলীপ দাসের ব্যাপারটা কী? আমাদের বলা যাবে?"

অবিনাশ বললেন, "কেন বলা যাবে না? এরকম টাইপেরই সাইকো ছিল। মাইনরদের রেপ করত। আমরা বুঝেছিলাম একে সোজা পথে শাস্তি দিলে ঠিক বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। মানে বুঝতে পারছ তো? তাই ডিরেক্ট এনকাউন্টার করে দিয়েছিলাম।"

বসুসেন বলল, "কোন সময়ের ঘটনা এটা?"

অবিনাশ বললেন, "নয়ের দশকে। জঘন্য টাইপের ক্রিমিনাল ছিল জানোয়ারটা।"

বসুসেন বলল, "বাসুদেব ওই রেফারেন্সটা দিচ্ছে কেন?"

অবিনাশ বললেন, “সেটা দেখতে হবে।”

শশাঙ্ক মাথা ঘুরিয়ে ঘরটা দেখছিল। আলমারি খুলতে গিয়ে একগাদা জামাকাপড় মেঝেতে এসে পড়ল।

(২০)

যত রাত বাড়ছে, তত বৃষ্টি বাড়ছে। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ মিশছে।

বসুসেনের চোখ জ্বলছে। ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঘুমোতে পারছে না। শশাঙ্ক টেবিলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে।

অবিনাশ বাড়ি চলে গেছেন। শকুন্তলাকে আজ রাতে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, নার্সিং হোম থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। লিপিকাকেও বাড়িতে রেখে আসা হয়েছে।

তারা দু'জনেই শুধু আছে। বাসুদেবকে এখনও বলা হয়নি শকুন্তলাকে তার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। অবিনাশ বলতে বারণ করে দিয়েছেন।

বসুসেন সিগারেট ধরাল।

শশাঙ্ক চোখ খুলে উঠে বসে ঘড়ি দেখল, “একটা বাজে। চল, বাসুদেবের কাছে।”

বসুসেন বলল, “এখন? গিয়ে কী লাভ?”

শশাঙ্ক বলল, “চল না। দেখি কী বলে।”

বসুসেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল, “চল।”

দু'জনে ইন্টারোগেশন চেম্বারের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বাসুদেব জেগে বসে আছে। একদৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে।

বসুসেন দরজা ঠেলে ঢুকতেই বাসুদেব বলল, “খিদে পাচ্ছে স্যার।”

শশাঙ্ক বসুসেনের পেছন পেছন ঢুকল। চেয়ারে বসে বলল, “খিদে পেলেই আমরা খাওয়াব এরকম ধারণা করলি কবে থেকে?”

বাসুদেব বলল, “আমাকে ছেড়ে দিন। আর আটকে রেখে কী করবেন? কিছুই তো পাবেন না।”

শশাঙ্ক গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আমি আর বসুসেন দিলীপ দাস সম্পর্কে জানতে এসেছি। আমরা জানি তুই সত্যি কথা বলছিস। কে এই দিলীপ দাস?”

বাসুদেবের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে বলল, “আপনাদের ওই স্যার, একটা নিরীহ লোককে ফালতু কেস দিয়ে এনকাউন্টার করে দিয়েছিল।”

শশাঙ্ক বলল, “আর তোর সঙ্গে দিলীপ দাসের কী সম্পর্ক? তুই আমাদের সত্যি কথা বল, আমরা কথা দিচ্ছি, আমরা তোর কথা শুনব।”

বাসুদেব বলল, “দিলীপ দাস আমার কেউ হয় না। আমার কেন কেউ হতে যাবে?”

বসুসেন বলল, “তবে? ওর জন্য তোর এত দরদ কেন?”

বাসুদেব টেনে টেনে হাসল, “দরদ কি এমনি এমনি হয়? কারণ থাকে।”

বসুসেন বলল, “কী কারণ?”

বাসুদেব বলল, “খিদে পেয়েছে। ম্যাগি খাব।”

বসুসেন বলল, “সিগারেট টানবি?”

বাসুদেব বলল, “দিন।”

বসুসেন একটা সিগারেট দিল বাসুদেবকে। ধরিয়েও দিল।

সিগারেটে টান দিয়ে বাসুদেব বলল, “অবিনাশ স্যার নেতার চামচা ছিল। বাজে কেস দিয়ে একটা লোককে মেরে দিল নেতার কথায়।”

শশাঙ্ক বলল, “আর?”

বসুসেন বলল, “অবিনাশ স্যারকে ছাড়়। তোর বাবা-মা কী করত সেটা বল।”

বাসুদেব বলল, “আমি অনাথ।”

বসুসেন বলল, “সেটা এখন। তার আগে?”

বাসুদেব বলল, “আমার বাবার নাম দিলীপ দাস না। চিন্তা নেই।”

শশাঙ্ক শ্বাস ছেড়ে বলল, “তোকে যদি এনকাউন্টার করার কথা ভাবা হয়, তুই কী করবি?”

বাসুদেব বলল, “অত সোজা নাকি? আচ্ছা শকুন্তলা ম্যাডামের কোনো খোঁজ পেলেন?”

বসুসেন বলল, “ঘুরছেন উনি। ঘুরতে দে। যখন ফিরবে, তখন কথা হবে।”

বাসুদেব ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল, “তাই নাকি? তদ্দিন আমাকে আটকে রাখবেন ভেবেছেন? আমায় ছাড়ানোর লোক আছে।”

বসুসেন বলল, "আমরাও তোকে সাহায্য করব। চিন্তা করছিস কেন? দিলীপ দাসের ব্যাপারে জানতে পারলে আমরাও স্যারের এগেনস্টে বিদ্রোহ করব।"

বাসুদেব বলল, "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

বসুসেন বলল, "করতেই হবে। তোর কাছে আর কোনো উপায় আছে?"

বাসুদেব সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, "বেশ তো। ৩/২, মাদার টেরেসা পল্লি যান তবে। দেখে আসুন কে থাকে।"

বাসুদেবের নজর এড়িয়ে বসুসেন শশাঙ্ককে চিমটি কাটল।

শশাঙ্ক বলল, "ওখানে কে থাকে?"

বাসুদেব বলল, "গেলেই জানতে পারবেন। তবে হাওয়া যেদিকে যাচ্ছে, আমার মনে হয় না আপনাদের স্যার আমাকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখবে।"

শশাঙ্ক বলল, "কেন? উনি তোকে মারতে যাবেন কেন?"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "মিলিয়ে নেবেন। উনি খুব ডেঞ্জারাস লোক।"

বসুসেন বলল, "সে তো তুইও। তুই কম ডেঞ্জারাস?"

বাসুদেব বলল, "মাদার টেরেসা পল্লি। মজা আছে। অনেক মজা। যান যান।"

শশাঙ্ক বলল, "তুই এত রাতে কেন আমাদের দৌড় করাচ্ছিস? আমরা তো তোর দলে। তুই বল না কী আছে ওখানে।"

বাসুদেব জোরে হেসে উঠল এবার, "শালা সবাই ঢপবাজ। সবাই। সবাই টুপি পরাতে চায়। অত সোজা? মামার বাড়ি? কিচ্ছু বলব না কাউকে। কিচ্ছু না। যা বলেছি, দেখে আসুন। আর কিচ্ছু জানি না।"

তারা দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল...

(২১)

"যাবি?"

রাত দু'টো বাজে। তাদের চেম্বারে ঢুকেই বসুসেন শশাঙ্ককে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

শশাঙ্ক বলল, "মাদার টেরেসা পল্লি?"

বসুসেন বলল, "হ্যাঁ।"

শশাঙ্ক বলল, "এত রাতে?"

বসুসেন বলল, "ঘুরে আসি। গাড়ি নিয়ে যাব, সন্দেহজনক কিছু হলে দাঁড়িয়ে যাব। নইলে চলে আসব।"

বাইরে শেয়াল ডেকে উঠল।

শশাঙ্ক ইশারা করে বলল, "শুনলি? শেয়াল ডাকছে, আর তুই বলছিস বেরোবি।"

বসুসেন বলল, "ধুস, শেয়ালে কী করে? চল চল। এখনই চল।"

শশাঙ্ক সিগারেট বের করে ধরিয়ে চেয়ার টেনে বসে বলল, "তুই দিলীপ দাস কেসটা নিয়ে একটু বেশি ভাবছিস, তাই না?"

বসুসেন বলল, "আমি যে কী নিয়ে ভাবছি আমি নিজেই জানি না। শুধু মনে হচ্ছে কিছু একটা আমার সামনে ঘটতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না। সিক্সথ সেন্স বলতে পারিস। এই ছেলেটা একটা আজব মিস্ট্রি। প্রথম থেকে কীভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে সব বলে দিচ্ছে, পরক্ষণেই বুঝতে পারছি আসলে বলেনি। হয় বিরাট মিথ্যেবাদী, নয় সবটাই ও হ্যালুসিনেট করছে। বাদ দে। তুই চল তো।"

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়াল, "ওকে। চল। ভিখারাম!"

কনস্টেবল ভিখারাম ছুটে এল। শশাঙ্ক বলল, "আমরা বেরোচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। দেখে রেখো।"

ভিখারাম বলল, "ঠিক আছে।"

দু'জনে বেরোল।

শশাঙ্ক গাড়ি স্টার্ট দিল। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে আছে। শান্ত সমাহিত চারদিক । মাঝে মাঝে কুকুর ডেকে উঠছে । শশাঙ্ক গাড়ির স্পিড বাড়াল। থানা থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তা। বড়ো রাস্তা দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পরে রাস্তার বাঁ-দিকে পরপর পল্লির রাস্তাগুলো পড়ে। রাস্তায় ঢোকার মুখে পল্লিগুলোর নাম নামফলকে লেখা থাকে। শশাঙ্ক মাদার টেরেসা পল্লির রাস্তায় এসে গাড়ি থামিয়ে বলল, "এখান থেকে রাস্তাটা শুরু হচ্ছে। এবার ও কী বলতে চাইছে কী করে জানব?"

বসুসেন বলল, "ধীরে ধীরে যা, বাড়ির গেটগুলোতে বাড়ির মালিকের নাম দেওয়া থাকবে নিশ্চয়ই। সেটাই দেখি আপাতত।"

শশাঙ্ক গাড়ি স্টার্ট দিল, "ঠিক আছে, তাই হোক।"

গাড়ি এগোতে শুরু করল। বসুসেন ঠিকই বলেছিল। প্রায় সব ক'টা বাড়ির গেটেই পোস্ট বক্স আছে, তাতে যার বাড়ি তার নাম লেখা আছে। বসুসেন নাম পড়তে পড়তে যাচ্ছিল, "অমল ধারা, সাধন মুনশি, চল চল... পরাশর মিশ্র... হু... দিলীপ দাস। দাঁড়া, দাঁড়া।"

শশাঙ্ক গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল।

বসুসেন বলল, "চল, ভেতরে গিয়ে দেখে আসি।"

শশাঙ্ক ঘাবড়ে গেল, "মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর? যদি ধরা পড়ি না, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। তা ছাড়া আমরা পুলিশ জানলে আরও বাজে ব্যাপার হবে। ট্রেসপাসিং এর কেস হবে। না না। থাক।"

বসুসেন গাড়ির দরজা খুলে নামল। শশাঙ্ক গলা নামিয়ে ডাকল, "আরে, সত্যি সত্যিই চলে গেলি তো। দাঁড়া।"

বসুসেন শশাঙ্কর কথার উত্তর না দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল।

বাড়ির সামনে বাগান। তারপরে বাড়ি। বাগানের গেট সন্তর্পণে খুলল বসুসেন। অন্ধকার হয়ে আছে সবটা। শশাঙ্ক তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফোনের টর্চ জ্বালাল বসুসেন। বেপাড়ার একটা কুকুর ডেকে উঠল।

শশাঙ্ক ফিসফিস করে বলল, "কী চাইছিস?"

বসুসেন বলল, "চুপ কর না। একদম চুপ করে থাক।"

শশাঙ্ক চুপ করে গেল। বসুসেন ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। টিনের শেড দেওয়া একটা ওপেন গ্যারাজ। এগিয়ে যেতেই গ্যারেজের গাড়িটা দেখে শশাঙ্কর হাত চেপে ধরল বসুসেন। শশাঙ্ক ভীত গলায় বলল, "অবিনাশ স্যারের গাড়ি তো।"

বসুসেন বলল, "হুঁ। চল। আর থাকার দরকার নেই।"

শশাঙ্ক ঘামছিল। দু'জনে যেমন এসেছিল, তেমন বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

শশাঙ্ক গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখল স্টার্ট হচ্ছে না।

বসুসেন বলল, "কী হল?"

শশাঙ্ক বলল, "স্টার্ট হচ্ছে না।"

বসুসেন বলল, "ঘাবড়াস না। ক্লাচটা চেপে স্টার্ট দে। নিশ্চয়ই ক্লাচ চাপিসনি। দে।"

শশাঙ্ক এবার স্টার্ট দিতে পারল। যতটা সম্ভব জোরে চালিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে গাড়ি থামাল শশাঙ্ক।

বসুসেন বলল, "একবারে থানাতেই চল।"

শশাঙ্ক বলল, "একটা সিগারেট ধরাই। আমি জানতাম আমার নার্ভ স্ট্রং। এখন দেখছি একেবারেই না। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

বসুসেন বলল, "ভাগ। কথায় কথায় বমি করে, ওর নার্ভ নাকি স্ট্রং। বাজে বকিস না। যা, গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়া।"

দু'জনেই গাড়ি থেকে নামল।

শশাঙ্ক গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। বলল, "দিলীপ দাসের বাড়িতে অবিনাশ স্যার কী করছেন?"

বসুসেন বলল, "অনেক কিছু হতে পারে। এখনই কিছু না জেনে বলা ঠিক হবে না।"

শশাঙ্ক বলল, "তুই অবিনাশ স্যারের বাড়ি যাস তো?"

বসুসেন বলল, "তিন চারদিন আগেই গেছি। সকালে থানায় নিয়ে আসতে বলেছিলেন, আমি নিয়ে এসেছিলাম বাইকে।"

শশাঙ্ক বলল, "তাহলে এখানে ওঁর গাড়ি কেন?"

বসুসেন বলল, "বললাম তো অনেক কিছু হতে পারে। এসব নিয়ে কিছু ভাবিস না। আগে সিচুয়েশনটা মেজার করা দরকার।"

শশাঙ্ক বলল, "আমার মনে হচ্ছে দিলীপ দাসের কোনো বউ ছিল। তার সঙ্গেই অবিনাশ স্যার এসে মাঝে মাঝে থাকেন..."

বসুসেন বলল, "এরকম সম্ভাবনাই আমার মাথায় আসছে। এ ছাড়া আর কিছু আসছে না।"

শশাঙ্ক রাস্তায় পা ঠুকে বলল, "কী বাজে একটা সিচুয়েশন। কোনদিকে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বসুসেন বলল, "বুঝতে হবে না। আমাদের কাজটাই এখন স্রোতে ভেসে যাওয়া। আমরা সেটাই করি।"

শশাঙ্ক বলল, "একবার নার্সিং হোমে ঘুরে আসি? আমার কেমন একটা লাগছে। শকুন্তলা ঠিক আছে তো?"

বসুসেন বলল, "রাইট। চল।"

শশাঙ্ক বলল, "দাঁড়া। সিগারেটটা শেষ করি।"

রাস্তা দিয়ে লরি যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তা ছাড়া রাস্তা একেবারে ফাঁকা। অনেক দূরে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। রাত নেমেছে জাঁকিয়ে। শুধু তারা দু'জনই জেগে আছে যেন। লরিগুলো যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, গোটা রাস্তা কেঁপে উঠছে।

সিগারেট শেষ করে দু'জনে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছুটল নার্সিং হোমের উদ্দেশ্যে।

রাত তিনটে বাজে। নার্সিং হোমের সামনে চার-পাঁচজন এখনও ঘোরাঘুরি করছে। দু'জনে সোজাসুজি রিসেপশনে চলে গেল। টেবিলে মাথা রেখে একটা ছেলে ঘুমোচ্ছিল।

শশাঙ্ক গিয়ে গলা খাঁকরে বলল, "শকুন্তলা আলি ঠিক আছেন তো?"

ছেলেটা চমকে উঠে বসে বলল, "অ্যাঁ?"

শশাঙ্ক বলল, "শকুন্তলা আলি, তখন অ্যাডমিট করা হল না, ঠিক আছেন তো?"

ছেলেটা বলল, "হ্যাঁ। আপনারা?"

শশাঙ্ক বলল, "থানা থেকে।"

ছেলেটা বলল, "ওহ। কনস্টেবল পোস্টিং আছে তো। চিন্তার কিছু নেই।"

শশাঙ্ক বলল, "জানি। জ্ঞান ফিরেছে?"

ছেলেটা বলল, "স্যালাইন চলছিল। সাড়া দিচ্ছেন। আপনারা সকালে কথা বলতে পারবেন আশা করি।"

বসুসেন বলল, "আমরা ছাড়া আর কেউ খোঁজ নিতে এসেছিল?"

ছেলেটা বলল, "না। না। কেউ আসেনি। আপনারাই এসেছেন।"

বসুসেন শশাঙ্ক চোখাচুখি করে নিল। শশাঙ্ক বলল, "আমার নাম্বার নিয়ে নিন। কোনো অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবেন। সিসিটিভি আছে তো?"

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ স্যার। চিন্তা নেই।"

শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে। আমরা কিছুক্ষণ এখানে থাকছি। সমস্যা বুঝলে আমরা বুঝে নেব। আপনি রেস্ট নিয়ে নিন। আমরা আছি।"

ছেলেটা লজ্জিত গলায় বলল, "না না স্যার, চিন্তা করবেন না। আমি জেগেই আছি। চোখ লেগে এসেছিল, শেষ রাতের দিকে তো।"

শশাঙ্ক বলল, "স্বাভাবিক। আপনি রেস্ট নিন। যাওয়ার আগে বলে যাব। তখন একটু সজাগ থাকবেন।"

ছেলেটা বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

নার্সিং হোমের ওয়েটিং জোনের চেয়ারে বসল দু'জন।

বসুসেন বলল, "তোর কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে?"

শশাঙ্ক বলল, "হুঁ। কিছু একটা হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেটা কী, আমি বুঝতে পারছি না। এরকম পাজলড আমি কোনোদিন হইনি। কী করবি? বাসুদেবকেই জিজ্ঞেস করবি?"

বসুসেন বলল, "একেবারেই না। ভুলে যাস না বাসুদেবের বাড়ি থেকে কী কী পাওয়া গেছে। ওকে একেবারেই হালকা নেওয়া যাবে না।"

শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে মাথা নিচু করে বসে রইল।

(২২)

ভোর চারটে।

শশাঙ্ক বলল, "চল। আর থেকে লাভ নেই। সকালে শকুন্তলার ইন্টারোগেশন করা যাবে। আপাতত থানায় ফেরা যাক।"

বসুসেন বলল, "যাবি? আর এক ঘণ্টা থেকে গেলে হত না?"

শশাঙ্ক ঘড়ি দেখে বলল, "নাহ। চল বেরোই।"

বসুসেন বলল, "ঠিক আছে।"

রিসেপশনের ছেলেটাকে বলে দু'জনে উঠে নার্সিং হোমের বাইরে গেল। একজন পেশেন্ট মারা গেছে। বাড়ির লোক কান্নাকাটি করছে। শশাঙ্ক বলল, "এরকম দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়।"

বসুসেন বলল, "আমারও। একটাই তো জীবন। তাও কত জনকে অকালে চলে যেতে হয়।"

শশাঙ্ক গাড়িতে উঠে বলল, "অবিনাশ স্যারের ব্যাপারে কার কাছে জানা যায়? কাকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়?"

বসুসেন সিট বেলট পরতে পরতে বলল, "আপাতত তুই অবিনাশ স্যারের কেসটা নিয়ে ভাবিস না। বাসুদেবকে নিয়ে ভাব। বাসুদেব আমাদের পাজল্ড করে দিতে চাইছে। হতে পারে ও অবিনাশ স্যারের সিক্রেটগুলো জানে, সেটা দিয়ে আমাদের কনফিউজ করতে চাইছে।"

শশাঙ্ক গাড়ি স্টার্ট দিল, "কিন্তু কেন করছে? কারণটা কী? ও আমাদের কাছে কী চাইছে? অ্যাজেন্ডা কী?"

বসুসেন বলল, "সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন। অ্যাজেন্ডাটা নিশ্চয়ই সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে আসবে। ততক্ষণ আমাদের চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।"

ফাঁকা রাস্তা চিরে গাড়ি থানার দিকে এগোচ্ছে। শশাঙ্ক বলল, "আমাদের কখনোই কোনো কাজ থাকে না। আমরা শুধু অপেক্ষাই করে যাই। কলকাতায় কেসটা চলে গেলে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ থাকবে না।"

বসুসেন বলল, "না। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে এই কেসটায় আমরা খুব শিগগিরি কোনো ব্রেক থ্রু পাব।"

শশাঙ্ক বলল, "কেন এমন মনে হচ্ছে? কারণটা কী?"

বসুসেন হেসে ফেলল, "কোনো কারণ নেই। এমনি মনে হচ্ছে।"

থানার সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল শশাঙ্ক। দু'জনে নেমে আবার তাদের চেম্বারে গিয়ে বসল।

বসুসেন বলল, "বাসুদেবের কাছে যাবি?"

শশাঙ্ক বলল, "না। ও যদি জানে আমরা বেরিয়ে দিলীপ দাসের বাড়ি গেছিলাম, তাহলে উৎসাহিত হয়ে যাবে। পরে অবিনাশ স্যারকেই বলবে। ওর টার্গেট হল আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরানো। ও কেন সেটা চাইছে, সেটাই বুঝতে হবে।"

বসুসেন বলল, "তাতে কিছু হবে না। ওর উকিল এসে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপাতত কাল শকুন্তলা কী বলে, তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। শকুন্তলা ইজ এ ভেরি ইম্পরট্যান্ট লিঙ্ক। তুই জাস্ট ভাব, মেয়েটাকে ও কীভাবে ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছিল। পিওর সাইকো।"

শশাঙ্ক হাই তুলল, “ঠিক। আচ্ছা, আমি একটু বেঞ্চে লম্বা হই। তুইও শো। নইলে অসুস্থ হয়ে পড়বি।”

বসুসেন বলল, “হ্যাঁ। দেড় দু-ঘণ্টা সলিড ঘুম দরকার। চল শুয়ে পড়ি।”

দু’জনেই দুটো বেঞ্চে শুয়ে পড়ল। ঘুমও চলে এল দু’জনেরই।

ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ এসে দু’জনের মুখের উপর পড়ছে। উঠে বসে শশাঙ্ক বলল, “আটটা বেজে গেছে। তুই কি বাড়ি যাবি?”

বসুসেন বলল, “ফিরেই বা কী করব? নার্সিং হোমে চল। শকুন্তলাকে ধরি।”

শশাঙ্ক বলল, “বাথরুম সেরেনি।”

দু’জনেই বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নার্সিং হোমে রওনা দিল। রিসেপশনিস্ট পালটে গেছে। নাইট ডিউটিতে যে ছিল, সে নেই। এখন একজন মহিলা বসে আছে। তাদের কথার উত্তরে বলল, “আপনারা একটু বসুন, আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি আপনারা এখন শকুন্তলা আলির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন নাকি সে ব্যাপারে।”

মেয়েটা ফোন করল। কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে বলল, “আপনাদের আই কার্ড?”

দু’জনেই দেখাল। মেয়েটা বলল, “আপনারা যেতে পারেন। দুশো এক নাম্বার রুম।”

শশাঙ্ক বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম।”

দুশো এক কেবিনের বাইরে কনস্টেবল তাদের দেখামাত্র উঠে দাঁড়াল। শকুন্তলা ঘুম থেকে উঠে চুপ করে বসে ছিলেন, তারা দরজায় নক করে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল।

(২৩)

“আপনি ঠিক আছেন তো?”

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে একসঙ্গে দু’জনেই প্রশ্ন করল।

শকুন্তলা কুণ্ঠিত হয়ে বসেছিল। লজ্জিতও খানিকটা। ম্লান মুখে বলল, “এখন কিছুটা ভালো লাগছে।”

শশাঙ্ক বলল, “ওই ছেলেটা, মানে বাসুদেব দাবি করছে ও আপনার পেশেন্ট ছিল। সেটা কি সত্যি?”

শকুন্তলা বলল, “হ্যাঁ। আমি ওকে বেশ কিছুদিন ধরেই চিনি। আমার কাছে এসে বলেছিল ও ভীষণ ট্রমায় ভুগছে। ওর ব্রেক আপ হয়েছে। মেয়েটা ওকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি সে হিসেবে ওর ট্রিটমেন্ট শুরু করি। আমরা পেশেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এক একটা সিচুয়েশনের কথা জানতে পারি। পেশেন্ট সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে, সেটা বোঝা সম্ভব নয়। সেভাবেই বাসুদেবের সেশন শুরু হয়েছিল।”

বসুসেন বলল, “পেশেন্ট সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে আপনারা বুঝতে পারেন না? মানুষের মন বোঝাই তো আপনার কাজ!”

শকুন্তলা মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। বুঝতে পারি। মিথ্যে বললে কারও মুখের এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, কেউ বেশি করে পলক ফেলে, কেউ আই কন্ট্যাক্ট করতে পারে না। বাসুদেব হ্যাবিচুয়াল লায়ার। ও অনায়াসে মিথ্যে বলে। সম্ভবত ও সিচুয়েশনও হ্যালুসিনেট করে। যে ঘটনা কখনো ঘটেনি, ও সে ঘটনাকে কল্পনা করে ফেলে, সেই সিচুয়েশনে গিয়ে কী হয়েছে, ও সেটা ভেবেও অনায়াসে বানিয়ে বানিয়ে বলতে শুরু করে।”

শশাঙ্ক বলল, “যে মেয়েটার সঙ্গে ওর ব্রেক আপ হয়েছিল, নাম কী বলেছিল? পায়েল?”

শকুন্তলা বলল, “হ্যাঁ। পায়েল। বলেছিল পায়েলকে ও ভীষণ ভালোবাসত, পায়েলের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারত, কিন্তু পায়েল ওকে চিট করেছিল। মেয়েটা চলে যাওয়ার পরে ও পাগল পাগল হয়ে যায়। রাতে ঘুমাতে পারত না। যখন-তখন বমি করে ফেলত। প্যানিক অ্যাটাক হওয়া শুরু করে ওর। নার্ভ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আমি ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম। নার্ভ ঠাণ্ডা করার ওষুধ দিয়েছিলাম। এটা ফার্স্ট দিনের ঘটনা। কথা ছিল এক মাস পরে ফলো আপ করতে আসবে। দেখা গেল দিন সাতেক পরেই আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চলে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম কী জীবনের হয়েছে। বলল ও আগের থেকে ভালো আছে। মূল স্রোতে ফিরতে চায়। আমি ওকে কয়েকটা সিনেমা দেখার কথা সাজেস্ট করলাম। ও বলল ওর কোনো বন্ধু নেই, মাঝে মাঝে হেল্পলেস লাগে, ফোন করতে পারে কি না। আমি বললাম ঠিক আছে। ও আমাকে বিভিন্ন মেসেজ পাঠাত হোয়াটস অ্যাপে। যদিও আমি এখন আমার ফোন খুঁজে পাইনি।”

শশাঙ্ক বসুসেনকে বলল, “আমরাও তো কোনো ফোন খুঁজে পাইনি!”

বসুসেন বলল, “না। পাইনি।”

শশাঙ্ক বলল, “আরেকবার যেতে হবে তাহলে। খুঁজতে হবে।”

শকুন্তলা বলল, “প্লিজ একটু দেখবেন। আমি তো বুঝতেই পারছি না কী করব। আমি যে বেঁচে আছি, আমি তাই বিশ্বাস করতে পারছি না। ওকে আমি বলেছিলাম দার্জিলিং যাব, শুনে প্রথমে বায়না ধরল আমার সঙ্গে যাবে। আমি বুঝেছিলাম এরকম কোনো আজব বায়না ধরবে, তাই অন্যভাবে বলেছিলাম ওখানে আমার একটা সেমিনার আছে, আমি সেই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। শোনার পর একটু গুম মেরে ছিল। মেসেজ ইত্যাদি করেনি। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার হল ও কিন্তু সত্যি রাতে ঘুমাত না। সারা দিনরাত মেসেজে বিভিন্ন লিংক, রিলের লিংক, ভিডিয়ো লিংক পাঠিয়ে যেত। আমি কোনোটা দেখতাম, কোনোটা দেখতাম না। বেশিক্ষণ আনরিড হয়ে থাকলে আবার মিসড কল মারত। উৎকণ্ঠায় ভোগা পেশেন্ট, একা থাকে, অনাথ, এসব ভেবেই আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে বেশি বকাঝকা করিনি।

দার্জিলিং যাওয়ার আগের দিন ফোন করে বলল, ‘ম্যাডাম আপনি আমার বাড়ি হয়ে যাবেন প্লিজ। আপনি তো আমার দিদির মতো, নিজের আত্মীয়র মতো মনে হয় আপনাকে। আপনি থাকবেন না ভাবলেই আমি রেস্টলেস হয়ে পড়ছি’।”

বসুসেন বলল, “তারপরেই আপনি গেলেন আর খাবারে কিছু মিশিয়ে দিল, সেন্সলেস হয়ে গেলেন এবং আমরা আপনাকে খুঁজে পেলাম ছাদে।”

শকুন্তলা ঘাড় নাড়ল, “আমি নিজেই ট্রমায় চলে যাব। আমি ভাবতে পারছি না উফ।”

শশাঙ্ক বলল, “কিন্তু ম্যাডাম আমরা তো বুঝতেই পারছি না ও আমাদের সঙ্গে এরকম করছে কেন? ওর উদ্দেশ্য কী? ও কী চাইছে?”

শকুন্তলা হঠাৎ বমি করে ফেলল। শশাঙ্ক নার্সদের ডাকতে ছুটল।

(২৪)

সিগারেট টেনে যাচ্ছে শশাঙ্ক একটার পর একটা। বসুসেন চুপ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ আগে থানায় এসেছে তারা।

অবিনাশ এখনও আসেননি।

বসুসেন বলল, “কী রে, এবার আমাদের কোর্স অফ অ্যাকশন কী হবে?”

শশাঙ্ক বলল, "তুই কী বলছিস? আমার তো মনে হচ্ছে বাসুদেবকে আরও ইন্টারোগেট করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

চা নিয়ে এল দোকানের ছেলেটা। টেবিলে রেখে চলে গেল। এখনও আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে।

বসুসেন পেপারওয়েট নিয়ে খেলা করতে শুরু করল। শশাঙ্ক বিরক্ত মুখে বলল, "শব্দ করিস না। ভালো লাগছে না।"

বসুসেন বলল, "তুই বাড়ি চলে যা। ঘুমিয়ে আয়। তুই এলে আবার আমি যাব।"

শশাঙ্ক বলল, "নাহ। আমি বাসুদেবের কাছে যাই। দেখি কী করছে।"

বসুসেন বলল, "যা।"

শশাঙ্ক সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে ইন্টারোগেশন সেলের দিকে রওনা দিল।

বাথরুম করিয়ে বাসুদেবকে আবার বসিয়ে রাখা হয়েছে। শশাঙ্ককে দেখামাত্র বাসুদেব হেসে উঠল, "কেমন দেখলেন দিলীপ দাসের বাড়ি? মানে গ্যারেজ?"

শশাঙ্ক বসে বলল, "অনেক হয়েছে। এবার বল তুই ঠিক কী করেছিস?"

বাসুদেব দাঁত বের করল। এখানে নিশ্চয়ই দাঁত মাজেনি। তাও দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। বলল, "আমি কী করেছি আমি নিজেই এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আপনি জীবনে কোনোদিন ক্রাইম করেননি?"

শশাঙ্ক দৃঢ় গলায় বলল, "না। করিনি।"

বাসুদেব হাসি হাসি মুখে শশাঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনি শিয়োর?"

শশাঙ্ক বলল, "এখানে আমার বা আমার বসের কেচ্ছা নিয়ে কেউ ইন্টারেস্টেড না। তুই বল, তুই কী করেছিস?"

বাসুদেব বলল, "খিদে পেয়েছে, ম্যাগি খাব।"

শশাঙ্ক টেবিলে চাপড় মেরে বলল, "ভদ্রভাবে কথা বলছি, ভদ্রভাবে উত্তর দে।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "স্যার কাল মাদার টেরেসা পল্লিতে গিয়ে খুব চাপ খেয়ে গেছেন, সব মাথায় উঠে গেছে, তাই এখন এসব করছেন।"

বসুসেন কাচের কাছে এসে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখছে।

শশাঙ্ক বলল, "কিছুই পাইনি। সব কিছুর মতো এটাও মিথ্যে বলছিস তুই। তুই একটা প্যাথলজিকাল লায়ার। মিথ্যে বলাটাই তোর কাজ। এ ছাড়া তুই আর কিছু পারিস না।"

বাসুদেব হাই তুলল, "ক'টা বাজে স্যার? আমার উকিল আসবে তো। কত দিন আর এরকম মৌখিক মৌখিক খেলবেন?"

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মর তুই। যত্তসব।"

বাসুদেব জোরে হেসে উঠল। শশাঙ্ক চেম্বার থেকে বেরিয়ে হতাশায় দেওয়ালে লাথি মারল। লিপিকা ঢুকছিল। শশাঙ্ককে দেখে বলল, "কী হল? রেগে যাচ্ছো কেন?"

শশাঙ্ক বলল, "এসো আমার চেম্বারে এসো, বলছি।"

লিপিকা বলল, "চলো।"

চেম্বারে এসে শশাঙ্ক সিগারেট ধরাতে গেল। লিপিকা সিগারেটটা ধরে ফেলে দিল।

শশাঙ্ক হা-হা করে উঠল, "কী করলে? একটার দাম দশ টাকা।"

লিপিকা শশাঙ্কর প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। শশাঙ্ক রেগে গেল, "কী হল?"

লিপিকা বলল, "অনেকবার বলেছি। সেই শুরু করেছ আবার।"

শশাঙ্ক বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না, লাগে। এটা না হলে হয় না। এই টাইপের ছেলে... জানো শকুন্তলা কী বলছে? ওর জায়গায় তো তুমিও থাকতে পারতে।"

লিপিকা বলল, "বলছে? শকুন্তলার সঙ্গে গিয়ে দেখাও করে এসেছ?"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ। সকালেই গেছি আমি আর সেন। কেন?"

লিপিকা চেয়ারে বসে ব্যাগটা টেবিলের উপরে রেখে বলল, "আমিও যাব ভাবছিলাম। কী বলছে?"

শশাঙ্ক বলল, "ভুলভাল বুঝিয়ে খাবারের সঙ্গে কীসব মিশিয়ে আটকে রেখে দিয়েছিল। টেরিবল!"

লিপিকা বলল, "ট্রাঙ্কের ভেতরে? ওকে কি সামনাসামনি বসাবে?"

শশাঙ্ক বলল, "স্যার আসুক, দেখছি।"

লিপিকা ফোন বের করল। শশাঙ্ক বলল, "কাকে ফোন করবে?"

লিপিকা বলল, "কাল রাতে আমি শকুন্তলার ফেসবুক প্রোফাইলটা দেখছিলাম। গত সাতদিন ধরে কোনো পোস্ট নেই।"

শশাঙ্ক বলল, "ছবি আছে? কোনো ছবিতে এই ছেলেটা আছে নাকি দেখেছ?"

লিপিকা

বলল, "নাহ।"

শশাঙ্ক হতাশ হল। কোনো লিড নেই তেমন।

(২৫)

শকুন্তলা চুপ করে বসে ছিল। লিপিকা আর শশাঙ্ক ঢুকল তাদের দেখে হাসল, "এসো।"

লিপিকা বসল, "ঠিক আছ এখন?"

শকুন্তলা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। ঠিক আছি। থাকার চেষ্টা করছি।"

লিপিকা বলল, "ছেলেটা ভয়ংকর। এরকম ছেলে আমি কোনোদিন দেখিনি। বিশেষ করে চোখ দুটো।"

শকুন্তলা বলল, "আমারই ব্যর্থতা। আমি ভেবেছিলাম ছেলেটা বড়ো কোনো শক পেয়ে এরকম হয়ে গেছে। সে যে আমাকে টার্গেট করে ফেলবে, কী করে বুঝব?"

লিপিকা বলল, "প্রপোজ করেছিল কোনোদিন?"

শকুন্তলা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "ধুস, ওসব কিছু না। এরকম কোনো ব্যাপারই নেই। প্রপোজ কেন করবে?"

লিপিকা বলল, "ওর কথা শুনে মনে হয়েছে ও তোমার উপরে প্রচণ্ড পরিমাণে আকৃষ্ট। তোমাকে স্টক করত। সব জানত।"

শকুন্তলা দু-হাতে মুখ ঢাকল, "ওহ গড। আমি বুঝতে পারিনি। উফ, কী বিভীষিকা!"

লিপিকা উঠে শকুন্তলার পিঠে হাত রাখল, "ঠিক হয়ে যাবে। এসব নিয়ে আর ভেবো না। যত ভাববে, তত অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

শকুন্তলা বলল, "আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমারই কাউন্সেলিং এর দরকার।"

লিপিকা শশাঙ্কর দিকে তাকাল, "ডাক্তারবাবু কী বলছে? কবে ছাড়বে শকুন্তলাকে?"

শশাঙ্ক বলল, "কথা বলব। আজ কালের মধ্যে ছেড়ে দেবে হয়তো।"

লিপিকা শকুন্তলাকে বলল, "তুমি ক'দিন আমার কাছে থেকো। একা থাকাটা উচিত হবে না। ওই ছেলের তো আবার দেখলাম উকিলও আছে। তার মানে অন্য লোকজনও আছে যারা ওকে হেল্প করছে।"

শকুন্তলা আপত্তি করল, "না না, তা হয় না।"

লিপিকা বলল, "খুব হয়। কোনো অসুবিধে নেই। তুমি আমার কাছে থাকবে। মিটে গেল। এই নিয়ে আর কোনো আপত্তি কোরো না।"

অবিনাশ নক করে ঢুকলেন, "আপনি ঠিক আছেন তো?"

শকুন্তলা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "যাক। যা চলছে, তা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভাবছি কেসটা সিআইডিকে রেফার করে দেব।"

শশাঙ্ক বলল, "আমরা আর চেষ্টা করব না?"

অবিনাশ বললেন, "না হে। আমাকে একটু আগেও ওই ছেলেটার উকিল ফোন করেছিল। এভাবে আটকে রাখা যায় না।"

শশাঙ্ক বলল, "শকুন্তলাকে যেটা করেছে, তারপরেও আটকে রাখা যায় না?"

অবিনাশ বললেন, "আমি বলিনি এখন। বিকেলে ফোন করতে বলেছি। দেখছি কী করা যায়।"

শশাঙ্ক বলল, "আমার মনে হয় কোর্টে প্রোডিউস করে ওকে কাস্টোডিতে চেয়ে নেওয়া হোক। শকুন্তলার বয়ানটা কাজে দেবে।"

অবিনাশ ইতস্তত করে বললেন, "শকুন্তলা বয়ান দিতে পারবে?"

শকুন্তলা বলল, "পারব। নইলে এর পরে ওই ছেলেটা আর কার কী সর্বনাশ করে দেবে, কিছু বলা যায় না।"

অবিনাশ বললেন, "তাহলে ঠিক আছে। আমি কথা বলছি। আর এবার শকুন্তলা যদি পারে, তবে বাসুদেবের মুখোমুখি বসানো হোক।"

শকুন্তলা বলল, "আমাকে একটা বেলা দিন। বিকেলে যাব।"

অবিনাশ বললেন, "কালকেও করা যেতে পারে। আপনি সময় নিন দরকার হলে।"

শকুন্তলা বলল, "বিকেলে পারব, কোনো অসুবিধা নেই।"

শশাঙ্ক বলল, "একবার ডাক্তারের সঙ্গেও কথা বলে নিতে হবে। উনি রিলিজ না করলে কী করে নেব?"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। সেটা আমি দেখে নিচ্ছি। ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না। দরকার হলে শকুন্তলার জন্য সিকিউরিটি রাখতে হবে।"

লিপিকা বলল, "ও ক'দিন আমার বাড়িতে থাকুক। একা থাকার দরকার নেই।"

অবিনাশ বললেন, "তাহলে তোমার বাড়ির সামনে দু'জন কনস্টেবল পোস্টিং করে দিতে বলছি। একা কোনোভাবেই রাখা যাবে না তোমাদের।"

লিপিকা বলল, "ঠিক আছে। তাই হোক।"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। শশাঙ্ক একটু এসো তো।" শশাঙ্ককে নিয়ে অবিনাশ বেরোলেন। বাইরে গিয়ে বললেন, "শকুন্তলার ব্যাপারটা এখনও বাসুদেবকে বলার দরকার নেই। আমরা ইন্টারোগেশনের সময় হঠাৎ করে শকুন্তলাকে ইন্ট্রোডিউজ করব। তুমি কি রেস্ট নিয়ে আসবে?"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "আমার ঘুম আসবে না। আমি থাকব।"

অবিনাশ বললেন, "ওকে। তাই কোরো।"

শশাঙ্ক বলল, "স্যার একটা কথা ছিল।"

অবিনাশ বললেন, "বলো।"

শশাঙ্ক ইতস্তত করে বলল, "পরে বলব। থানায় গিয়ে।"

অবিনাশ বললেন, "ওকে।"

(২৬)

নার্সিং হোমের ক্যাফেটেরিয়া। চিকেন স্যান্ডউইচ নিয়েছে সে। অর্ডার করার সময় খেয়াল হয়নি, খাবারটা কাউন্টার থেকে টেবিলে আনার পর শশাঙ্কর ভাগাড় কাণ্ডের কথা মনে পড়ল। কলকাতার বিভিন্ন রেস্তরাঁয় নাকি ভাগাড় থেকে মাংস সাপ্লাই হত। কখনো বেড়াল, কখনো কুকুর... মাংসের মধ্যে সবই থাকত।

কে বলতে পারে পাউরুটির মধ্যে সে মাংস নেই?

মাংস পৃথিবীর এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে জনপ্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কখনো ভাবতে পারবে না টিকটিকিও খাওয়া যায়। অথচ এই পৃথিবীতেই কত জায়গা আছে যেখানে মানুষ টিকটিকি খায়, সাপ খায়, পোকাও খায়, এবং সেগুলো নাকি যথেষ্ট সুস্বাদু খাবার।

বাসুদেব কি সত্যি সত্যি মানুষের মাংস খেত? তাদের ডিউটিতে অনেক কিছু দেখতে হয়, তবু শশাঙ্কর অস্বস্তি হল। দাঁতের ব্যথা থাকা অবস্থায় ড্রিল মেশিনের শব্দ শুনলে যেমন লাগে, ধাতু ধাতুর সঙ্গে ঘষলে যেমন অস্বস্তি হয়, তেমন অস্বস্তি।

লিপিকা ক্যান্টিনে ঢুকে তাকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এল, "কী হল, খাবার নিয়ে বসে আছ কেন? খাবে না?"

শশাঙ্ক অসহায় চোখে লিপিকাকে দেখে বলল, "তুমি খেয়ে নেবে? আমি ইডলি খাব ভাবছি।"

লিপিকা অবাক হল, "মানে? খাবার অর্ডার করে খাবে না?"

শশাঙ্ক বলল, "না তুমি খাও। আমি ইডলি নিয়ে আসি।"

লিপিকা ঘাড় নাড়ল, "ঠিক আছে।"

উঠে কাউন্টার থেকে কুপন নিয়ে ইডলি নিয়ে এসে বসল শশাঙ্ক। লিপিকা স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে বলল, "আমাকে কিছু বাজার করতে হবে। নামিয়ে দেবে বাজারে? কিছু জিনিস কেনার আছে। শকুন্তলা কিছুদিন আমার কাছে থাকবে, ঘরদোরের যা অবস্থা! দেখেছো তো? পর্দাগুলো পালটাবো, বিছানার চাদরও।"

শশাঙ্ক বলল, "কয়েকদিন থাকবে বলে এত কিছু কিনবে?"

লিপিকা বলল, "হ্যাঁ। এমনিতেও আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম কিনব। এবার এই ছুতোয় কেনা হয়ে যাবে।"

শশাঙ্ক ইডলিতে সাম্বার মাখিয়ে খেল। টক। এই কিছুদিন আগেও সে ইডলি খেত না। অথচ এখন ইডলিই ঠিকঠাক মনে হচ্ছে।

নিরামিষাশী হয়ে যাবে নাকি? সে কি পুরোপুরি পাগল হয়ে যাচ্ছে? লিপিকাকে বলতে গিয়েও বলল না। গা গুলোচ্ছিল বাসুদেবের বাড়িতেই। ছেলেটার মুখের মধ্যে কিছু একটা আছে, অনেক কিছু লুকোনো যেন।

ধুর। এসব নিয়ে ভাববে না আর। লিপিকাকে বলল, “কোথাও একটা ঘুরতে যেতে হবে। সব মিটুক। আমার ব্রেক দরকার। ইমিডিয়েটলি দরকার।”

লিপিকা বলল, “সব মিটে যাবে এত তাড়াতাড়ি?”

শশাঙ্ক হতাশ কণ্ঠে বলল, “আশা করতে হবে। আচ্ছা, তুমি দিলীপ দাসের সম্পর্কে কী জানো?”

লিপিকা বলল, “তেমন কিছুই জানি না। কেন বলো তো?”

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে বলল, “কিছু না। জানতে চাই। লোকটাকে নাকি এনকাউন্টার করা হয়েছিল বহুদিন আগে।”

লিপিকা খেতে খেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, “শোনো, আমি না আর এই থানা রিলেটেড কিছুতে থাকব না। উলটে আমি ভাবছি এবার হায়ার স্টাডি করব। এ দেশের কেসগুলো ভীষণই বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। একটা ছেলে নাকি মানুষের মাংস খ.র। রাজা কলন্দারের কাহিনি মনে পড়ে গেল। লোকটা অন্য মানুষের ব্রেন খেত। নিঠারিও। অবশ্য সে লোকগুলো যাই করে থাক, সেটা ধরা গেছিল। এ ছেলেকে তো কোনোভাবেই ধরা যাচ্ছে না, শকুন্তলার ব্যাপারটা কত দিন জেল খাটাতে পারে ওকে?”

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, “আমি উকিল না। কোন ধারা দেবে সেটাই জানি না। স্যার ভালো জানেন অবশ্য এগুলো। উনি বলতে পারবেন।”

লিপিকা বলল, “কেন জানো না? কত দিন আর স্যারের ছায়ায় থাকবে? নিজেও বেশি করে পড়াশুনো করো।”

শশাঙ্ক ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, “জানি না আর কত দিন স্যারের ছায়ায় থাকব, তবে এই চাকরি আমার আর ভালো লাগছে না বিশ্বাস করো। এর থেকে মুদির দোকান দিতাম, সেই ভালো। এত চাপ নেওয়া যায় না।”

লিপিকা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল তাকে, “চাপ নিতে হবে না। শুধু স্টেডি থাকো।”

মাথা নাড়ল শশাঙ্ক, “ঠিক আছে, তাই করব।”

খাওয়া হয়ে গেছিল দু’জনের। নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে লিপিকাকে বাজারে ছেড়ে দিয়ে থানার দিকে রওনা দিল শশাঙ্ক।

(২৭)

শশাঙ্ক থানায় পৌঁছে দেখল থানার বাইরে বসুসেন ঘোরাঘুরি করছে।

সে গাড়ি থেকে নেমে ডাকল, "কী রে, এখানে কী করছিস?"

বসুসেন বলল, "কী করব? নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন কী হবে, তাই ভাবছি।"

শশাঙ্ক হেসে উঠল, "তার জন্য আগানে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?"

বসুসেন গলা নামিয়ে বলল, "স্যারের গাড়িটা দ্যাখ। এটাই দেখেছিস তো কাল?"

এবার শশাঙ্কর চোখও অবিনাশের গাড়ির দিকে গেল।

দেখে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এই তো, একই নাম্বার।"

বসুসেন বলল, "আমি সেটাই দেখে যাচ্ছি। যতবার দেখছি, অস্বস্তি হচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলল, "অস্বস্তি হলে হবে। জিজ্ঞেস করবি? আমি একবার নার্সিং হোমে ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব। শেষ মুহূর্তে চেপে গেলাম।"

বসুসেন চমকে উঠে বলল, "এই দ্যাখ, কেন বলতে গেছিস? এই তো ভুল করলি।"

শশাঙ্ক হাসল, "না না, বলিনি। শেষ মুহূর্তে চেপে গেছি বললাম তো।"

বসুসেন আশ্বস্ত হল, "সব তাস সবাইকে দেখালে হবে কী করে? আগে দিলীপ দাসের কেসের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হব, তারপরে না হয় বলতে যাব। আগেভাগে কিছু বলে কোনো লাভ নেই। আমার অনেক কিছুই মনে হচ্ছে। তবে সেগুলো আমি তোকে বলব না। তুইও ভাব, আমাকে বলিস না। পরে মিলিয়ে নেওয়া যাবে কে কী ভেবেছিল।"

শশাঙ্ক বলল, "বেশ, তাই হবে। এবারে চল দেখি বাসুদেববাবু কী করছে।"

বসুসেন বলল, "ঠিক। চল দেখি।"

দু'জনে থানার ভেতরে ঢুকল। ইন্টারোগেশন চেম্বারে বাসুদেব বসে ম্যাগি খাচ্ছিল। দরজা ঠেলে তাদের দু'জনকে ঢুকতে দেখে বলল, "বাঃ, মানিকজোড় এসে গেছে দেখছি।"

শশাঙ্ক বলল, "বাওয়া। এমনভাবে কথা বলছিস, যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার। বিরাট সাহস হয়ে গেছে দেখছি।"

বাসুদেব কাঁটা চামচে ম্যাগি খেতে খেতে বলল, "খুব গরম, তবে চরম টেস্ট হয়েছে। খাবেন একটু? টেস্ট করে দেখবেন?"

শশাঙ্কর আবার বমি পেল। সকাল থেকে এই এক সমস্যা হয়েছে। বমি পাচ্ছে শুধু। গা গুলিয়ে উঠছে।

বসুসেন বলল, “ম্যাগি খেতে এত ভালো লাগে?”

বাসুদেব বলল, “আমার অনেক কিছুই খেতে ভালো লাগে। সেসব শুনলে আপনারা বসে থাকতে পারবেন না। বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে খেতে হয়। মনে রাখবেন, মানুষ শুধুমাত্র না খেয়ে থাকার জন্য পৃথিবীতে আসেনি। আমি জন্মাবার পর যদি বাছবিচার করে খেতাম, তাহলে আর বেঁচে থাকতে পারতাম না। বাড়িতে টাকা নেই, কী করবেন?”

বসুসেন বলল, “টাকা নেই? তাহলে তুই কাউন্সেলিং এর টাকা পেতিস কী করে?”

বাসুদেব বলল, “আমি সিচুয়েশন দিচ্ছি আপনাদের। আমার টাকা নেই, সেটা বলিনি তো।”

শশাঙ্ক বলল, “তোকে এখানে সিচুয়েশন সিচুয়েশন খেলার জন্য বসিয়ে রাখা হয়নি।”

বাসুদেব বলল, “তিন দিন ধরে আটকে রেখেছেন। এবার হয় ছেড়ে দিন, নয় দোষ দিন। আমার দোষ কী, সেটা বলুন।”

অবিনাশ প্রবেশ করলেন, “তুই-ই বল, তোর দোষ কী?”

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “মাদার টেরেসা পল্লিতে একটা মেয়েছেলের কাছে রোজ যাই, সেটাই আমার দোষ।”

অবিনাশ এগিয়ে এসে ঠাসিয়ে চড় মারলেন বাসুদেবকে। বাসুদেব চিৎকার করে উঠল। অবিনাশ বললেন, “বাজে বকলে মেরে ফেলে দেব শুয়োরের বাচ্চা।”

বাসুদেবের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

শশাঙ্ক বলল, “মারার কী দরকার স্যার।”

অবিনাশ আঙুল তুললেন শশাঙ্কর দিকে, “চুপ, একদম চুপ। আমাকে বুঝতে দাও।”

বাসুদেব ওই অবস্থাতেই হাসতে শুরু করল, “বাঁধা মেয়েছেলে, মাঝে মাঝে যাই। গাড়িটা বাড়ির পারকিং-এই রাখি, তারপর ঢুকে যাই। ওই ফ্যামিলিটাকে...”

অবিনাশ মুখে ঘুষি মারলেন বাসুদেবের। ঘুষিটা মেরেই অবিনাশ পড়ে যাচ্ছিলেন মেঝেতে। বসুসেন তাড়াতাড়ি উঠে অবিনাশকে ধরল, “স্যার, স্যার, প্লিজ আপনি চেম্বারে যান। আমরা সামলাচ্ছি।”

অবিনাশ চিৎকার করছিলেন। শশাঙ্ক আর বসুসেন দু'জনেই অবিনাশকে ধরল। জোর করে চেম্বার থেকে নিয়ে বেরোল, "স্যার প্লিজ, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, প্লিজ।"

করে অবিনাশ হাঁপাচ্ছিলেন। হাঁফ ধরা অবস্থাতেই চিৎকার করলেন, "স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি ফাঁসিতে চড়ানোর ব্যবস্থা করছি। এত সাহস!"

(২৮)

অবিনাশকে চেম্বারে নিয়ে গেল দু'জনে।

অবিনাশ ঘামছেন। চুল ভিজে যাচ্ছে। এসি চালিয়ে তাপমাত্রা কমিয়ে দিল বসুসেন। অবিনাশ বললেন, "এই ছেলেটা ডেঞ্জারাস। ডেঞ্জারাস। সবার সম্পর্কে সব রিসার্চ করে এসেছে।"

বসুসেন আর শশাঙ্ক মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল অবিনাশের অলক্ষেই।

অবিনাশ তার সামনে রাখা গ্লাসের জল সবটুকু শেষ করে বললেন, "ওই ছেলেটা আমাকে ফলো করত। সব হোমওয়ার্ক করে এখানে এসেছে।"

শশাঙ্ক বলল, "বুঝতে পারলাম না স্যার। ফলো করত মানে?"

অবিনাশ কিছু একটা বলতে গিয়েও কথা ঘুরিয়ে বললেন, "ও কিছু না। এটুকুই বললাম, ও ফলো করত।"

বসুসেন গলা খাঁকরে বলল, "দেখুন স্যার, আপনি যদি কিছু না বলেন এই ব্যাপারে, তাহলে ভবিষ্যতে সেই আমরাই সমস্যায় পড়ব। ও ঠিক কী বলতে চাইছে আপনি আমাদের সরাসরি বললেই ভালো হয়।"

অবিনাশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "ওকে, তাহলে শোনো। এটা একটা ম্যাচিওর রিলেশনশিপ। দিলীপ দাসকে এনকাউন্টারে মারার পর আমি ওর বাড়ি গেছিলাম। তখন থেকেই ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার..."

অবিনাশ আর কিছু বললেন না।

তিনজনেই আর কোনো কথা বলল না। একটু পরে অবিনাশ বললেন, "আমার মাথা গরম করা উচিত হয়নি। ও আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে খেলতে চাইছে। আমরা যদি সেটা করতে দিই, তাহলেই গেম ওভার।"

বসুসেন বলল, "আমি আর শশাঙ্ক যাই ভেতরে?"

অবিনাশ বললেন, "যাও।"

বসুসেন শশাঙ্ককে বলল, "চল।"

শশাঙ্ক বলল, "না। আমি বাসুদেবের থেকে কিছু শোনার আগে স্যারের থেকে শোনা প্রেফার করব। দিলীপ দাস কেসে যদি স্যারের আর কিছু বক্তব্য থাকে, তাহলে সেটা শুনতে চাই।"

অবিনাশ বললেন, "কী বক্তব্য থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়? প্রতিটা মানুষের জীবনে একটা ডার্ক সাইড থাকে। আমার জীবনেও আছে। সেটা ও জেনে রেখেছে। ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। করে কী লাভ হবে জানি না, হতে পারে আমাকে জ্বালাতে চাইছে।"

বসুসেন হাত তুলে বলল, "আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে। ও আমাদের সঙ্গে মাইন্ড গেম খেলতে চাইছে। আমরা সেটা করতে দিলে ওরই সুবিধা। আগে বুঝতে হবে ও কী চাইছে।"

শশাঙ্ক বলল, "শকুন্তলাকে ওর সামনাসামনি বসিয়ে দেওয়া হোক। তাতে যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায়।"

বসুসেন বলল, "হ্যাঁ। ওকে এখন নরমাল সেলে দিয়ে দেওয়া হোক। হাজত ছাড়াও আমাদের একটা স্পেশাল সেল আছে, ও সেটায় গিয়ে থাকুক। আর ইন্টারোগেট করার দরকার নেই। ও অ্যাটেনশন সিকার। সবার আগে ওকে অ্যাটেনশন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোক।"

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, "ঠিক আছে। তাই করো। সেটা করেই দেখা যাক কী হয়।"

বসুসেন বেরিয়ে গেল কনস্টেবলদের বলতে। শশাঙ্ক বলল, "ওকে আজকেই কোর্টে প্রোডিউস করতে হত না?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। আজকেই করতে হবে। পুলিশ কাস্টোডিতে চেয়ে নিয়ে রাখা হোক আগে, তারপরে দেখা যাবে।"

শশাঙ্ক বলল, "আর যদি জামিন পেয়ে যায়? তাহলে তো শকুন্তলার মুখোমুখি বসানো যাবে না।"

অবিনাশ বললেন, “গাঁজা কেস দিয়ে দাও। লাস্ট মান্থের রেইডের সময় দু-কেজি রেখে দিয়েছিলে না, সেখান থেকে এক কেজি দিয়ে দাও। জীবনেও জামিন পাবে না।”

শশাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, “স্যার, যদি একেবারে পাগল হয়, সেক্ষেত্রে গাঁজা কেস দেওয়াটা কি ঠিক হবে?”

অবিনাশ বললেন, “খুব ঠিক হবে। ও ছেলে সাধারণ ছেলে না। খুব বড়ো কোনো ধান্দা আছে ওর। অত সহজে ওকে ছাড়া ঠিক হবে না। মেক ইট নন বেইলেবল।”

শশাঙ্ক বলল “ওকে স্যার।”

বসুসেন ঘরে ঢুকে বলল, “ওকে শিফট করে দিয়েছি স্যার।”

শশাঙ্ক বলল, “ওকে আজ কোর্টে নিয়ে যেতে হবে। গাঁজা কেস দিয়ে।”

বসুসেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শশাঙ্ক বলল, “ওকে বেইল দেওয়া যাবে না। কিছু করার নেই আর।”

বসুসেন মাথা নেড়ে বলল, “ওকে। কী আর করা যাবে।”

(২৯)

বাসুদেবকে নিয়ে কোর্ট থেকে থানায় ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। সাতদিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হয়েছিল। গ্র্যান্ট হয়েছে।

অবিনাশ থানায় ছিলেন। বাসুদেবকে ইন্টারোগেশন চেম্বারে বসাতে নির্দেশ দিলেন। শশাঙ্ক বলল, “স্যার, লিপিকা ফোন করেছিল। নার্সিং হোমের পেপার ওয়ার্ক হয়ে গেছে। শকুন্তলাকে আর লিপিকাকে এখানে আসতে বলব?”

অবিনাশ বললেন, “বলে দাও।”

শশাঙ্ক ফোন নিয়ে বাইরে বেরোল।

বসুসেন কোর্টে গেছিল। বলল, “বাসুদেবের উকিল কিন্তু অনেক লাফালাফি জুড়েছিল স্যার। বাসুদেব কিছুতেই ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না, আমরা ফাঁসাচ্ছি, এসব বলছিল। বাসুদেব বরং চুপ করে ছিল। আশ্চর্য নার্ভ ছেলেটার। এটুকু ছেলে, অথচ একবারও মনে হচ্ছে না প্রথমবার কোর্টে গেছে।”

অবিনাশ বললেন, "ও ছেলে অনেক হোমওয়ার্ক করে এখানে এসেছে। কিন্তু কী চাইছে, সেটা আগে বের করতে হবে।"

বসুসেন বলল, "ওদের সামনাসামনি বসাই আগে। বাকিটা ওখানেই বোঝা যাবে।"

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, "ঠিক। ওদের মুখোমুখি হওয়াটা খুব দরকার।"

শশাঙ্ক ঘরে এসে বলল, "অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। লিপিকারা অ্যাম্বুলেন্সেই আসছে।"

অবিনাশ বললেন, "শশাঙ্ক আর বসুসেন ইন্টারোগেট শুরু করো। তোমাদের প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে আমি শকুন্তলাকে নিয়ে ঢুকব।"

শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

বসুসেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ওর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। সমস্যা হতে পারে। চোখে মুখে আঘাতের চিহ্ন নেই বলে বেঁচে গেছি আমরা, থাকলে বিপদ।"

অবিনাশ বললেন, "মারার দরকার নেই। ভয় দেখাও।"

"ওকে স্যার।"

দু'জনে বেরিয়ে ইন্টারোগেশন চেম্বারে প্রবেশ করল।

চেয়ারে বসে বসে ঢুলছে বাসুদেব। তাদের দেখে বলল, "শকুন্তলা ম্যাডামকে তাহলে খুঁজে পেয়েছেন?"

বসুসেন চমকে শশাঙ্কের দিকে তাকালো। শশাঙ্ক বলল, "উকিল বলেছে ওর। আমি জানতাম ওই বলে দেবে কোর্টে।"

বসুসেন বলল, "ওহ, হ্যাঁ, তাই তো।"

বাসুদেব ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "ম্যাডামের সঙ্গে দেখা যে হবে, তা ভাবতেই পারিনি।"

শশাঙ্ক বলল, "ম্যাডামকে ট্রাঙ্কে আটকে রেখে দিয়ে ন্যাকামি হচ্ছে?"

বাসুদেব জিভ বের করল, "ছি ছি ছি। কী বলছেন স্যার? এত বাজে কাজ আমি করব কেন? আমি তো জানিও না ম্যাডাম কোথায় ছিলেন।"

শশাঙ্ক বলল, "তুই জানলেই আমি অবাক হতাম। তাহলে ব্যাপারটা শকুন্তলার উপরে ইনফ্যাচুয়েশন ছিল?"

বাসুদেব জিভ বের করল। বসুসেন বিরক্ত গলায় বলল, "তোর ওই সাদা জিভ ঢোকা। জঘন্য দেখতে লাগছে।"

বাসুদেব বলল, "স্যার আপনি ডাক্তার হলে কী করতেন? ডাক্তাররা সারাদিনে কত লোকের জিভ দেখে বলুন তো?"

বসুসেন বলল, "আমার ডাক্তার হওয়ার দরকার নেই।"

দরজায় নক হল। অবিনাশ শকুন্তলাকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন।

বাসুদেব বলল, "ম্যাডামকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কখন থেকে! ম্যাডাম এসে গেছেন, আর কোনো চিন্তা নেই আমার।"

শশাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে দিল। শকুন্তলা ভীষণ রেগে বাসুদেবকে মারতে যাচ্ছিল। লিপিকা তাড়াতাড়ি সামলাল। অবিনাশ বললেন, "ওকে বসাও।"

বাসুদেব বলল, "ঠিক ঠিক। ম্যাডামকে বসান। ম্যাডামকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।"

শকুন্তলা শশাঙ্কর চেয়ারে বসে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে কী করেছিলে?"

বাসুদেব একই রকম আকাশ থেকে পড়ার অভিনয় করে বলল, "কী করব ম্যাডাম? আমি তো আপনাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। আপনি ম্যাগি আর রসগোল্লা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। মনে করে দেখুন। আমি আপনাকে চৌরাস্তার মোড় অবধি পৌঁছে দিয়েছিলাম।"

শকুন্তলা রেগে গেল, "একদম মিথ্যে কথা বলবে না স্কাউন্ডেল কোথাকার। আমি তোমার এগেইন্সটে কী কী কেস দিতে পারি জানো তুমি?"

বাসুদেব বলল, "আপনি নিজে আমাকে প্রেসক্রিপশনে লিখেছেন আমি ডিপ্রেশনে আছি, আমি মানসিক অসুস্থ একজন মানুষ, আর এখন সেই লোককে আপনি কেস দিতে পারবেন? আইন মেনে নেবে?"

শকুন্তলা বলল, "আইন তোমাকে পাগলাগারদে রাখতে বলবে আরও ভয়ঙ্কর সব অপরাধীদের সঙ্গে। আমিও সেটাই চাই। আমি দেখছি আমি কী করতে পারি। তোমার মতো ক্রিমিনাল স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি কিছুতেই মেনে নেবো না।"

বাসুদেব উত্তর না দিয়ে গা জ্বালানো হাসি হাসতে লাগল। লিপিকা শশাঙ্ককে বলল, "শকুন্তলা অসুস্থ হয়ে পড়বে। ওকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।"

বাসুদেব বলল, "ও ম্যাডাম, অসুস্থ হওয়ার কিছু নেই। উনি থাকুন না, আমি ভালো থাকব তবে।"

অবিনাশ শকুন্তলাকে বলল, “বাইরে গিয়ে বসো। লিপিকা, যাও ওকে নিয়ে যাও।”

শকুন্তলার হাত-পা কাঁপছিল। ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। লিপিকা তড়িঘড়ি ওকে বাইরে নিয়ে গেল।

বাসুদেব জোরে জোরে হাসতে শুরু করল।

(৩০)

“তুমি কি একবার নার্সিং হোমে যাবে?”

লিপিকা শকুন্তলাকে জিজ্ঞেস করল।

শকুন্তলা চুপ করে বসে আছে। ঘাম হচ্ছিল একটু আগে। এখন ঠিক হয়েছে।

শকুন্তলা মাথা নাড়ল, “নাহ। আমি ঠিক আছি।”

লিপিকা শশাঙ্ককে বলল, “আমাদের পৌঁছে দাও। আমাদের বাড়িতে দিয়ে এসো।”

শশাঙ্ক বলল, “চলো।”

বৃষ্টি নেমেছে। ব্যাং ডাকছে। ছাতা জোগাড় করে লিপিকা আর শকুন্তলাকে গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল শশাঙ্ক।

গাড়ি স্টার্ট দিতে লিপিকা বলল, “বাসুদেবের আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ খোঁজ করতে আসেনি?”

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে বলল, “কেউ আসেনি। অদ্ভুত ব্যাপার। লোকে একটা পাড়ায় থাকলে পাড়ার লোকে খোঁজ নিতে আসবে না, এরকম কেস আমি কোনোদিন দেখিনি।”

লিপিকা বলল, “পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ছেলেটা কেমন, কে কে ওর সঙ্গে দেখে করতে আসত, এসব প্রশ্ন করা দরকার তাদের।”

শশাঙ্ক বলল, “ছেলেটা আসলে কী করেছে সেটা জানলে তো এত সমস্যা হত না।”

শকুন্তলা বলল, “এখন প্লিজ অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলবে? আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে চাইছি না।”

লিপিকা বলল, “ওকে, ওকে। ঠিকই। তুমি অন্য কিছু নিয়েই ভাবো।”

লিপিকাদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল শশাঙ্ক। লিপিকা বলল, “ভেতরে এসো।”

শশাঙ্ক বলল, “যাব?”

লিপিকা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ এসো।"

কলিং বেল বাজাবার পর লিপিকার মা এসে দরজা খুললেন। শশাঙ্ককে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "এসো এসো। কত দিন পরে। আমি তো ভাবলাম তুমি এ বাড়ির কথা ভুলেই গেছ।"

শশাঙ্ক লজ্জিত মুখে প্রবেশ করল।

লিপিকা শকুন্তলাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল।

লিপিকার মা শশাঙ্ককে বসিয়ে বললেন, "খুব ভয়ংকর একটা ছেলে নাকি ধরা পড়েছে?"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ। ছেলেটা যে ঠিক কী করেছে, তা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি, তবে ছেলেটা খুব সোজা মানুষ না । একটু সাবধানে, চোখ কান খোলা রাখাই ভালো।"

লিপিকার মা বললেন, "এ বাড়িতে তো সিসিটিভি আছে। চিন্তা কোরো না। বাইরে থেকে কেউ কিছু করতে গেলে ধরা পড়ে যাবে সব।"

শশাঙ্ক বলল, "আমাকে ফোন করবেন, যখন অসুবিধা হবে, তখনই।"

লিপিকার মা বললেন, "নিশ্চয়ই। তোমাকেই তো ফোন করব। সে-কথা আর বলতে?"

লিপিকা বসার ঘরে এসে বলল, "শকুন্তলাকে ওর ঘর দেখিয়ে দিয়েছি। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হচ্ছে। আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না।"

শশাঙ্ক বলল, "ও ট্রমায় চলে গেছে। এসব নিয়ে আর কোনো কথা না বলাই ভালো। অন্য কোনো কথা বলে মুড ভালো করার চেষ্টা করাই ভালো।"

লিপিকার মা বললেন, "অনেকেই কিন্তু খবর পেয়েছে। এলাকায় যে একটা ক্রিমিনাল ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেটা নিয়ে বাজারে বেশ গরম গরম কথা বলছে লোকে । আমি সকালে বাজারে গিয়ে শুনেছি।"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ, খবর যত ছড়াবে, তত লোকের বিক্ষোভ বাড়বে। হয়তো ওকে কলকাতায় পাঠাতে হবে।"

লিপিকা ঘাবড়ে গেল, "সে কী, আবার এলাকার লোক ঝামেলা করবে নাকি? তাহলে তো আরেক সমস্যা দেখা দেবে।"

লিপিকার মা বললেন, “ঝামেলা সব দিক থেকেই হতে পারে। পুলিশকে সব সামলে রাখতে হবে। ছোটো শহর, কখন কী থেকে কী হয়ে যায়, সেটা নিয়েই আমার চিন্তা বেশি হয়।”

শকুন্তলা ঘরে ঢুকল। সবাই চুপ করে গেল। লিপিকার মা বললেন, “বসো মা, এসো।”

শকুন্তলাকে বসালেন তিনি।

শকুন্তলা বলল, “আমায় একটু আমার বাড়ি যেতে হবে। যাওয়া যাবে? দশ মিনিটের জন্য। ওষুধের বাক্সটা ও বাড়ি আছে নাকি দেখতে হবে।”

শশাঙ্ক বলল, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।”

লিপিকা বলল, “আমি না গেলে হবে তো?”

শকুন্তলা বলল, “হ্যাঁ, দশ মিনিটের কাজ।”

লিপিকা শশাঙ্ককে বলল, “তাহলে তুমি সাবধানে নিয়ে এসো।”

লিপিকার মা লিপিকাকে বললেন, “না না, তুইও যা। শকুন্তলার শরীর ভালো না। যদি আবার খারাপ লাগে? শশাঙ্ক পারবে না সামলাতে।”

লিপিকা বলল, “ঠিক আছে। চলো তবে।”

তিনজনে বেরোল আবার। গাড়িতে উঠে শকুন্তলা বলল, “ঘুমের ওষুধ আনব। ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম হবে না আর...”

(৩১)

অন্ধকার বাড়িটা যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে শকুন্তলা বলল, “চাবি! আমার চাবি তো ব্যাগে ছিল। ব্যাগটাই তো কোথায় আছে জানি না। এবার কী হবে? কাজের দিদির থাকার কথা ছিল। সেও তো নেই।”

শশাঙ্ক বলল, “আমার কাছে মাস্টার কী আছে। ওই সব নিয়ে ভাবতে হবে না।”

লিপিকা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, “এসব নিয়ে ঘুরছ? চোর আর পুলিশে তো কোনো তফাত রইল না।”

শশাঙ্ক বলল, "থাকা উচিতও না। তবে চোরের উদ্দেশ্য চুরি করা। পুলিশের সেটা নয়। পুলিশ থাকে মানুষের কাজের জন্য। আমি যে কাজটা করছি, তাতে শকুন্তলার ভালোই হবে।"

শকুন্তলা বলল, "সত্যি উপকার হবে। নইলে ওই ছেলে যে কোথায় ব্যাগটা রেখেছে, তাই তো জানি না। টাকা, এ টি এম কার্ড, সব ছিল ওই ব্যাগের ভেতরে।"

শশাঙ্ক বলল, "সেগুলো রি ইস্যু করাতে হবে। আমরা দেখছি ওগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের করার ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে, লিপিকা ফোনের টর্চটা জ্বালাও, আমি তালাটা খুলি।"

পকেট থেকে চাবি বের করল শশাঙ্ক। শকুন্তলার বাড়ির চাবি সত্যিই খুলে গেল। লিপিকা হেসে ফেলল, "সত্যি, কী যে কর, আমার এত হাসি পাচ্ছে এটা দেখে।"

শকুন্তলা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। শশাঙ্ক বলল, "সব ঠিক আছে তো?"

শকুন্তলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই আছে। চিন্তার কিছু নেই। আমি ওষুধটা নিয়ে আসছি বেডরুম থেকে। আপনারা এখানেই বসুন।"

শশাঙ্ক সোফায় বসে পড়ে লিপিকাকে বলল, "বসে পড়ো।"

লিপিকাও বসল। শকুন্তলা ঘরের ভেতরে গেল।

লিপিকা বলল, "সাহস আছে। এত বড়ো বাড়িতে একা থাকা ইয়ার্কির ব্যাপার না।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "তা তো বটেই। আমারই একা থাকতে ভয় লাগে।"

লিপিকা বলল, "তুমি সারাদিন ডিউটি করবে। আমিই বা একা থাকব কী করে? আমি বাপু আমার বাড়িতেই থাকব বিয়ের পরে।"

শশাঙ্ক বলল, "আর আমার ট্রান্সফার হলে? বাইরে থাকতে হলে কী করবে?"

লিপিকা একটুও না ভেবে বলল, "তাহলে তুমি একা যাবে। আমি পারলাম না কোথাও যেতে।"

শশাঙ্ক হেসে ফেলল। দু'জনেই শকুন্তলার ঘর দেখছিল। লিপিকা বলল, "কী সুন্দর গুছিয়ে রাখা সব। মেয়েটার গুণ আছে।"

শশাঙ্ক বলল, "দেওয়ালের ল্যান্ডস্কেপগুলো কি ওরই আঁকা?"

লিপিকা বলল, "হ্যাঁ। ও ভালো আঁকে। আমি আগেও ওর কয়েকটা আঁকা দেখেছি। বেশ পড়াশোনা আছে। আমার নাচটা তো বন্ধই হয়ে গেল স্কুলের পরে।"

শশাঙ্ক বলল, "মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করবে। নাচ বন্ধর পরেই তুমি মোটা হয়ে গেছ।"

লিপিকা চোখ বড়ো বড়ো করল, "অ্যাই, তুমি কি বডিশেম করছ?"

শশাঙ্ক বলল, "একবারেই না। বডিশেম করব কেন? বরং মোটা হলে অনেক রকম রোগ হয়। সেগুলো থাকা কাজের কথা না। নাচটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করলেও তোমার বডি ফিট থাকবে।"

আরও কয়েক মিনিট কথা বলল তারা। প্রায় মিনিট সাতেক পরে লিপিকা বলল, "অ্যাই, ওষুধ আনতে কতক্ষণ লাগে?"

শশাঙ্ক বলল, "অন্য কিছুও নিতে পারে। ওয়েট করো। আসুক।"

লিপিকা বলল, "ডাকব?"

শশাঙ্ক বলল, "সে ডাকা যায়। ডাকো।"

লিপিকা গলা ছাড়ল, "শকুন্তলা। শকুন্তলা।"

ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তারা দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

শশাঙ্ক বলল, "তুমি ভেতরে যাও। গিয়ে দেখো।"

লিপিকা ইতস্তত করে বলল, "যাব? যদি বাথরুম যায়?"

শশাঙ্ক বলল, "তাহলেও অসুবিধার কী আছে? যাও।"

লিপিকা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল। শকুন্তলাকে ডাকল, "শকুন্তলা?"

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

লিপিকা আবারও ডাকল। শশাঙ্ক বাইরের ঘর থেকে গলা ছাড়ল, "কী হল?"

লিপিকা বলল, "ভেতরে এসো।"

শশাঙ্ক ভেতরের ঘরে গেল। ঘরে শুধু লিপিকা আছে। শশাঙ্ক বলল, "বাথরুমের দরজা ধাক্কা দাও।"

লিপিকা বাথরুমের দরজা ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল। শশাঙ্ক রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দেখল পেছনের দিকের দরজা খোলা।

দৌড়ে গিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে দেখল কেউ নেই...

(৩২)

অন্ধকার রাস্তা। একটা বাইক চলে যাওয়ার শব্দ কানে এল যেন। লিপিকা ছুটে বাইরে এসে শশাঙ্ককে বলল, "কী হল?"

শশাঙ্ক বলল, "হয় নিজে চলে গেছে, নয় কেউ কিডন্যাপ করেছে।"

লিপিকা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, "কিডন্যাপ করেছে? সে কী? ওর শারীরিক যা অবস্থা, ও তো মরে যাবে! কিছু করো প্লিজ।"

শশাঙ্ক থানায় ফোন করে এলাকায় নজরদারির জন্য বলে অবিনাশকে ফোন করল। অবিনাশ সব শুনে বললেন, "ফুল ফোর্স এনগেজ করে দিচ্ছি। আজকে রাতের মধ্যেই মেয়েটাকে যে করে হোক খুঁজে বের করতে হবে। কাউকে দেখতে পাওনি বাড়িতে ঢোকার সময়?"

শশাঙ্ক তখনও হতভম্ব অবস্থায় ছিল। কোনোমতে বলল, "না স্যার। কাউকে দেখতে পাইনি। ভাবতেও পারছি না এরকম কিছু হতে পারে।"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। আমি আসছি বসুসেনকে নিয়ে। তুমি ওখানেই থাকো।" ফোন কেটে দিলেন অবিনাশ। কোমরে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে শশাঙ্ক বাড়ির চারপাশটা দেখল। নির্জন জায়গায় শকুন্তলার বাড়িটা। অনেকটা জায়গা নিয়ে। দরজাটা কি বাইরে থেকে বন্ধ ছিল? সে দরজার কাছে গিয়ে দেখল দু'দিক থেকেই তালা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

তখনও লিপিকা ভয়ে কাঁপছিল। বলল, "কী করবে এবার?"

শশাঙ্ক বলল, "জানি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। শকুন্তলা যদি নিজে চলে যায়, তাহলেও কেন যাবে, আমি সেটা জানি না।"

লিপিকা বলল, "সেই তো। কেন-ই বা ও নিজে থেকে পালাতে যাবে? কোনো মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি!"

গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। বসুসেনকে নিয়ে অবিনাশ এলেন। গাড়ি থেকে নেমে বসুসেন বলল, "কীরে, এ আবার কী হেঁয়ালি?"

শশাঙ্ক কাঁধ ঝাঁকাল, "দ্যাখ, কী বলব! এই তো অবস্থা। আমরা ভাবছি ভেতরের ঘরে গেছে, এর মধ্যে হাওয়া।"

অবিনাশ বললেন, "পেয়ে যাবে। ভেবো না। শহরের এন্ট্রান্স এক্সিট সিল করে দিয়েছি। সব গাড়ি চেক করা হবে। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলেই তল্লাশি করতে বলেছি। পালিয়ে বেশি দূর যাবে আর কোথায়?"

শশাঙ্ক পেছনের দরজা দিয়ে আবার শকুন্তলার বাড়িতে প্রবেশ করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে লাগল। শশাঙ্কর সঙ্গে বসুসেনও ঢুকল। খাটের তলা থেকে শুরু করে লফট, সব তন্ন তন্ন করে খুঁজল। শেষে সবাই মিলে আবার ড্রইং রুমে জড়ো হল।

বসুসেন অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, আমি একবারেই ক্লু লেস হয়ে গেছি। ঘটনাপ্রবাহ যদি শুরু থেকে দেখা যায়, আমাদের পাজল্ড হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বাসুদেবের আগমন। তারপরে আবার শকুন্তলা আলির এহেন অন্তর্ধান। এবার তো কিছু একটা সলিউশন বা আমাদের কোর্স অফ অ্যাকশন ঠিক করতে হবে? এবার না করলে আর কবে করব?"

অবিনাশ সোফায় বসে রুমাল দিয়ে কপালে জড়ো হওয়া ঘাম মুছে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। ছেলেটার ওরকম বিহেভিয়ার, তারপরে শকুন্তলার এভাবে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া। কী হচ্ছে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের আবার শুরু থেকে সব ভাবতে হবে।"

শশাঙ্ক বলল, "ওকে যদি কেউ কিডন্যাপ করে, তাহলে তো স্যার সে কিডন্যাপার বাসুদেবের সঙ্গে যুক্ত নিশ্চয়ই?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। অবশ্যই। বাসুদেবের সঙ্গে যুক্ত আছে, এবং বাসুদেবের প্ল্যান কী, সেটাই কিছু বোঝা যাচ্ছে..."

বসুসেন বলল, "বাসুদেবকে আর কীভাবে আটকে রাখব আমরা? আর তো কোনো উপায় নেই। পুলিশ কাস্টডি থেকে এবার জেলে পাঠাতে হবে। তিন-চার দিন খুব বেশি হলে। বেশি মারধরও করা যাবে না। করা উচিতও না ইনফ্যাক্ট!"

শশাঙ্ক বলল, "উচিত না মানে? সাইকো একটা! ও ছেলে প্রমাণের অভাবে বাইরে থাকলে কী হতে পারে বুঝতে পারছিস?"

এর মধ্যেই সবাইকে অবাক করে বাইরের দরজা ঠেলে শকুন্তলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

শশাঙ্ক বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, "একী! আপনি! কোথায় গেছিলেন?"

শকুন্তলা হাঁপাচ্ছিল। কোনোমতে সোফায় বসে কেঁদে ফেলে বলল, "ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

(৩৩)

শকুন্তলার কান্না দেখে সবাই হকচকিয়ে গেল। অবিনাশ জিজ্ঞেস করলেন, "কে মারবে?"

শকুন্তলা মাথা নিচু করে বসে রইল।

শশাঙ্ক বলল, "দেখুন আপনি না বললে আমরা কিছুতেই কিছু বুঝতে পারব না। আপনি কাদের কথা বলছেন?"

লিপিকা এগিয়ে গিয়ে শকুন্তলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "কারা বলো তো? বাসুদেব? ও একা না?"

শকুন্তলা বলল, "না। এটা বাসুদেবের কিছু না। এটা অন্য ব্যাপার। আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলল, "কে ব্ল্যাকমেল করছে? লিপিকা ওকে জল দাও তো।"

লিপিকা তাড়াতাড়ি জলের বোতল এগিয়ে দিল। শকুন্তলা জল খেয়ে একটু থিতু হয়ে বলল, "আমি একটা রিলেশনে ছিলাম। একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে।"

বসুসেন বলল, "এই এলাকারই?"

শকুন্তলা গড়গড় করে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ। এই এলাকারই। ভদ্রলোকের স্ত্রী মানসিক রুগি ছিলেন। ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে আসতেন। আমাকে মেসেজ করতেন। আমি প্রথমদিকে খুব রুড বিহেভ করতাম। পরের দিকে নরম হই। খারাপ লাগত ভদ্রলোকের দিকে তাকালে। সংসার বলে কিছু নেই। সব দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে ছিলেন। পাপবোধ ছিল আমার মধ্যে, কিন্তু কবে যে ভালোবাসা সব কিছু ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল, আমি নিজেই বুঝতে পারিনি। তিন মাস আগে ভদ্রলোকের স্ত্রী সুইসাইড করেন। তারপর থেকে আমার কাছে মেসেজ এসে যাচ্ছিল, ওরা নাকি জানে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আমি সুইসাইড করার জন্য উৎসাহ দিয়েছি। আমার দেওয়া প্রেসক্রিপশন থেকেই ঘুমের ওষুধের স্ট্রিপ কিনেছিলেন উনি। আমি সেসব শুনে খুবই ঘাবড়ে যাই... একা থাকি, পুলিশে যাওয়ার

কথা ভাবিওনি। বিভিন্ন রকম থ্রেট ইত্যাদি দিয়ে আমার থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে ওরা।”

অবিনাশ বললেন, “ঠিক আছে, এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। যাদের দিয়েছ, আমাদের ডিটেলস দিয়ো, জুতোপেটা করা হবে। কিন্তু তুমি গেছিলে কোথায়?”

শকুন্তলা আবার কাঁদতে শুরু করল, “আমি নিজেই চলে গেছিলাম। আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম, ভাবছিলাম এবার যদি পুলিশ সত্যি আমাকে ধরে। খানিকটা যাওয়ার পর বুঝলাম কোথায় যাব, আমার কি সত্যি কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে? বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করিনি, আমি আর পারছি না।”

কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলতে লাগল শকুন্তলা।

অবিনাশ বললেন, “বুঝেছি। তোমরা যে পুলিশকে কী মনে করো, বড়ো বেদনাদায়ক ব্যাপার। শুরুতেই যদি আমাদের সব বলে দিতে, এত ঝামেলা হত না। যাই হোক, তোমার যদি কোনো সমস্যা না থাকে, তাহলে ওই ভদ্রলোকের ডিটেলস আমাদের দিয়ো।”

শকুন্তলা একটু সিঁটিয়ে গেল।

অবিনাশ বললেন, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। অতো ভয় পেয়ো না। তোমার পার্সোনাল ব্যাপারে আমি নাক গলাব না। তুমি রাতটা লিপিকার বাড়িতেই থাকবে তো?”

শকুন্তলা ঘাড় নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, ওর বাড়িতেই থাকব। আমার কোনো অসুবিধা নেই।”

অবিনাশ বললেন, “সব কিছু নিয়ে আমরাই এত ঘেঁটে আছি, তুমি বেশি ভেবো না। লিপিকা, ওর যা জিনিসপত্র লাগবে, সেসব নিয়ে চলো। আর দেরি কোরো না। দ্যাখো তো কাণ্ড, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছিল।”

বসুসেন বলল, “আপনার ভয় পাওয়া অমূলক না। অনেক সময়েই দেখা যায় কেঁচো খুড়তে কেউটে বেরোয়, অনেক কেসেই এরকম হয়েছে। তবে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করছি। আপনাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ অন্তত আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনি এত চিন্তা করবেন না। আমাদের সব সমস্যা বলতে পারেন। আমাদের বন্ধু ভাবতে পারেন।”

শকুন্তলা মাথা নিচু করে বলল, "আমি আবার ক্ষমা চাইছি। আমি ভীষণ পাজল্ড হয়ে গেছিলাম।"

অবিনাশ বললেন, "না না। ক্ষমা চাইবার কিছু হয়নি। তুমি তৈরি হয়ে নাও। চলো বেরোতে হবে।"

শকুন্তলা উঠল। একবার টলেও উঠল। লিপিকা ধরল। বলল, "আমি যাব ভেতরের ঘরে?"

শকুন্তলা বলল, "এসো।"

দু'জনে ভেতরের ঘরে যেতেই অবিনাশ গলা নামিয়ে বললেন, "তিন-চার মাস আগে সুইসাইড কেস কী কী আছে বের করো। ভদ্রলোকের নাম বের করো। দেরি কোরো না।"

শশাঙ্ক আর বসুসেন একসঙ্গে বলল, "ওকে স্যার।"

(৩৪)

শকুন্তলা আর লিপিকাকে লিপিকার বাড়ি নামিয়ে দিয়ে শশাঙ্ক থানায় পৌঁছল। অবিনাশ আর বসুসেন আগেই চলে এসেছিলেন।

অবিনাশের চেম্বারে ঢুকতেই অবিনাশ বললেন, "পূর্ব পাড়ার সৌমেন দাশগুপ্ত। শকুন্তলার সম্ভাব্য প্রেমিক। এবার?"

শশাঙ্ক চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "এবার কী আর আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। খাপছাড়া খাপছাড়া কতগুলো লিড আসছে শুধু। সে ছাড়া তো আর কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। ও হ্যাঁ, আপনার দিলীপ দাসের স্ত্রীর সঙ্গে এক্সট্রা ম্যারিট্যাল অ্যাফেয়ার আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সেটা সম্পর্কেও আমার কোনো আইডিয়া নেই।"

অবিনাশ বললেন, "বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও বাড়ে। সেটার সঙ্গে যে কোনো কেস ট্যাগ করে দেওয়া অর্থহীন।"

বসুসেন বলল, "আর যদি কোর্টে কেস ওঠে আর বিবাদী পক্ষ আপনার সম্পর্কের কথা কোর্টে তোলে তখন কী হবে?"

অবিনাশ বললেন, “বললাম তো, সেসব নিয়ে চিন্তা করার কিছু হয়নি। অহেতুক চিন্তা কোরো না। লেটস ফেস ইট। যা হবে দেখা যাবে। আমার এখানে কোনো লজ্জা নেই।”

শশাঙ্ক আর বসুসেন দু’জনেই চুপ করে গেল। অবিনাশ অধৈর্য হয়ে বললেন, “আরে তোমরা সংকোচ বোধ করছ কেন? এখানে সংকোচের কিছু নেই। তোমরা বুঝতে পারছ না, বাসুদেব আমার সম্পর্কে কিছু জানে। হয়তো তোমাদের সম্পর্কেও কোনো ডার্ক সিক্রেটের কথা দু’দিন পর বলবে। তাতে কী হয়? ও একটা প্ল্যান করে এসেছে। সেটাকে জিততে দেওয়া যাবে না।”

বসুসেন মাথা নাড়ল, “তা ঠিক স্যার। বাসুদেব সব জেনে এসেছে। কিন্তু কেন এসেছে, সেটাই প্রশ্ন।”

অবিনাশ বললেন, “যাবে নাকি একবার?”

শশাঙ্ক বলল, “চলুন।”

বসুসেন বলল, “আপনারা যান। আমি সিগারেট টানব। আমার ভালো লাগছে না।”

শশাঙ্ক বলল, “ঠিক আছে। পরে আসিস।”

বসুসেন বলল, “ফাক অফ। আমার ভালোই লাগছে না। ওর মুখ দেখতে চাই না আমি।”

শশাঙ্ক বলল, “তা ঠিক।”

অবিনাশ চেয়ার থেকে উঠে বললেন, “চলো। আবার নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা দিই।”

বসুসেন হেসে উঠল।

শশাঙ্ক ইন্টারোগেশন চেম্বারে আগে প্রবেশ করল। বাসুদেব বলল, “কী খবর আপনাদের? সব ঠিক আছে তো? শকুন্তলা ম্যাডাম কি পালিয়েছেন না এখনও মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?”

শশাঙ্ক এবার আর চমকাল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, “শকুন্তলা ম্যাডাম পালিয়ে কোথায় যাবে?”

বাসুদেব ভালোমানুষের মতো হেসে বলল, “কোথায় যাবে, কী করবে, সেগুলো জানার জন্যই তো আপনারা মাইনে পান। আপনাদের হয়ে আমি কেন কাজ করতে যাব? আমার কোনো ইন্টেলই আমি আপনাদের দেব না।”

শশাঙ্ক বলল, "তোর ইন্টেল আছে না কাউ ডাং আছে, সে ব্যাপারে আমি এখনও নিশ্চিত নই। কেনই বা এখানে এসে আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে মারছিস, আমি তাও জানি না।"

বাসুদেব বলল, "আপনাদের জানার কোনো ইচ্ছে নেই শকুন্তলা ম্যাম পালিয়ে কোথায় যাবে?"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "না। একেবারে ইচ্ছে নেই। আমি জানতে চাইও না। যেকোনো চুলোয় যাক। আমার কিছু যায় আসে না।"

বাসুদেব বলল, "কিন্তু শকুন্তলা ম্যাম এলাকার সেরা। লিপিকা ম্যাডাম মোটেও সেরা না। আপনারা পারশিয়ালটি করে লিপিকা ম্যামকে থানায় নিয়েছেন।"

শশাঙ্ক বলল, "তাতে তোর বাপের কী? শকুন্তলার ব্যক্তিগত ব্যাপার উনি বুঝুন। এই নিয়ে আমি কিছু জানতে চাই না।"

অবিনাশ বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। এতক্ষণ পরে চেম্বারে ঢুকলেন।

চেয়ারে বসে বললেন, "বল এবার। তোর কয়েকটা কীর্তির কাহিনি বল।"

বাসুদেব বলল, "দেখুন স্যার, আপনারা ডকুমেন্টারি দেখেন। কোনো সিরিয়াল কিলার কাউকে খুন করে ফেলে রেখে দেয়, কেউ তাদের মাংস খায়। আমার কী আছে, তা আমি বলব কেন? আপনারা বলুন। না, আপনারা কী বলবেন শুনতে চাই না। আগে বলুন, দিলীপ দাসের বউয়ের পুজোর শাড়ি কিনলেন?"

অবিনাশ বললেন, "হ্যাঁ। কিনব। তোর মারও কিনতাম। জানিস তো?"

বাসুদেব খিক খিক করে হেসে বলল, "সে আপনার একটু আলুর দোষ আছে সবাই জানে। মহিলা পেলেই জিভ বের করে চলে যান। আমার মাকে কিছু করতেই পারেন। কে দেখতে গেছে?"

শশাঙ্ক বলল, "আবার বাজে বকতে শুরু করেছিস?"

বাসুদেব বলল, "ম্যাগি খাব স্যার। ক্যাপসিকাম আর রসগোল্লা আনান । আর ভালো লাগছে না বকতে।"

(৩৫)

রাত গভীর হচ্ছে। অবিনাশের চেম্বারে বসে আছে ওরা।

অবিনাশ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "একটা লিড পাচ্ছি না। এরকম কোনোদিন হয়নি। আপাতত কী করা যায় বলো তো?"

শশাঙ্ক বলল, "গাঁজা কেসে আছে যখন, ওতেই থাকুক। ক'দিন পর জেলে চালান করে দেব।"

অবিনাশ বললেন, "তাতে কী হবে? কেসটা ইনকমপ্লিট হয়ে রইল। কোথায় কী ড্যামেজ করেছে কিছুই জানা যাবে না।"

শশাঙ্ক বলল, "ড্যামেজ তো স্যার নেই কোনো। কোনো পায়েলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শকুন্তলা নিজেই একটা ধোঁয়াশা হয়ে রয়েছে। আমাদের আর কী করার আছে?"

অবিনাশ বললেন, "ফরেনসিকের রিপোর্ট আসুক। ওর বাড়ির হাড়গুলোর খোঁজ পাওয়া যাক। তারপর তোমার কথাই শুনব।"

শশাঙ্ক বলল, "আমি জোর করছি না কিছু। তবে ব্যাপারটা হরেদরে এই দাঁড়াচ্ছে। কেউই কিছু খুলে বলছে না। ইভেন..."

অবিনাশ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "ইভেন আমিও, তাই তো?"

শশাঙ্ক বলল, "হ্যাঁ স্যার। দিলীপ দাসের কেসটা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।"

অবিনাশ শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কেস কিছুই না। এনকাউন্টারের পরে আমার মনে হয়েছিল ফ্যামিলিটা একা হয়ে যাবে। আমি সাহায্য করতে গিয়ে জড়িয়ে যাই। তোমরা কেউ কোনোদিন কোনো মহিলার উপরে দুর্বল হওনি?"

বসুসেন মাথা নাড়ল, "হইনি স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "জীবন সবে শুরু হয়েছে তোমাদের। তোমরা ধারণাও করতে পারছ না কত কী দেখার আছে জীবনে। সব কিছুকেই চরিত্রের দোষ ভাবাটা ছাড়ো। মানুষের অনেকরকম শেলটারের দরকার হয়।"

শশাঙ্ক বলল, "লোক জানাজানি হলে এইসব শেলটার নষ্ট হয়ে যায় স্যার। আপনি নিজের ঘর পর্যন্ত সামলাতে পারবেন না তখন।"

অবিনাশ বললেন, "আমি চেষ্টা করব না। মানুষকে বুঝতে না পারলে জোর করতে নেই। তবে কী জানো তো, সময়ে সবাই বুঝতে পারে, যদি না কারও ইন্টেনশন অসৎ হয়।"

একজন কনস্টেবল এসে নক করল, "স্যার, একজন লোক এসেছে। বলছে বাসুদেব কেসে কথা বলবে।"

অবিনাশ নড়েচড়ে বসে বললেন, "নিয়ে এসো।"

কনস্টেবল বেরোতে অবিনাশ বললেন, "সারাক্ষণ চোর আর ছ্যাঁচড়ামি আর পলিটিকাল ঝামেলা হ্যান্ডেল করতে করতে আমাদের মগজ জ্যাম হয়ে গেছে। বাসুদেবের কেসটায় হয়তো কিছুটা মস্তিস্ক খেলানোর সুযোগ পাব।"

কুড়ি বাইশ বছরের একটা ছেলে দরজায় এসে দাঁড়াল। হাতে প্লাস্টার করা। রীতিমতো বিধ্বস্ত চেহারা ছেলেটার। অবিনাশ বললেন, "আসুন। আপনি কে? বাসুদেবের বন্ধু?"

ছেলেটা কান্নায় ভেঙে পড়ল, "স্যার, ওই জানোয়ারটার কে বন্ধু হবে? ও আমার বান্ধবীকে গুম করেছে, আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না স্যার।"

শশাঙ্ক উঠে গিয়ে ছেলেটাকে ধরল, "কী নাম তোমার? বসো।"

চেয়ারে বসানো হল ছেলেটাকে।

ছেলেটা শিউরে উঠছিল কাঁদতে কাঁদতে। বসুসেন ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "সুস্থ হও। কী হয়েছে বলো আগে।"

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "স্যার আমার নাম কিশোর। পায়েল আমার গার্লফ্রেন্ড। দিন সাতেক আগে থেকে পায়েলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানি এই বাসুদেবই ওকে কোথাও গুম করেছে। আমাকে মেরে মাঠে ফেলে রেখেছিল হাত-মুখ বেঁধে।"

অবিনাশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "হোয়াট? কোন মাঠে?"

কিশোর বলল, 'ময়লা ফেলার মাঠে। আমার সেন্স ছিল না। আজ সকালে আমায় উদ্ধার করে মিউনিসিপ্যালিটির এক সাফাইকর্মী। ময়লার গাদার মধ্যে পড়েছিলাম স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে, তোমার কথা পরে শুনব, আগে বলো পায়েলের বাড়ি কোথায়? আমরা তো বাসুদেবের দেওয়া ঠিকানায় কোনো পায়েলকে খুঁজেই পাইনি।"

কিশোর বলল, "পায়েল ওর ডাক নাম। ভালো নাম পৃথা দাশগুপ্ত। দাদার কাছে থাকে।"

বসুসেন বলল, "তুমি চেনো ওদের বাড়ি?"

কিশোর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ স্যার।"

তিনজনেই উঠে দাঁড়াল।

অবিনাশ বললেন "এখনই চলো।"

(৩৬)

শহরের শেষ প্রান্তে বাড়িটা। গাড়ি থেকে নেমে কিশোর বলল, "আমি কলিং বেল বাজাচ্ছি স্যার। পায়েলের বাবা মাতাল। কথা বলে দেখুন। মেয়েকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো চিন্তাই নেই। মা-মরা মেয়ে স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "ঠিক আছে। কলিং বেল বাজাও।"

কিশোর গিয়ে কলিং বেল বাজাল। বাড়ির ভেতর থেকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে একটা লোক বেরোল। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। তাদের দেখে লোকটা বলল, "কী চাই?"

অবিনাশ বললেন, "পায়েল আপনার মেয়ে?"

লোকটা বলল, "হ্যাঁ। কেন?"

অবিনাশ বললেন, "মেয়েকে ডাকুন।

লোকটা বলল, "বাড়ি নেই সে মেয়ে। কোন ছেলের সঙ্গে গেছে কে জানে। আমি জানি না।"

অবিনাশ বললেন, "আমি কিন্তু থানা থেকে এসেছি। মেয়েকে না ডাকলে আপনার কপালে দুঃখ আছে।"

লোকটা থানা শুনে ভয় পেয়ে গেল। অবিনাশের পা ধরে ফেলল, "স্যার, ভুল হয়ে গেছে স্যার, ছেড়ে দিন। মেয়ে আসছে না, মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার আর কিছু মনে থাকে না বিশ্বাস করুন।"

অবিনাশ পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "চুলোয় যান। যতসব ফালতু লোক কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। এদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। রাবিশ। চলো কিশোর।"

পায়েলের বাবা কিশোরকে দেখে বলল, "এই তো, কিশোর আমাদের বাড়ি আসে। এই কিশোর, তুই মামনিকে দেখিসনি?"

কিশোর বলল, "পাচ্ছি না বলেই তো খুঁজছি।"

লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, "আমার মেয়েটা কি মরে গেল নাকি স্যার? আমি তো এত দূর কিছু ভাবিনি।"

শশাঙ্ক বলল, "থানায় গিয়ে কাল মিসিং ডায়েরি করবেন। নইলে আপনার কপালে দুঃখ আছে।"

লোকটা বড়ো করে মাথা নাড়ল। তারা আবার গাড়িতে এসে বসল।

অবিনাশ বললেন, "কিশোর, তোমাকে যদি বাসুদেবের সামনে বসাই, তুমি কি ভয় পাবে?"

কিশোর সভয়ে বলল, "একদম না স্যার। ও বেরিয়ে আমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে। ওকে আমি বিশ্বাস করি না।"

বসুসেন বলল, "তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা তো আছি।"

কিশোর বলল, "আজ আছেন। সব সময় তো থাকবেন না স্যার। মেয়েটা একবারে ভ্যানিশ হয়ে গেল।"

বসুসেন বলল, "ঠিক আছে, আমাকে বলো তো পায়েল ঠিক কী বলত ওর নামে?"

কিশোর বলল, "একদম সাইকো ছেলে ছিল স্যার। পায়েলকে কারও সঙ্গে কথা বলতে দিত না। এখানে যাবি না, ওখানে যাবি না, এটা খাবি না, সেটা খাবি না, এই ছেলের সঙ্গে কথা বললি কেন, এমনকি ওর পিসতুতো মাসতুতো দাদার সঙ্গে কথা বললেও বাসুদেব তুমুল ঝামেলা করত। মাঝে মাঝেই অশান্তি, গায়ে হাত দেওয়াটা রোজের ব্যাপার হয়ে গেছিল। শেষমেশ ওর সঙ্গে ব্রেক আপ করতে বাধ্য হয়েছিল মেয়েটা। তখন বাসুদেবের ধারণা হয়ে গেল যে আমি ওকে ফুসলিয়ে ওর থেকে সরিয়ে দিয়েছি।"

শশাঙ্ক বলল, "সাইকো যে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর সম্পর্কে আর কী কী জানা বাকি, আমি সেটাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।"

অবিনাশ বললেন, "ওকে আপাতত ওই ইন্টারোগেশন করে যেতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই গাঁজা কেসটা দেওয়ার ফলে কিছুদিন আমরা ওকে আমাদের কাস্টোডিতে রাখতে পারব বটে, কিন্তু বেশি দিন পারব না। জেলে পাঠাতে হবে। সে হিসেবে আমাদের কাজটা আরও দ্রুত করতে হবে। কত আর লুকিয়ে রাখবে সব কিছু, অপরাধী বেশি দিন অপরাধ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। কিশোরকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দাও। ওর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস নিয়ে নাও। প্রয়োজনে ডেকে নেওয়া যাবে।"

বসুসেন বলল, "বাসুদেবের আগের কোনো ক্রাইম রেকর্ড নেই। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওকে ভাঙতে এত সময় লাগার কথা ছিল না। সেটাই লাগছে স্যার। এটুকু ছেলে মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্ত।"

কিশোরের দিক নির্দেশ অনুযায়ী ওর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। কিশোর নেমে গেল। গাড়ি স্টার্ট হতে অবিনাশ বললেন, "চলো। আরেকবার ইন্টারোগেশন করা যাক। এবার পায়েলের রেফারেন্স দিয়ে হোক। যদি আমার মাথা গরম হয়ে যায়, আমাকে সামলিও।"

বসুসেন হেসে ফেলল, "ওকে স্যার।"

(৩৭)

বাসুদেবকে বসিয়ে রাখা হয়েছে আবার। অবিনাশ আর শশাঙ্ক ঢুকে চেয়ারে বসলেন।

বাসুদেব গলায় শ্লেষ এনে অবিনাশকে বললেন, "একী, আজ রাতে এখনও থানায়? আপনার তো আজ অনেক ডিউটি হয়ে গেল স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "সেটা নিয়ে তোকে চিন্তা করতে বলিনি। তুই বল পায়েলের সঙ্গে তোর প্রেম কেমন ছিল? পাত্তা দিত না তো? লাথ মেরে চলে গেছিল না?"

বাসুদেব বলল, "আমায় লাথ মারার সাহস কারও নেই।"

শশাঙ্ক হাসল। বলল, "স্যার, ও আর কী বলবে? আমরা তো সবই জানি। মেয়েটাকে সন্দেহ করত, সারাক্ষণ জ্বালিয়ে খেত, এখানে যাবি না, ওখানে যাবি না, এর সঙ্গে কথা বলবি না, তার সঙ্গে কথা বলবি না। এসব যন্ত্রণায় মেয়েটা ওকে লাথ মেরে চলে গেছিল কিশোরের সঙ্গে।"

বাসুদেব এবার রেগে গেল, "মেয়ে মানেই হারামি। সব মেয়েগুলোই এরকম।"

অবিনাশ বললেন, "তাতেও আর কী হল? মেয়েটা তো কিশোরের সঙ্গেই চলে গেল, তাই না?"

বাসুদেব এবার চিৎকার শুরু করল, "যেতে গেছিল, পারেনি, পারেনি তো..."

শশাঙ্ক বলল, "পারেনি মানে কী? সংসার করছে নাকি তোর সঙ্গে এখন? তা তো না!"

বাসুদেব নির্বিকার গলায় বলল, "মেরে কেটে খেয়ে ফেলেছি।"

অবিনাশ চমকে শশাঙ্কর দিকে তাকালেন। শশাঙ্ক গলায় বিদ্রূপ এনে বলল, "ধুস, এরকম হয় নাকি?"

বাসুদেব বলল, "কেন হবে না? আমার ঘরে হাড়গোড় পাওয়া যায়নি? ওগুলো ওই মাগিরই হাড়। হাড়গুলো রেখে দিয়েছি। সব মাংস বের করে সেদ্ধ করে ম্যাগিতে মিশিয়ে মিশিয়ে খেয়েছি। হেবি খেতে।"

বসুসেন বাইরে থেকে শুনছিল। বাসুদেবের কথার পরে ঘরে ঢুকে এসে বলল, "মানুষের মাংস খেয়েছিস?"

বাসুদেব বলল, "হ্যাঁ। খেয়েছি।"

কেউ কোনো কথা বলল না আর। সবাই বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে আছে। বাসুদেব প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, "মিথ্যাবাদী মেয়ে, আমায় মিথ্যে বলে কিশোরের সঙ্গে পালাতে চেয়েছিল, কী করব? এত রাগ হয়েছিল, গলা টিপে মেরে দিয়েছি। তারপর গলাটা বঁটিতে কেটেছি। গলাটা শরীর থেকে আলাদা করেছি প্রথমে, তারপর হাত-পা গুলো। সব খেয়েছি একটু একটু করে। সব।"

শশাঙ্ক উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসুদেব হো-হো করে হাসতে হাসতে বলল, "ওই দেখুন, দুর্বল হৃদয় লোক চলে যাচ্ছে। এরা নাকি পুলিশে কাজ করে। পুলিশের লজ্জা এসব।"

অবিনাশ স্থির হয়ে বসেছিলেন। বললেন, "পায়েলের ডি এন-এর সঙ্গে হাড়গুলোর ম্যাচ করালে হয়তো বেরোবে এগুলো পায়েলের, কিন্তু তুই ওকে খেয়ে ফেললি কেন? বমি পায়নি?"

বাসুদেব জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না। বমি পাবে কেন? বমি পাওয়ার মতো তো কিছু খাইনি। মানুষের মাংস খেয়েছি।"

বসুসেন বলল, "হিসেব মতো সাত দিনে তুই একা মানুষের মাংস খেয়েছিস। ধরে নিলাম সেটা পঞ্চাশ কিলো। একার পক্ষে কিছুতেই সেটা সম্ভব না। নাহ, লজিকে দাঁড়াচ্ছে না।"

বাসুদেব বলল, "তাহলে তো ভালোই। আমার কোনো চাপ নেই।"

বসুসেন অবিনাশকে বলল, "স্যার, ও যা বলছে, সে হিসেবে ও একা নেই, ওর সঙ্গেও কেউ আছে।"

বাসুদেব সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, পাড়ার কুকুরগুলো আছে, এমনকি আমাদের শকুন্তলা ম্যামও আছেন। ওকেও আমি ম্যাগির মধ্যে মাংস দিয়েছিলাম। যদিও উনি সেটা জানেন না, ওকে অবশ্য আমি স্টকটা খাইয়েছিলাম শুধু।"

ফিক ফিক করে হাসতে লাগল ছেলেটা।

বসুসেন বলল, "আর কিছু বাঁচেনি?"

বাসুদেব হাসতে হাসতেই বলল, "মনে নেই। আর কোথাও দিয়েছি নাকি।"

বসুসেন অবিনাশের দিকে তাকালেন । অবিনাশ উঠে দাঁড়ালেন, "ঠিক আছে, তাহলে ফরেনসিক থেকে ডিটেলস আসুক, ডিএনএ ম্যাচ হোক, স্বীকারোক্তি তো পাওয়াই গেল। আর ভেবে লাভ নেই।"

বাসুদেব মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, "ঠিকই। আর ভেবে লাভ নেই। বেশি ভেবে কী করবেন?"

বসুসেন বলল, "শকুন্তলাকে আটকে রেখেছিলিস কেন?"

বাসুদেব হেসে উঠল, "গুড কোশ্চেন। ভেরি গুড কোশ্চেন।"

বসুসেন বলল, "উত্তর দে। আটকে রেখেছিলিস কেন?"

বাসুদেব বলল, "ম্যাডাম খুব ভালো। আমি তো অসুস্থ। আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কী করে হত? হয়ে গেল? সব বলে দিলাম? এবার বড়ো সাহেবকে দিলীপ দাসের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। বেচারা আজ অনেক ডিউটি করে ফেলেছে।"

(৩৮)

শশাঙ্ক বমি করছিল। বসুসেন অবিনাশের চেম্বারে গিয়ে বসল। অবিনাশ শশাঙ্ককে নিয়ে এসে বসালেন। বসুসেন বলল, "কী হল? তুই আবার দুর্বল হয়ে গেলি!"

শশাঙ্ক বলল, "ওই শকুন্তলাকে ম্যাগিতে মাংস মিশিয়ে দিয়েছে বলছে, শোনার পর থেকে অস্বস্তি হচ্ছে। বাপরে, কী টাইপের ছেলে!"

অবিনাশ বললেন, "পুলিশের চাকরি করতে এসেছ, সব রকমের পাবলিকই দেখবে। এত ভেঙে পড়লে হবে? বরং যেটা ভালো হল, সেটা হল ফরেনসিকের রেজাল্ট সব এসে গেলে কেসটা নতুন করে সাজানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। এটাই আউটকাম হবে। একই সঙ্গে শকুন্তলার বয়ানটাও নিতে হবে।"

শশাঙ্ক মুখে জল দিয়ে এসেছিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "শকুন্তলাকে বলার দরকার আছে ওকে ওসব দেওয়া হয়েছিল?"

অবিনাশ বললেন, "বলতে হবে। নইলে পরে কেস চলাকালীন জানার পর আরেক ঝামেলা হবে। বাসুদেব হল টিপিকাল সাইকো। নিজের গিল্ট নিজেই সামলাতে না পেরে আত্মসমর্পণ করেছে, আত্মসমর্পণের আগে আমাদের সবার হাঁড়ির খবর জেনে আমাদের মাথা খারাপ করে নিজের গিল্ট প্লেজারকে স্যাটিসফাই করছে। টিপিকাল সাইকো বললে কম বলা হয়। ব্যাটাকে পিটিয়ে ছাল তুলতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যেত।"

বসুসেন পেপার ওয়েট নিয়ে খেলছিল। জানলা দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। খেলতে খেলতেই বলল, "ও সেটাই চায় স্যার। ওকে সবাই মারবে, ও সেই মাইন্ডসেট নিয়েই আছে। ও ভিলেন সাজতে চায়। কিন্তু ওর উকিলটা? কোত্থেকে জোগাড় করেছিল?"

শশাঙ্কর মাথা ধরছিল। বলল, "খোঁজ নিয়েছি, নতুন প্র্যাকটিস করছে। বাসুদেব ওকে ফিট করে রেখেছিল জামিনের জন্য। বাসুদেবের ধারণা ছিল আমরা কিছু প্রমাণ না করতে পেরে ওকে ছেড়ে দেব। এত কনফিডেন্স কোত্থেকে পাচ্ছিল কে জানে! কত বয়স হবে ওর? কতটুকুই বা জানে?"

অবিনাশ সিগারেট ধরালেন। বললেন, "ওই দাশগুপ্ত, কী যেন নাম, হ্যাঁ, সৌমেন দাশগুপ্ত। ওর খবর কী?"

বসুসেন বলল, "কাল সকালে যাব। পিন্টুকে খোঁজ নিতে বলেছি। পিন্টুর কথা অনুযায়ী একেবারেই গোবেচারা পার্টি। শকুন্তলার সঙ্গে ওর যে কিছু আছে, সেটা পাড়ার লোকজনেরও তেমন কোনো ধারণা নেই। নিতান্ত ভদ্র লোক।"

অবিনাশ বললেন, "কিন্তু ভদ্রলোকেরা যখন গোপন সম্পর্ক করে বসুসেন, তখন তার থেকে বেশি সিরিয়াস রিলেশন আর কিছু হয় না। শকুন্তলার চলে যাওয়াটা বড়োই চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "মানে? আপনি শকুন্তলাকে বিশ্বাস করছেন না? কেন করছেন না?"

অবিনাশ শশাঙ্কর কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "ওই পায়েল মেয়েটার ছবি জোগাড় করেছ কেউ?"

বসুসেন ফোন বের করে এগিয়ে দিল, "এই যে স্যার।"

অবিনাশ মন দিয়ে ছবিটা দেখে বললেন, "এই মেয়েটাকে একটা ছেলে রেঁধে খেয়ে নিয়েছে? এটা ভাবতে পারছ?"

বসুসেন বলল, "এবং একা না।"

শশাঙ্ক দু হাত তুলে বলল, "প্লিজ, এখন থাক, কাল সকালে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমার অস্বস্তি হচ্ছে।"

অবিনাশ বললেন, "বসুসেন, ওকে লিপিকাদের বাড়ি রেখে এসো। এত রাতে শশাঙ্ককে আর একা শুতে হবে না। অবশ্য এখন অনেক রাত হয়েছে, তুমি ওকে তোমার কোয়ার্টারেও নিয়ে যেতে পারো।"

বসুসেন উঠে দাঁড়াল, "ঠিক আছে। চল, লিপিকাকে একবার ফোন করে দ্যাখ, নইলে আমার ওখানে চল।"

শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে।"

ফোন বের করে সে লিপিকাকে ফোন করল। ফোন বেজে গেল। লিপিকা ধরল না। শশাঙ্ক বলল, "ধরল না। তোর কোয়ার্টারেই চল।"

উঠে দাঁড়াল সে। অবিনাশও উঠলেন। শশাঙ্ক বলল, "বাড়ি যাবেন?"

অবিনাশ গলা খাঁকরিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ওই..."

বসুসেন হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "আপনার ওই দিলীপ দাসের বাড়ি যাওয়াটা কিন্তু ভীষণ দৃষ্টিকটু স্যার। সবাই জানবে, ব্যাপারটা ভালো হবে না। বউদি...।"

অবিনাশ থমকে গিয়ে বসুসেনের কথাটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বাড়িই যাব। চলো বেরোই।"

তিনজনেই থানা থেকে বেরোল।

(৩৯)

বসুসেন গাড়ি চালাচ্ছে।

শশাঙ্ক চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

বসুসেন বলল, "একটা ছেলে, সে প্রেমিকাকে মেরে কেটে ফেলে দিয়েছে। এসব তো গল্পে পড়তাম রে।"

শশাঙ্ক উশখুশ করছিল। বসুসেন বলল, "কী হল তোর?"

শশাঙ্ক বলল, "কেমন কেমন লাগছে। জানি না কেন। লিপিকার বাড়ি চল তো। ফোন ধরল না কেন দেখে আসি।"

বসুসেন বলল, "ঘুমোচ্ছে তো, ঘুমোতে দে।"

শশাঙ্ক বলল, "চল না।"

বসুসেন ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "ওর মা আছে তো। গিয়ে কী করবি?"

শশাঙ্ক বলল, "দেখে আসি। কী আছে? ঘুমিয়ে থাকলে তোর ওখানেই চলে যাব।"

বসুসেন বলল, "ওকে, চল।"

বসুসেন লিপিকার বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল।

শশাঙ্ক বলল, "দাঁড়া, আরেকবার ফোন করি। একবার বেরিয়ে এলে বেরিয়ে যাব।"

বসুসেন বলল, "কর।"

শশাঙ্ক ফোন করল। কেউ ধরল না। শশাঙ্ক বলল, "আজব। আচ্ছা দেখি কলিং বেল বাজাই গিয়ে।"

বসুসেন বলল, "এ আবার কী? ঘুমোচ্ছে তো, ঘুমোতে দে না। জাগাচ্ছিস কেন?"

শশাঙ্ক বলল, "অস্বস্তি হচ্ছে বললাম তো। গিয়ে দেখি।"

বসুসেন হাল ছেড়ে দিল, "আচ্ছা, যা।"

গাড়ি থেকে নেমে শশাঙ্ক কলিং বেল টিপল।

কেউ দরজা খুলল না। শশাঙ্ক এবার দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল জোরে জোরে, আর লিপিকার নাম ধরে ডাকতে থাকল।

প্রায় এক মিনিট ডাকাডাকির পর শকুন্তলা দরজা খুলল।

শশাঙ্ক বলল, "সব ঘুমিয়ে পড়েছে? ফোন করছি, ডাকছি, কোনো সাড়া নেই?"

শকুন্তলা বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছে তো। ওই জন্যই সাড়া দেয়নি।"

শশাঙ্ক বলল, "ডাকুন তো একবার। ঘুমোলেও ডাকুন।"

শকুন্তলা মাথা নাড়ল, "নাহ্, কাল আসুন। ঘুমোলে তুলতে নেই এরকম।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলল, "কেন? আমি কথা বলব।"

শশাঙ্কর হঠাৎ চোখে পড়ল শকুন্তলার ঠোঁটের কোণে লাল মতো কিছু। সে বলল, "আপনার ঠোঁটে কী হয়েছে?"

শকুন্তলা কড়া গলায় বলল, "সে উত্তর আপনাকে দেব নাকি? ঘুমোতে দিন, যান।"

শশাঙ্কর কেমন যেন রোখ চেপে গেল। শশাঙ্ক ছাড়ল না, শকুন্তলাকে দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। চারদিকে সব ওলটপালট হয়ে আছে। শশাঙ্ক চিৎকার করে ডাকল, "লিপিকা, এই লিপিকা।"

ভিতরের ঘরে প্রবেশ করল সে।

বেডরুমে ঢুকে চমকে উঠল।

মেঝের মধ্যে লিপিকা আর তার মা পড়ে আছে। দু'জনের গলার কাছে কাটা। মেঝেতে রক্ত ভেসে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। লাফিয়ে বাইরে গিয়ে দেখল শকুন্তলা রাস্তায় নেমে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে। বসুসেন হতভম্ব হয়ে গাড়ির মধ্যে বসেছিল। শশাঙ্ক চিৎকার করল, "শিগগির ধর, পালাতে না পারে। ধর।"

বসুসেন গাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়োল, শকুন্তলা দৌড়ে বেশি দূরে যেতে পারেনি। বসুসেন শকুন্তলার হাত ধরতেই শকুন্তলা চিৎকার করতে শুরু করল, "আমি কিন্তু চিৎকার করব, ছাড়ুন শিগগিরি।"

শশাঙ্ক দৌড়ে গিয়ে শকুন্তলাকে কষিয়ে চড় মারল, শকুন্তলা রাস্তায় ছিটকে পড়ে গেল। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে পাড়ার লোকেরা বেরিয়ে এসেছিল।

এক বয়স্ক লোক বললেন, "কী হল? এসব কী হচ্ছে?"

শশাঙ্ক আঙুল তুলে শকুন্তলার দিকে দেখিয়ে বলল, "এই মেয়েটা লিপিকা আর লিপিকার মাকে মেরে ফেলেছে।"

লোক জড়ো হতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে লিপিকাদের বাড়ির ভেতরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শশাঙ্ক কাঁপছিল, বসুসেন থানায় ফোন করে লেডি কনস্টেবল পাঠাতে বলল। শকুন্তলা চিৎকার করে যাচ্ছে, "আমি কিছু করিনি, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলল, "ওর কোনো কথা শুনিস না। ওকে আগে থানায় নিয়ে চল।"

বসুসেন অবিনাশকে ফোন করল। অবিনাশ সব শুনে বললেন, "সে কী! আমি এখনই আসছি, তুমি শশাঙ্ককে সামলাও, ক্রাইম সিন ফাঁকা করো আগে, ফরেনসিক ডাকো।"

থানা থেকে গাড়ি চলে এসেছিল।

শশাঙ্ক রাস্তার পাশে বমি করতে শুরু করল। বসুসেন শকুন্তলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আপনি কী করলেন? মানে কেন?"

শকুন্তলা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছু করিনি। আমি কেন করতে যাব? সব উনিই করেছেন।"

বসুসেন চিৎকার করল, "একদম ফালতু কথা বলবেন না। আমিও এসে এখানেই অপেক্ষা করছিলাম। ফালতু কথা রাখুন।"

এবার জোঁকের মুখে নুন পড়ল। শকুন্তলা সিঁটিয়ে গেল।

বসুসেন লেডি কনস্টেবলকে বলল, "এর কিছু ব্যবস্থা করুন। পালিয়ে যেতে না পারে। স্যার আসুন, তারপর দেখছি কী করা যায়।"

(৪০)

একটা অকস্মাৎ ঝড় যেন সব এলোমেলো করে দিয়েছে।

শশাঙ্ক ঘাসের মধ্যেই বসে আছে।

বসুসেন গিয়ে ডাকল, "কীরে, চল।"

শশাঙ্ক সাড়া দিল না।

বসুসেন বসে পড়ল শশাঙ্কর পাশে। কাঁধে হাত রেখে বলল, "এখানে বসে থাকিস না। অনেক লোক হয়ে গেছে। চল।"

খানিকটা হুঁশ ফিরল শশাঙ্কর। সে উঠে দাঁড়াল।

অবিনাশ বসুসেনকে বললেন, "ওকে গাড়িতে তোলো।"

বসুসেন বলল, "হ্যাঁ, সে তুলছি, কিন্তু আমি তো নিজেও ভীষণ পাজল্ড হয়ে যাচ্ছি স্যার।"

অবিনাশ বললেন, "থানায় চলো।"

শশাঙ্ককে একপ্রকার ঠেলেই গাড়িতে তুলল বসুসেন। থানা অবধি শশাঙ্ক কোনো কথা বলল না। বসুসেনও কিছু বলল না।

থানায় পৌঁছে অবিনাশের চেম্বারে গিয়ে বসল দু'জনে।

অবিনাশ বললেন, "যতদূর বুঝতে পারছি, এরা দু'জন একই দলে ছিল।"

বসুসেন বলল, "শকুন্তলার কী করা যায় স্যার?"

অবিনাশ বললেন, "ওই সৌমেন দাশগুপ্তও নিখোঁজ। দেখা যাবে সেও এই বাসুদেবের বাড়ির হাড়গোড়ের মাঝে পড়ে আছে।"

শশাঙ্ক দু-হাতে মুখ ঢাকল।

অবিনাশ বললেন, "বাস্তব থেকে পালিয়ো না শশাঙ্ক। এটাই বাস্তব। বাসুদেব একটা সাইকো, শকুন্তলা ওর ক্রাইম ইন পার্টনার ছিল।"

শশাঙ্ক ধীর গলায় বলল, "বুঝেছি। মানতে পারছি না। লিপিকার সঙ্গে ওর কী সমস্যা ছিল?"

বসুসেন বলল, "লিপিকাকে আমরা কন্ট্রাক্টে নিয়েছিলাম। শকুন্তলাকে নিইনি। এটাই রাগ ছিল। ভুলে যাস না, বাসুদেব বারবার বলেছিল শহরের সেরা শকুন্তলা। শকুন্তলা ইন্টারভিউ অ্যাপিয়ার করেছিল। কিন্তু লিপিকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পায়। ওদের ধারণা হয়েছিল শশাঙ্কর জন্য লিপিকা কাজটা পায়।"

অবিনাশ বললেন, "লিপিকাদের মারতে চেয়েছিল। কাজে সফল হয়েছে।"

শশাঙ্ক টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, "আর পাঁচ মিনিট আগে গেলে বেঁচে যেত!"

অবিনাশ বললেন, "কে কী করে বুঝবে শকুন্তলার এটা টার্গেট ছিল? কেউ কি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল?"

বসুসেন একটু থমকে, গলা খাঁকরিয়ে বলল, "শকুন্তলার বাবার নাম দিলীপ দাস, তাই তো স্যার?"

অবিনাশ চমকে উঠলেন, "মানে?"

বসুসেন বলল, "মানে দিলীপ দাসের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর ওদের মেয়েকে শকুন্তলার বাবা-মার হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্তে লীলাখেলা চালিয়ে যেতে পারেন।"

অবিনাশ চিৎকার করে উঠলেন, "মুখ সামলে কথা বলো বসুসেন।"

বসুসেন থামল না, বলে চলল, "যেকোনো সাইকোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলে। আপনি একা দায়ী শকুন্তলার এই অবস্থার জন্য। যেদিন থেকে ও জানতে পেরেছিল, ও যাকে চিরকাল বাবা-মা ভেবেছিল, আসলে তারা তাকে শুধু বড়ো করেছে, তারপর থেকে ওর পৃথিবী পালটাতে শুরু করে। ও ওর মার কাছে যেতে গিয়ে বুঝল ওর ফেরার পথ আটকে রেখেছেন আপনি। এই সময় ওর বাসুদেবের সঙ্গে দেখা হল। বাসুদেবই ওর কাছে কাউন্সেলিং করাতে গেছিল..."

শশাঙ্ক ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, "এবং দু'জনের প্ল্যানেই এটা হল, যে ক্রাইমটার আসল ইন্ধনদাতা আপনিই। নিজের অজান্তেই।"

অবিনাশ রেগেমেগে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বসুসেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল। শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়ল, "আমি যাব না। আমার পক্ষে এখন এসব নেওয়া সম্ভব না।"

বসুসেন বলল, "মুখোমুখি না হতে পারলে সুস্থ হতে পারবি না তুই।"

শশাঙ্ক মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "ওকে, চল।"

দু'জনে বেরোল। শকুন্তলাকে ইন্টারোগেশন চেম্বারে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

বসুসেন চেয়ার টেনে আগে শশাঙ্ককে বসিয়ে পরে নিজে বসল। শকুন্তলা মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

বসুসেন বলল, "তাহলে মিস আলি? আর কিছু প্ল্যান ছিল? না এটুকুই?"

শকুন্তলা হঠাৎ করে ক্রূর হাসি হেসে বলল, "কিশোর আছে তো। পায়েল কারও এক্স-টেক্স কিছু ছিল না। কিশোর আর বাসুদেবের শিকার ছিল। এবার কিশোরের উপর দায়িত্ব বাকি কাজটা শেষ করার।"

বসুসেন চমকে শশাঙ্কর দিকে ফিরে বলল, "স্যার কোথায় গেল? বেরিয়ে গেছে?"

শকুন্তলা হাসতে শুরু করল। বসুসেন আর শশাঙ্ক চেম্বার থেকে বেরিয়ে থানার বাইরে গিয়ে খবর পেল অবিনাশের গাড়ি বেরিয়ে গেছে।

বসুসেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তুই স্যারকে ফোন কর। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। যেখানে আছেন, সেখানেই দাঁড়াতে বলে দে।"

(৪১)

রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। কোত্থেকে যেন গাড়িটাকে এসে একটা বড়ো লরি মেরে চলে গেছে। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে ছিলেন অবিনাশ। যখন উদ্ধার করা হল, তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে গাড়ির ভেতরটা। এয়ার ব্যাগ খুলেও শেষরক্ষা হয়নি। বসুসেন পৌঁছোনোর আগেই ভিড় হয়ে গেছে।

অ্যাম্বুলেন্স এসে অবিনাশকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। রসুসেন দুচার বার ডেকে কোনো সাড়া পায়নি।

শশাঙ্ক এসে পৌঁছোল হাঁপাতে হাঁপাতে। দেখল বসুসেন কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শশাঙ্ককে দেখে বলল, "সব শেষ হয়ে গেল।"

শশাঙ্ক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রসুসেন বলল, "বল এবার কী করব? ওর ফ্যামিলিকে খবর দেব না দিলীপ দাসের বউকে?"

শশাঙ্ক বলল, "হেড অফিসে খবর দে। এই সাইকোদের নিয়ে যাক। এদের আর আমরা হ্যান্ডেল করব না।"

বসুসেন মাথা নাড়ল, "রাইট। একদম ঠিক।"

শশাঙ্ক বলল, "এস পি স্যারকে ফোন করে দে। উনি যা করার করুক।"

বসুসেন ফোন বের করল।

শশাঙ্ক চারদিক দেখল। এলাকার লোক জড়ো হয়েছে। কিশোরকে খোঁজার চেষ্টা করল। পেল না।

বসুসেন এস পিকে সব কথা জানিয়ে ফোন রেখে বলল, "ওরা ওদের আজ রাতেই এখান থেকে নিয়ে যাবে। আর কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না। আপাতত হ্যান্ডওভার দিয়ে দিই। পরে ফারদার ইনভেস্টিগেশনে যা হবে ওরা বুঝুক। তুই কি থানায় যাবি?"

শশাঙ্ক বলল, "চল। ওদের হ্যান্ডওভার করে আসি।"

বসুসেন বলল, "চল।"

দু'জনে থানায় পৌঁছে চুপ করে অবিনাশের চেম্বারে গিয়েই বসে রইল। শশাঙ্ক মাথা নিচু করে বসে রইল। বসুসেন একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করে বসুসেন বলল, "ওরা তাহলে সফল হল। স্যারের এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারও এক্সপোজ হল, আবার লিপিকা..." চুপ করে গেল বসুসেন।

শশাঙ্ক মাথা তুলল, তার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। বলল, "লিপিকা ওদের কী ক্ষতি করেছিল? শকুন্তলাকে সাহায্য করতে গেছিল শুধু। তার পরিবর্তে..."

বসুসেন বলল, "ভাবিস না। যত ভাববি, তত অস্বস্তি হবে।"

বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়াল। বসুসেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এস পি স্যার এসেছেন। চল।"

শশাঙ্ক তেতো গলায় বলল, "তুই যা। আমি যাব না। আমার ভালো লাগছে না।"

বসুসেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি। তুই বস।"

বাইরে বেরোল বসুসেন। এস পিকে অবিনাশের চেম্বারে এনে বসাল।

এস পি বললেন, "অবিনাশ সাহেবেরই ভুল হয়েছিল, উচিত ছিল অনেক আগে আমাদের ইনফরম করা। এই ধরনের সাইকোদের ডিল করা এত সোজা না। এখানে রেখে কেন ইনভেস্টিগেট করতে গেছিলেন উনি?"

বসুসেন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "স্যার আমরা তো জানতাম উনি আপনাদের সব জানিয়েছেন।"

এস পি বললেন, "অ্যারেস্ট করেছেন জানিয়েছেন, কিন্তু ওই ছেলেটা যে এত বড়ো সাইকো, তা জানাননি।"

শশাঙ্ক বলল, "লুকোনোর ছিল বলে জানাননি। ওর নিজেরও কেচ্ছা বেরোনোর ব্যাপার ছিল।"

এস পি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "নিজের কেচ্ছা মানে?"

বসুসেন সবটা বলল।

এস পি বললেন, "গুডনেস! এরা তো ভয়াবহ সাইকো তবে! আর কোনো অ্যাজেন্ডা আছে নাকি আগে সেটা বের করতে হবে।"

শশাঙ্ক বলল, "স্যার লিপিকা তো কোনো দোষ করেনি। শকুন্তলা যেটা করলেন..." গলা বুজে এল শশাঙ্কর।

এস পি শশাঙ্কর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভেঙে পড়ো না। জীবনটাই এরকম। অবশ্য এই মুহূর্তে তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা আমার নেই। ওই কিশোর ছেলেটাকে দেখো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করো। বর্ডারগুলো সিল করো, পেয়ে যাবে।"

দু'জনেই মাথা নাড়ল।

শকুন্তলা আর বাসুদেবকে বের করে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। দু'জনে বিকারগ্রস্থের মতো হেসে যাচ্ছে। অসহ্য, অসহনীয় হাসি। একজন কনস্টেবল বাসুদেবকে ঘাড়ধাক্কা দিল, তাতে কোনো লাভ হল না। তার হাসি আরও বেড়ে গেল। এস পি সাহেব ইশারায় কনস্টেবলকে মারতে বারণ করলেন।

শশাঙ্ক আর বসেন বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই বাসুদেব চিৎকার করল, "এলাকা ক্লিন হয়ে গেল স্যার, দিলীপ দাসের খুনি সাফ... খুনি সাফ... কী মজা... কী মজা," কথাটা বলে আবার হাসতে শুরু করে দিল।

শশাঙ্ক আর বসুসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আর কোনো কথা বলল না কেউই...



BOOK LOOK PUBLISHING
www.booklookonline.com
9 788196 806316
Rs. 250 INR